কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

মনসামঙ্গল

সাহিত্য

ভূমিকা

মঙ্গলকাব্য

দেবদেবীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক অনেক ছড়া ও ব্রতকথা পাঁচ ছয় শতাব্দী পূর্ব হইতেই লোকের মুখে মুখে গীত হইয়া আসিতেছে। এইগুলিরই অপেক্ষাকৃত সুগঠিত রূপকে পাঁচালী বলা হয়। ক্ষমতাবান কবিদের হাতে পড়িয়া এই পাঁচালীই মঙ্গলকাব্যে পরিণতি লাভ করিয়াছে। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের মধ্যে মনসা, চণ্ডী এবং ধর্মঠাকুরের প্রতিপত্তিই বেশী।

সাধারণ মানুষ বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার আশায় দেবতার কল্পনা করিয়াছে। এক এক রকম বিপদের জন্য এক এক রকমের দেবতার কল্পনা। ওলাউঠার জন্য ওলাদেবীর শরণ লওয়া হয় এবং বসন্ত হইলে আজও লোকে শীতলার পূজা দিয়া থাকে। সর্পদেবতা মনসার উদ্ভবও এই বিভীষিকা হইতে।

পৃথিবীর সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেক সময় একটা সাধর্ম্য দেখা যায়। সাপকে যে দেবতা কল্পনা করা হইয়াছে সেটা কেবল এ দেশেরই বৈশিষ্ট্য নয় পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও সর্পপূজা প্রচলিত আছে। প্রাচীন মিশরীয়দের মধ্যেও সর্পপূজার প্রচলন ছিল, প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এরূপ প্রমাণ পাইয়াছেন।

মনসামঙ্গল

বঙ্গের অনেক কবি সর্পদেবতা মনসার মাহাত্ম্যজ্ঞাপক মঙ্গলকাব্য রচনা করিয়াছেন। মনসামঙ্গলের কবিদের মধ্যে বিজয় গুপ্তের নাম বিখ্যাত। ইহার কাব্য পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে রচিত হয়। বিজয় গুপ্তের গ্রন্থে হরি দত্ত নামক তৎপূর্ববর্তী আর একজন কবির নাম পাওয়া যায়। বিজয় গুপ্তের সমকালীন নারায়ণ দেব নামক মৈমনসিংহের অধিবাসী আর একজন খ্যাতিমান কবির কাব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া বিপ্রদাস, গঙ্গাদাস সেন, দ্বিজ বংশীদাস, জগজ্জীবন ঘোষাল, ষষ্ঠীবর দত্ত, জীবন মৈত্র প্রভৃতি আরও অনেক কবি মনসার গান রচনা করিয়াছেন। কিন্তু কবিগুণে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসার ভাসান যে পরিমাণ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল আর কোন মনসামঙ্গল সেরূপ পারে নাই।

কবির নাম

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ কি এক ব্যক্তি ? কোনো কোনো ঐতিহাসি ধারণা কেতকাদাস একজন কবির নাম, আর ক্ষেমানন্দ অন্য কবির ; ইহা দুইজনে মিলিয়া একটি ভাসান গান রচনা করিয়াছেন। ইহার কিছু কেতকাদাসের লেখা আর কিছুটা ক্ষেমানন্দের। ভণিতায় কোথাও কে একজনের নাম, কোথাও বা আর একজনের, একত্র দুই নাম কদাচিৎ দে যায়। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ সম্বন্ধে দ্বিত্ববোধের মূল এইখানেই।

কাব্যপাঠ করিয়া যে অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইতে কিন্তু ম হয় সমগ্র গ্রন্থ একজনেরই রচনা। কবির আসল নাম ক্ষেমানন্দ, ক্ষেমানন্দ হইতে পারে। কেতকাদাস তাঁহার পরিচয়জ্ঞাপক বিশেষণ। পদ্মপত্রে জ হইয়াছিল বলিয়া মনসার এক নাম পদ্মা। কিন্তু ক্ষেমানন্দের মতে

"কিয়া পাতে জন্ম হৈল কেতকা সুন্দরী।"

তাই তিনি মনসার নাম দিয়াছেন কেতকা। ভণিতায় নিজেকে কেতকাদাস বলিয়া উল্লেখ করিবারও ইহাই কারণ।

ক্ষেমানন্দ রাঢ়ের অধিবাসী ছিলেন। বঙ্গদেশের যে অংশটি গঙ্গার পশ্চিম তারে অবস্থিত সেই অংশটি প্রাচীনকালে রাঢ় নামে পরিচিত ছিল। ক্ষেমানন্দের কাব্যটি সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে রচিত হইয়াছিল। কবি স্বীয় কাব্যে যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহার কিছু ঐতিহাসিক মূল্য আছে। এই কারণে ঐ আত্মপরিচয় হইতে ক্ষেমানন্দ এবং তাঁহার কাব্যরচনা সম্বন্ধে যে কয়েকটি জ্ঞাতব্য তথ্য পাওয়া যায় তাহা এস্থলে সংকলিত হইল।

ক্ষেমানন্দের আত্মপরিচয়

ক্ষেমানন্দ জাতিতে কায়স্থ। ইহার পিতার নাম শঙ্কর মণ্ডল। চন্দ্রহাসের পুত্র বলভদ্র মহাশয়ের তালুকে ইহাদের বাস ছিল। বলভদ্রের তিনটি নাবালক পুত্র ছিল। ইহারা যে গুরুমহাশয়ের কাছে লেখাপড়া করিত তাঁহার নাম প্রসাদ। বলভদ্রের মৃত্যু হইলে এই প্রসাদই তাঁহাদের অভিভাবক হইয়া বসিলেন ঐ সঙ্গে ছাত্রদের পৈতৃক তালুকটিও অধিকার করিয়া লইলেন। এই সময় সেলিমবাদ পরগনার ফৌজদার বারা খাঁ যুদ্ধে নিহত হওয়ায় দেশে অরাজকতা দেখা দিল। শঙ্কর মণ্ডল তাঁহাদের হিতৈষী আর্জুন রায়ের

পরামর্শে সপরিবারে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। নিশা অবসানে তাঁহারা যে গ্রামে আসিয়া পৌছিলেন তাহার নাম জগন্নাথপুর, সেখানে নীলাম্বরের গৃহে তাঁহারা অতিথি হইলেন। নীলাম্বরের গৃহ হইতে তাঁহারা গেলেন রাজা বিষ্ণুদাসের ভাইয়ের নিকটে।

তিনি দিলেন ভূম পান আর তিনখানি গ্রাম
লিখাপড়া বসতির স্থান।

ক্ষেমানন্দের ভ্রাতার নাম অভিরাম। ক্ষেমানন্দ ও অভিরাম দুই ভাই একদিন মাতার আদেশে খড় কাটিতে বাহির হইলেন। গৃহ হইতে কিছুদূরে গিয়া দেখিলেন জন পাঁচেক বালক এক জলায় মাছ ধরিতেছে। ক্ষেমানন্দ তাহাদের সঙ্গে মাছ ধরিতে চাহিলে বালকেরা আপত্তি করিল। তখন তাহাদের সব মাছ কাড়িয়া লইয়া অভিরামের হাত দিয়া গৃহে পাঠাইয়া দিলেন, ছেলেরাও পলাইয়া গেল, খড় কাটিবার জন্য ক্ষেমানন্দ একলা মাঠে রহিয়া গেলেন। কিন্তু খড় কাটা আর হইল না। আকাশ অন্ধকার হইয়া অকস্মাৎ প্রবল ঝড় উঠিল। কবি সবিস্ময়ে দেখিলেন এক মুচিনী তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মানা।

মুচিনীর বেশ ধরি বলেন দেবী বিষহরী
কাপড় কিনিতে আছে টাকা ?

কাপড় বেচিবার পক্ষে স্থানটিও যেমন উপযুক্ত, কালটিও তেমনি অনুকূল। কবি হতবাক্ হইয়া নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন। এমন সময় পায়ে পিপীলিকা দংশন করায় যেই কবি দৃষ্টি নামাইলেন অমনি দেবী অন্তর্হিত হইলেন। মুখ তুলিয়া দেখেন, শূন্য প্রান্তরে কেহ কোথাও নাই। ক্ষেমানন্দ বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, কে এই মুচিনী ? তাঁহার বিস্ময়ে কৌতূহলী হইয়া দেবী স্বরূপে আবির্ভূত হইলেন। 'ভুজঙ্গঠাটে বেষ্টিত' মনসার ভয়ংকরী মূর্তি দেখিয়া ভয়ে কবির গলা শুকাইয়া গেল।

দেবী বলিলেন, যাহা দেখিলে তাহা কাহারও কাছে প্রকাশ করিও না, তাহা হইলে অকল্যাণ হইবে। আর বলিলেন,

ওরে পুত্র ক্ষেমানন্দ কবিতা কর প্রবন্ধ
আমার মঙ্গল গায়্যা দোল।

দেবীর এই আদেশ পাইয়া ক্ষেমানন্দ মনসামঙ্গল রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

ক্ষেমানন্দের কবিপ্রতিভা

ক্ষেমানন্দ যে প্রতিভাশালী কবি এবং বিদগ্ধ পণ্ডিত ছিলেন এ কাব্যের বহু স্থানে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার রচনা সরস মধুর এবং অনেকাংশে গ্রাম্যতামুক্ত। করুণ রসের চিত্রাঙ্কনে তাঁহার দক্ষতা সমধিক প্রকাশ পাইয়াছে। লোহার বাসরে মৃত পতিকে কোলে লইয়া বেহুলার সেই যে ব্যাকুল ক্রন্দন তাহা সহজেই আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে।

লোহার বাসর হইতে পুত্রবধূর ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইয়া সনকার বুক কাঁপিয়া উঠিল। তিনি ছুটিয়া গিয়া দেখিলেন

বেহুলা নাচনী বড় কান্দে উচ্চঃস্বরে।
দুর্লভ লখাই মৈল লোহার বাসরে ॥
শুনিয়া বিদরে প্রাণ চক্ষে পড়ে পানি।
মরা পুত্র কোলে করে কান্দয়ে বেনেনী ॥

পুত্রশোকে পাগল হইয়া সনকা বেহুলাকেও গালি দিলেন। বলিলেন,

বিভা দিনে খাইলি পতি না পোহাতে রাতি।

হতভাগিনী, তোর সীমন্তের সিন্দূরে কালি পড়িল না, তোর পরিধানবস্ত্র মলিন হইল না, তোর চরণের অলক্তকে ধূলি লাগিল না। হায়, এইটুকু সময়ের মধ্যেই তুই এমন সর্বনাশ করিলি। পুত্রহারা জননীর এই শোক স্বাভাবিক। এই শোক তাঁহাকে নিষ্ঠুর করিয়া তুলিয়াছে। যে হতভাগিনী স্বামীশোকে বিহ্বল তাহাকে তাহারই সর্বনাশের জন্য দায়ী করিয়া শাশুড়ী যে গালি দিলেন বেহুলা তাহার প্রতিবাদ করিল না। সে শুনিল কি শুনিল না তাহা বুঝা গেল না। বেহুলার শোকার্ত হৃদয়ের এই অকৃত্রিম বর্ণনাই কাব্যে এই অংশটিকে অশ্রুসিক্ত করিয়া তুলিয়াছে।

পাতিব্রত্যের প্রসঙ্গে সীতা সাবিত্রীর কথাই আমাদের সর্বাগ্রে মনে পড়ে। কিন্তু এই দুই পৌরাণিকী রমণীর পাশে বেহুলাও সগর্বে স্থান লাভ করিতে পারেন। সীতা সাবিত্রী বিবাহের পর স্বামীসঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু বেহুলা বিবাহের রাত্রেই স্বামীকে হারাইয়াছেন। তাহার পর হইতেই মৃত পতিকে কোলে লইয়া ছয় মাস ধরিয়া নিষ্ঠুর নিয়তির সহিত সেই যে নিরন্তর সংগ্রাম সে তো সহজ কথা নয়। অবশ্য এ কথা মানিতেই হইবে যে, বেহুলা চরিত্রের এই অবিচলিত নিষ্ঠা এই অনমনীয় দৃঢ়তা পতির জীবন ফিরিয়া

পাইবার জন্য এই জীবনপণ সাধনা,—ইহার সবটুকুই কবির আপন সৃষ্টি নয়। পাঁচালীর গানে, প্রচলিত কাহিনীতে বেহুলার সতীত্বকথা পূর্ব হইতেই গীত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু কবি স্বীয় প্রতিভার স্পর্শ দিয়া বেহুলার লৌকিক মহিমাকে একটি অলৌকিক মাহাত্ম্যে মণ্ডিত করিয়াছেন।

চাঁদ সদাগরের দুর্দমনীয় পৌরুষের ছবিটিও কবির হাতে সমুজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে।

মনসার সহিত নিরন্তর বিবাদ করিয়া তাঁহার বিপদের অন্ত নাই। দেবীর কোপে তাঁহার ছয় পুত্র মরিল, ধনরত্ন ভরা চৌদ্দ ডিঙা সাগরের জলে ডুবিয়া বিনষ্ট হইল। ঘরে পরে দেশ বিদেশে লাঞ্ছনার সীমা পরিসীমা রহিল না। তথাপি মনসাকে তিনি দেবতা বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন।

মনস্তাপ পায় তবু না নোয়ায় মাথা।
বলে চেঙমুড়ী বেটী কিসের দেবতা॥

পুত্রবধূ বেহুলার অনুরোধে বৃদ্ধ বয়সে চাঁদ সদাগরকে শেষ পর্যন্ত মনসার পায়ে ফুল দিতে হইয়াছিল সত্য এবং তাহার ফলে চন্দ্রধরের চরিত্র-গৌরব কিছুটা হ্রাস পাইয়াছে ইহাও না মানিয়া উপায় নাই, কিন্তু সে অপরাধ কবির নয়। কবিকে যে পুরাতন কাহিনীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছে একথা ভুলিলে চলিবে না।

কেতকাদাসের মনসামঙ্গল সৃজন, ঊষাহরণ, রাখালপূজা, ধন্বন্তরি ও বেহুলা-লখিন্দর নামক পাঁচটি পালায় বিভক্ত, কিন্তু কোনো হস্তলিখিত পুঁথিতেই একত্র সব কয়টি পালা পাওয়া যায় না। পাঁচটি পালার মধ্যে শেষেরটিই প্রধান। মনসামঙ্গলের মূল আখ্যান চাঁদ সদাগরের বৃত্তান্ত এই পালার উপজীব্য। এই পালার আর এক নাম জাগরণ পালা। বেহুলা-লখিন্দর বা জাগরণ পালাই বর্তমান গ্রন্থের বিষয়বস্তু।

এই গ্রন্থ সম্পাদনে প্রধানত নিম্নলিখিত পুস্তকাদি হইতে সাহায্য পাইয়াছি :

১. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ-রচিত মনসা-মঙ্গল, প্রথম খণ্ড, পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ। শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, এম এ।
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

২. মনসার ভাসান অর্থাৎ চাঁদসদাগরের সহিত মনসার বিবা

(শ্রীকেতকানন্দ দাস সাহায্যে শ্রীক্ষমানন্দ দাস কর্তৃক বিবিধ ছন্দে বিরচিত।) অক্ষয় লাইব্রেরী, কলিকাতা।

৩. মনসার ভাসান অর্থাৎ চাঁদ সদাগরের সহিত মনসার বিবাদ এবং বেহুলা লখিন্দরের জীবন-চরিত্র ও মনসাদেবীর মহিমা প্রকাশ। (শ্রীকেতকানন্দ দাসের সহযোগিতায় শ্রীক্ষমানন্দ দাস কর্তৃক বিবিধ ছন্দে বিরচিত।) চতুর্থ মুদ্রণ। জেনারেল লাইব্রেরী। কলিকাতা ৬।

৪. শ্রীশ্রীপদ্মপুরাণ বাইশ কবি মনসামঙ্গল। (তৃতীয় সংস্করণ) শ্রীচন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক সংগৃহীত ও শ্রীশশিভূষণ দেব কবিরঞ্জন কর্তৃক সংশোধিত। ঢাকা মোগলটুলি পুস্তকালয়।

৫. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। পঞ্চম সংস্করণ। শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। কলিকাতা।

৬. বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস। প্রথম খণ্ড। প্রথম সংস্করণ। শ্রীসুকুমার সেন। মডার্ন বুক এজেন্সি। কলিকাতা।

৭. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস। তৃতীয় সংস্করণ। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য। এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা।

৮ বঙ্গের কবিতা। প্রথম ভাগ। শ্রীঅনাথকৃষ্ণ দেব। কলিকাতা।

৯. বাঙ্গালা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য। জিজ্ঞাসা। কলিকাতা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় রক্ষিত মনসামঙ্গলের পুঁথিগুলি দেখিবার সুযোগ পাওয়ায় এই গ্রন্থ সংকলনের কাজ অনেকটা সুকর হইয়াছে।

কোনো দুইটি পুরাতন পুঁথির ভাষা অনেক ক্ষেত্রেই এক হয় না। কাজেই কোন ভাষাটি যে কবির ভাষা তাহা বুঝা কঠিন। হয়তো প্রাপ্ত পুঁথিসমূহের কোনোটিরই ভাষা কবির ভাষা নয়। ইহা ছাড়া অনেক সময় পুঁথির ছত্রের ক্রম ঠিক থাকে না। কখনও কখনও দেখা যায়, ভিন্ন ভিন্ন পুঁথিতে একই ছত্রের ভিন্ন ভিন্ন পাঠ।

দুই একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বক্তব্যটি পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করা যাক।

তৃতীয় স্তবকের প্রথম ছত্র বর্তমান গ্রন্থে এইরূপ আছে :

লম্ফ দিয়া বহিত্রে চাপিল হনুমান

ভূমিকা

যে সব গ্রন্থ মিলাইয়া বর্তমান পাঠ প্রস্তুত করা হইয়াছে সে সবের পাঠ কত বিচিত্র রকমের। কোনো গ্রন্থে আছে, লম্ফ দিয়া বাহিয়া চলিল হনুমান। কোথাও আছে, লম্ফ দিয়া বহিয়া চলিল হনুমান। আবার এক স্থলে আছে, লাফ দিয়া বহিত্রে চাপিল হনুমান। আমরা যে কি বিবেচনায় উল্লিখিত পাঠগুলির কোনোটিকেই আদর্শ মনে না করিয়া "লম্ফ দিয়া বহিত্রে চাপিল হনুমান" এই পাঠটিকে সকল দিক দিয়া সঙ্গত বলিয়া ধরিয়াছি তাহা পাঠক একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

সপ্তম স্তবকের প্রথম চারি ছত্রের পাঠ ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে এইরূপ আছে

(ক) চাঁদবেনে বলে মিতা, কি কব দুঃখের কথা,
বিধি বাম লিখিল কপালে।
কানি চেঙমুড়ী বেটি পুত্র মোর খাইল ছটি
সাত ডিঙ্গা ডুবাইল জলে॥

(খ) চাঁদবেণে বলে মিতা কি কহ দুঃখের কথা
বিধি বাম লিখিল কপালে।
কাণা চেঙমুড়ি বেটী পুত্র মোর খেলে ছটি
সাত ডিঙ্গা ডুবাইল জলে॥

(গ) চাঁদবাণ্যা বলে মিতা কি কব দুঃখের কথা
বিধিবাম লিখিল কপালে।
চেঙ্গমুড়ি কানী বেটী খায়্যা মোর পুত্র ছটি
সাত ডিঙ্গা ডুবাইল জলে॥

আমাদের সম্পাদনায় ঐ চারি ছত্রের পাঠ এইরূপ দাঁড়াইয়াছে:

চাঁদবেনে বলে মিতা কি কব দুঃখের কথা
বিধি বাম লিখিল কপালে।
কানী চেঙমুড়ী বেটী পুত্র মোর খাইল ছটি
সাত ডিঙ্গা ডুবাইল জলে॥

কোনো পাঠই যখন গ্রন্থকারের আসল পাঠ বলিয়া নির্দেশ করিবার মতো সাক্ষ্য-প্রমাণ নাই তখন যে পাঠ সহজ এবং সর্বজনবোধ্য বলিয়া মনে করিয়াছি সেই পাঠ প্রয়োজনমত সংশোধন ও সম্পাদন করিয়া আদর্শ পাঠ প্রস্তুত করিয়াছি। গবেষকের জন্য নহে, এ গ্রন্থ সাহিত্যরসিক সাধারণ পাঠকের উদ্দেশে প্রণীত হইতেছে একথা ভুলি নাই বলিয়াই এ পথ গ্রহণ করিয়াছি। বানান সম্পর্কে যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয় না দিয়া যথাসম্ভব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বানানপদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছি। ইতি

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

আকন বই বিতান
মোঃ সুলতান মাহমুদ

মনসা কর্তৃক চাঁদ সদাগরের সপ্তডিঙ্গা ডুবাইবার মন্ত্রণা

চম্পক নগরে ঘর চাঁদ সদাগর ।
মনসা সহিত বাদ করে নিরন্তর ॥
সেজীর কোপেতে তার ছয় পুত্র মরে ।
তথাচ দেবতা বলি না মানে তাহারে ॥ ৪ ॥
মনস্তাপ পায় তবু না নোয়ায় মাথা ।
বলে চেঙ্গমুড়ী বেটী কিসের দেবতা ॥
হেতাল লইয়া হস্তে দিবানিশি ফেরে ।
মনসার অন্বেষণ করে ঘরে ঘরে ॥ ৮ ॥
বলে একবার যদি দেখা পাই তার ।
মারিব মাথায় বাড়ি না বাঁচিবে আর ॥
আপদ ঘুচিবে মম পাব অব্যাহতি ।
পরম কৌতুকে হবে রাজ্যেতে বসতি ॥ ১২ ॥
এইরূপে কিছু দিন করিয়া যাপন ।
বাণিজ্যে চলিল শেষে দক্ষিণ পাটন ॥
শিব শিব বলি যাত্রা করে সদাগর ।
মনের কৌতুকে চাপে ডিঙ্গার উপর ॥ ১৬ ॥
বাহ বাহ বলি ডাক দিল কর্ণধারে ।
সাবধান হয়ে যাও জলের উপরে ॥
চাঁদের আদেশ পাইয়া কাণ্ডারী চলিল ।
সাত ডিঙ্গা লয়ে কালীদহে উত্তরিল ॥ ২০ ॥
চাঁদবেনের বিসম্বাদ মনসার সনে ।
কালীদহে সাধু দেবী জানিল ধেয়ানে ॥
নেতা লৈয়া যুক্তি করে জয় বিষহরী ।
মম সনে বাদ করে চাঁদ অধিকারী ॥ ২৪ ॥
নিরন্তর বলে মোরে কানী চেঙমুড়ী ।
বিপাকে উহারে আজি ভরা ডুবি করি ॥

তবে যদি মোর পূজা করে সদাগর।
অবিলম্বে ডাকিল যতেক জলধর ॥ ২৮ ॥
হনুমান বলবান পরাংপর বীর।
কালীদহে কর গিয়ে প্রবল সমীর ॥
পুষ্প পান দিয়া দেবী তার প্রতি বলে।
চাঁদবেনের সাত ডিঙ্গা ডুবাইবে জলে ॥ ৩২ ॥
দেবীর আদেশ পাইয়া কাদম্বিনী ধায়।
বিপাকে মজিল চাঁদ কেতকাতে গায় ॥

২

চাঁদের নৌকাডুবি

দেবীর আজ্ঞায় হনুমান যায়
সাথে লয়ে মেঘগণ।
পুষ্কর দুষ্কর আইল সত্বর
করি ঝড় বরিষন ॥ ৪ ॥
আসি কালীদয় উভয়েই কয়
ডুবাইতে সাধুর তরী।
বীর হনুমান অতি বেগে যান
করিবার ঝড় বারি ॥ ৮ ॥
অবনী আকাশে প্রখর বাতাসে
হৈল মহা অন্ধকার।
পেঁঠার গাবর নায়ের নফর
নাহিক দেখে নিস্তার ॥ ১২ ॥
গজ শুণ্ডাকার পড়ে জলধার
ঘন ঘোর তর্জনে গর্জে।
মনে পাইয়া ভয় বলে সদাগর
যাইতে নারিলাম রাজ্যে ॥ ১৬ ॥
হুড় হুড় হুড় পড়িছে চিকুর
যেন বেগে যায় গুলি।

জল কর্ণধার নাহিক নিস্তার
ডাকিল যাবার বুলি ॥ ২০ ॥
দেখিয়ে অদ্ভুত হাসিছে বিদ্যুৎ
ছাইল গগনে তাই।
বিপদ গণিয়া বলিছে কান্দিয়া
কেন বা বাণিজ্যে আইনু ॥ ২৪ ॥
তরী সাতখান চাপি হনুমান
চক্রাবর্তে দেয় পাক।
ঘন ঘন ঝড়ে ছই গেল উড়ে
প্রবল পবন ডাক ॥ ২৮ ॥
হাঙর কুম্ভীর আসিয়া বিস্তর
তরী আশে পাশে ভাসে।
জলে ডিঙা লয়ে, …থে পাক দিয়ে
অহি ধায় গ্রাস আশে ॥ ৩২ ॥
বিপদ ঘটালে কালীর উথলে
তরঙ্গে তরণী বুড়ে।
হইয়া বিকল কান্দিয়া সকল
জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে ॥ ৩৬ ॥
মেঘের গর্জনে আর বরিষনে
কাণ্ডারী কাঁপিছে শীতে।
শক্তি নাহি নড়ে মূর্ছাগত পড়ে
সবে রহে এক ভিতে ॥ ৪০ ॥
ডিঙার নকরে গ্রাসিল হাঙরে
কাছি তার গিলে যাছে।
চাপিয়া তরণী হনুমান আপনি
হেলায়ে দোলায়ে নাচে ॥ ৪৪ ॥
ঘন পড়ে ঝঞ্ঝনা ভাসিল কতনা
ভেসে গেল কালীদহ জলে।
ডিঙা হৈল ডুবু ডুবু মনসার নাম তবু
সদাগর মুখে নাহি বলে ॥ ৪৮ ॥

যা করেন শিবশূল এবারে পাইলে কূল
মনসাকে বধিব পরাণে।
যত বলে বেনিয়া এই সব শুনিয়া
কোপে জলে বীর হনুমানে॥ ৫২॥
করি তবে হুড়মুড় তুলিল প্রবল ঝড়
হনুমান বাড়িল যে বলে।
মতিগতি মনসার যা বাখিয়া পদের
সাত ডিঙ্গা ডুবাইল জলে॥ ৫৩॥
কান্দয়ে বাঙ্গাল হইয়ু কাঙ্গাল
ভেসে গেল পোস্তের হোলা।
বিপদ সাগরে জলের উপরে
ভাসিয়া নিদান বেলা॥ ৬০॥
ডুবাইয়া নায় চাঁদ জল খায়
বিষহরী খলখল হাসে।
জয় জয় মনসা তুমি মা ভরসা
রচিলেক কেতকা দাসে॥ ৬৪॥

৩

চাঁদের দুর্জয় মনোবল

ধুয়া। হড়ুর বাকৈ বাকৈ
লম্ফ দিয়া বহিত্রে চাপিল হনুমান।
চক্রাবর্তে ঘোরে ডিঙ্গা সাধু কম্পমান॥
শিরে হস্ত দিয়া কান্দে সকল বাঙ্গাল।
সকল ডুবিল জলে হইয়ু কাঙ্গাল॥ ৪॥
পোস্তের হোলা ভেসে গেল ছাকিনার কানি।
আর বাঙ্গাল বলে গেল ছেঁড়া কাঁথাখানি॥
ধুলায় লোটায়ে কাঁদে যত বাঙ্গালেরা।
সাত পেঁটে টেনা তার হয় জানহারা॥ ৮॥

বিপাকে হারায় প্রাণ চাঁদবেনের পাকে ।
তাকা চুবি নহে তাই কব পিয়া কাকে ॥
হস্তের বাধান তারা দিকে দিকে ধায় ।
মনসার ঘাটে চাঁদবেনে জল খায় ॥ ১২ ॥
চক্ষু বাধা জবে পেট খাইয়া চুবনি ।
তবু বলে দুষ্ট বিলি চেঙমুড়ী কানী ॥
শুনিয়া হাসেন হবে জয় বিষহরী ।
ঢোকে ঢোকে জল খায় চাঁদ অধিকারী ॥ ১৬ ॥
সাধুর দুর্গতি দেখি মনসা ভাবিয়া ।
বসিবারে শতদল দিল ফেলাইয়া ॥
জল খাইয়া রক্ত চক্ষু নাহি দেখে কূল ।
হেনকালে সম্মুখে দেখিল পদ্মফুল ॥ ২০ ॥
চাঁদ বলে ঐ পদ্ম মনসার জন্য ।
হেন পদ্ম পরশিলে আমার অধর্ম ॥
এত ভাবি চাঁদবেনে না ছুঁইল ফুল ।
জল খাইয়া মরে প্রাণে নাহি দেখে কূল ॥ ২৪ ॥
সাধুর দুর্গতি দেখি জগাতী কমলা ।
রামকলা কাটিয়া চাঁদেরে দিল ভেলা ॥
ভেলায় চাপিয়া সাধু পাইল গিয়া তড় ।
শিব শিব বলি সাতবার করে গড় ॥ ২৮ ॥
লজ্জা ভয়-লাকে রয় জলেতে বসিয়া ।
নেত সে ধোপানী তবে বলিল হাসিয়া ॥
নেত বলে চাঁদবেনে তোমা নাহি জানে ।
এবার সঙ্কটে ওরে রাখ গো মা প্রাণে ॥ ৩২ ॥
বস্ত্র বিবর্জিত সাধু কাতর হৃদয় ।
মনসার পাদপদ্মে কেতকাতে কয় ॥

৪

মনসার ছলনা

বিবস্ত্র চাঁদবেনে ভাসিতেছে জলে।
পরাতে মড়ার কানি বিষহরী চলে॥
পরমা সুন্দরী রূপে দিতে নারি সীমা।
সাত পাঁচ কুলবধূ সঙ্গে লয়ে রামা॥ ৪॥
জরৎকারু জায়া দেবী জয় বিষহরী।
বারি আনিবারে চলে কুম্ভ কক্ষে করি॥
যে স্থানেতে চাঁদবেনে বিবস্ত্র বসে।
সেইখানে উপস্থিত চক্ষের নিমেষে॥ ৮॥
কুলবধূ দেখি সাধু মনে লাজ পায়।
বিবসনে লাজে সাধু জলেতে লুকায়॥
সকল রমণী বলে ক্ষেপা দিগম্বর।
বিবস্ত্র রয়েছ কেন শব-কানি পর॥ ১২॥
শ্মশানের কানি তবে সাধু নিয়া পরে।
ভিক্ষা মাগি খাইতে গেল নগরে নগরে॥
বাম হস্তে ঝোলা তার ছেঁড়া কাঁথা গায়।
মনসার হুটে সাধু ভিক্ষা মাগি খায়॥ ১৬॥
কেতকায় বলে যত মনসার মায়া।
কর গো করুণাময়ী গায়কেরে দয়া॥

৫

চাঁদসদাগরের ভিক্ষা

হাতে ঝোলা করি চাঁদ অধিকারী
ভিক্ষা মাগে ঘরে ঘরে।
দেখে ক্ষেপা হেন যত শিশুগণ
ঢিটাল ফেলিয়া মারে॥ ৪॥
বলে সদাগর কেন মোরে মার
নাম আমার চাঁদবেনে।

নাহি পবিত্র   যাবে ইহা কয়
সর্বলোকে হাসে শুনে ॥ ৮ ॥
অঙ্গ ছুইপুই   সকল বনিষ্ঠ
কৈড়া কাথা পরিধান।
ভাঙ্গা হোলা হাতে   কিছু দিল তাতে
যার ছিল সর্বজ্ঞান ॥ ১২ ॥
মাগে বাড়ি বাড়ি   পায় চাউল কড়ি
ধান্য পাইল আড়ি দুই।
পাইয়া ভাঙ্গা ঘর   চাঁদসদাগর
তার কোণে চাল থুই ॥ ১৬ ॥
মনসা মনেতে   জানিল ত্বরিতে
গেল গণেশের ঠাঁই।
দুই দণ্ডের তরে   মূষা দেহ মোরে
এই ভিক্ষা মাগি ভাই ॥ ২০ ॥
কহে গণপতি   শুনগো জগাতী
সর্বথা দিলাম মূষা।
নিশ্চয় স্বরূপে   কহিবে আমাকে
কাহারে করিবে হিংসা ॥ ২৪ ॥
কহেন জগাতী   শুন গণপতি
কহিলে না দেহ জানি।
চাঁদসদাগর   মোরে নিরন্তর
বলে চেঙমুড়ী কানী ॥ ২৮ ॥
কি আর বলিব   তাহারে ছলিব
মূষা দেহ লম্বোদর।
এতেক শুনিয়া   গণেশ হাসিয়া

দেবীর আদেশে ভূমিতে প্রবেশে
দন্তে বিদারিয়া মাটি।
গণার ইন্দুর বড়ই চতুর
সত্বরে সুড়ঙ্গ কাটি ॥ ৪০ ॥
মূষা মন্ত্র বলে ধান্য রাখি থালে
গেলা গণেশের আগে।
মনসা চরণ পরম কারণ
কেতকা দাস যে মাগে ॥ ৪৪ ॥

৬

সদাগরের বনে গমন ও চন্দ্রকেতুর সহিত মিলন

প্রভাতে উঠিয়া দেখে চাঁদসদাগর।
গৃহে ধান্য কিছু নাহি হইল ফাঁপর ॥
চাঁদবেনে বলে আমি ভিক্ষা মাগি আনি।
হেন ধান্য নিল মোর চেঙমুড়ী কানী ॥ ৪ ॥
মনসাকে গালি দিয়া বনে বনে যায়।
মনসার হটে সাধু আরো দুঃখ পায় ॥
শ্বেত মাছি রূপ ধরি বিষহরী চলে।
উঠিয়া বসিল গিয়া আখেটির চালে ॥ ৮ ॥
এ বার বৎসরে তারা না পায় শিকার।
সেই দিন মৃগয়াতে কৈল আগুসার ॥
আটাকাটি সাতনলা লইয়া জাল দড়ি।
শিকার করিতে তারা বনে গিয়া বেড়ি ॥ ১২ ॥
কানন বেষ্টন করি যত ব্যাধগণে।
আহার ফেলিয়া পক্ষী নামায় যতনে ॥
আহার পাইয়া পক্ষী চলে মনসুখে।
চাঁদবেনে হায় হায় করে মনোদুঃখে ॥ ১৬ ॥
সাধুর পাইয়া শব্দ যত পক্ষী উড়ে।
যতেক আখেটি চাঁদবেনের টিকি ধরে ॥

না যাব না যাব বলে চাঁদ অধিকারী।
কোন লোকে যায় তাই নাহি করি চুরি॥ ২০॥
তারা বলে কেন তুই পক্ষী দিলি ছেড়ে।
কোথা হতে কাল এলি তুই ভেড়ের ভেড়ে॥
তথা হৈতে চাঁদবেনে কান্দিতে কান্দিতে।
উপস্থিত হৈল গিয়া মিতার বাটীতে॥ ২৪॥
ধর্মশীল মিতা তার চন্দ্রকেতু নাম।
জুড়াবার আশে সাধু গেল তার ধাম॥
মিতা মিতা বলিয়া সে করে সম্ভাষণ।
মনসা ভাসান গীত কেতকা-বচন॥ ২৮॥

৭

চন্দ্রকেতুর সহিত সদাগরের কথোপকথন

চাঁদবেনে বলে মিতা কি কব দুঃখের কথা
বিধি বাম লিখিল কপালে।
কানী চেঙমুড়ী বেটী পুত্র মোর খাইল ছটি
সাত ডিঙ্গা ডুবাইল জলে॥ ৪॥
ভাগোতে বাঁচিল প্রাণ রক্ষা কৈল ত্রিনয়ন
তুই মিতায় তাই হৈল দেখা।
সদাগর বলে মিত কিছু মোর কর হিত
বিপদের কালে হও সখা॥ ৮॥
যে যাহার হয় মিত সেই তার করে হিত
ইতিহাস কর অবধান।
জানকী লক্ষ্মণ লৈয়া ভরতেরে রাজা দিয়া
যখন কাননে গেলেন রাম॥ ১২॥
জনক নন্দিনী সীতা রাবণ হরিল তথা
থুইল কনক-লঙ্কা মাঝ।
বিপদে রামের মিত করিতে রামের হিত
হৈল সুগ্রীব কপিরাজ॥ ১৬॥

বলিরাজে করি বধ		মিত্রে দিল রাজ্যপদ
এক বাণে ভেদি সপ্ত তাল।
স্বগ্রীব রামের মিত		করিতে রামের হিত
সিন্ধু জলে বান্ধিল জাঙ্গাল ॥ ২০ ॥
দোঁহে দোঁহাকার মিত		করিতে দোঁহার হিত
করিল অনেক প্রাণপণে।
রাম স্বগ্রীবের বশে		শিলা বৃক্ষ জলে ভাসে
যাঁর কীর্তি ঘোষে জগজনে ॥ ২৪ ॥
পঞ্চ ভাই যুধিষ্ঠির		হয়েছিল মহাবীর
পাশা হারি গেল বনবাসে।
বিরাট রাজার ঠাঁই		গুপ্তবেশে পঞ্চভাই
স্থিতি করি ছিল সেই দেশে ॥ ২৮ ॥
আছিল শ্রীবৎসরাজা		করিল হরের পূজা
একভাবে রজনী দিবস।
শনিগ্রহ কৈল পীড়া		হৈল রাজ্যদেশ ছাড়া
দ্বাদশ বৎসর বনবাস ॥ ৩২ ॥
তেন মোর হীন দশা		তোমার বাটীতে বাসা
করিতে আইলাম হৈয়া ভীত।
নাহি জানে অধিকারী		মনসার ঘুই বারি
নিত্য পূজা তার নিয়মিত ॥ ৩৬ ॥
ভাল ভাল বলি মিত		মোর বাটী উপনীত
এসেছ অনেক দিন পরে।
আগে জলপিঁড়ি দিয়া		চাঁদে বসাইল নিয়া
মনসার বারি যেই ঘরে ॥ ৪০ ॥
সিংহাসন ছুই ধারা		মাথায় পুষ্পের কারা
সুন্দর সিন্দুর কেয়া পাতা।
চাঁদ বলে চেঙমুড়ী		করে মোর নৌকা বুড়ি
লুকাইয়া আছ আসি হেথা ॥ ৪৪ ॥
আমার মিতার ঘরে		রহিয়াছ মন ভরে
এত তত্ত্ব আমি নাহি জানি।

মোর পিতা তোর তরে   কোন গুণে পূজা করে
উদর ভরাইয়া খাও কানী ॥ ৪৮ ॥
ভাঙ্গিতে মনসার বাড়ি   কোপে চাঁদ অধিকারী
লইয়া যায় হেতালের বাড়ি ।
বুদ্ধি তার বিপরীত   দেখিয়া তাহার মিত
মিতার ধরিল দৌড়াদৌড়ি ॥ ৫২ ॥
আরে মিতা হতবুদ্ধি   আর নাহি তব সিদ্ধি
দেবতা সহিত বিসম্বাদ ।
ভাগ্যে হেতালের বাড়ি   লইলাম হড়বড়ি
নিষেধেতে করিতে প্রমাদ ॥ ৫৬ ॥
পাগল দেখিয়া তারে   কেহ ঢেকা ঢুকা মারে
মাথে তার মারয়ে ঠোকর ।
ভাঙ্গিতে মনসার বাড়ি   আসিয়াছ মোর বাড়ি
ঢেকা মারি করি দিল বার ॥ ৬০ ॥
পাইলেন অপমান   বিষাদ ভাবিয়া যান
বনে বনে চাঁদ অধিকারী ।
মনসা মঙ্গল গীত   ক্ষেমানন্দ বিরচিত
ক্ষমা কর দোষ বিষহরী ॥ ৬৪ ॥

৮

চাঁদবেনের সহিত কাঠুরিয়ায় সাক্ষাত

মিতার বাটীতে সাধু পাইল অপমান ।
বিষাদ ভাবিয়া মনে বনে বনে যান ॥
বিপদের কালে কেহ নাহি মোর সখা ।
কাঠুরিয়া সহ তার পথে হইল দেখা ॥ ৪ ॥
চাঁদসদাগর বলে শুন ভাইসব ।
কোন কার্যে চলিয়াছ করি কলরব ॥
এতেক শুনিয়া তারা বলিল বচন ।
কাষ্ঠ কাটিবারে মোরা করি যে গমন । ৮ ॥

নগরে বেচিলে পাব পণ সাত আট ।
জাতির স্বভাব মোরা নিত্য ভাঙ্গি কাঠ ॥
চাঁদ বলে তোমা হৈতে আমি বলে তেজা ।
একবারে লব আমি দুজনের বোঝা ॥ ১২ ॥
কাঠুরিয়া বলে তবে দুঃখ কেন পাও ।
আমা সভা সনে আসি কাষ্ঠ বেচে খাও ॥
এই যুক্তি অনুমানি কাঠুরিয়া সনে ।
কাষ্ঠ কাটিবারে গেল গহন কাননে ॥ ১৬ ॥
নানা কাষ্ঠ কাটি কাঠুরিয়া বাঁধে বোঝা ।
চন্দনের কাষ্ঠ ভাল চিনে চাঁদরাজা ॥
বড় বোঝা বাঁধে সাধু চন্দনের কাঠে ।
ঘাড়ে তুলে দিল তার জন সাত আটে ॥ ২০ ॥
কাষ্ঠবোঝা লয়ে সাধু আগে আগে যায় ।
রথ হৈতে বিষহরী দেখিবারে পায় ॥
বুদ্ধি বল নেতা গো উপায় বল মোরে ।
কাষ্ঠ বেচি খাইতে গেল চাঁদসদাগরে ॥ ২৪ ॥
কাষ্ঠ বেচি খাইয়া যদি সাধু যায় দেশে ।
আমাকে দিবেক গালি মনে যত আসে ॥
নেতা বলে বিষহরী যুক্তি কেন ভোল
পবনের পুত্র হনু তারে তবে বল ॥ ২৮ ॥
হনুমান পড়ুক উহার বোঝার উপরে ।
ঐ বোঝা সাধু যেন বহিতে না পারে ॥
শুনিয়া সখার বোল মনসাকুমারী ।
পবন পুত্রেরে ডাক দিল ত্বরা করি ॥ ৩২ ॥
মনসার আজ্ঞায় আইল হনুমান ।
দেবীর পদেতে আসি করিল প্রণাম ॥
দেবী বলে হনুমান পবনকুমার ।
বাপের সম্বন্ধে তুমি অগ্রজ আমার ॥ ৩৬ ॥
সীতার উদ্ধার কালে পবন-নন্দন ।
রামহিতে রাবণের সনে কৈলে রণ ॥

কাষ্ঠবোঝা লয়ে দেখ চাঁদবেনে যায় ।
কাষ্ঠবোঝা লয়ে দেখ চাঁদবেনে যায় । ॥ ৪০ ॥

তুমি গিয়া চাপ তার কাষ্ঠের বোঝায় ॥ ৪০ ॥
অধিক না দিও ভার সাধু পাছে মরে ।
তবে ত আমার পূজা হবে না সংসারে ॥
দেবীর আজ্ঞায় তবে হনুমান যায় ।
আসিয়া চাপিল চাঁদের কাষ্ঠের বোঝায় ॥ ৪৪ ॥
কাষ্ঠ বোঝা ফেলে সাধু পড়ে ঘন পাকে ।
ঘাড়ে হস্ত দিয়া সাধু বাপ বাপ ডাকে ॥
বিষাদ ভাবিয়া কান্দে চক্ষে বহে পানি ।
তবু বলে দুঃখ দিল চেঙমুড়ী কানী ॥ ৪৮ ॥
যত দুঃখ পায় সাধু গালি দেয় তত ।
হংসরথে দেবী বলে ঐ শুন নেত ॥
মনসারে গালি দিয়া বনে বনে যায় ।
না পারে চলিতে আর দারুণ ক্ষুধায় ॥ ৫২ ॥
হেনকালে দৈববলে এক দ্বিজবর ।
পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া গিয়াছে নিজ ঘর ॥
কলাচোপা ইক্ষু দিয়া গিয়াছে ফেলিয়া ।
তা দেখিয়া উঠে সাধু মালসাট দিয়া ॥ ৫৬ ॥
হরিষে করিয়া স্নান সেই সরোবরে ।
গাল বাদ্য দিয়া সাধু পূজিল শঙ্করে ॥
কলার চোপা খেয়ে সাধু গায়ে পায় বল ।
অঞ্জলি করিয়া সাধু পান কৈল জল ॥ ৬০ ॥
ক্ষীরখণ্ড মর্তমান যারে নাহি সয় ।
বিপদের কালে সাধু কলাচোপা খায় ॥
তথা হৈতে চাঁদবেনে হাটিতে হাটিতে ।
উপনীত হৈল গিয়া বিপ্রের বাটীতে ॥ ৬৪ ॥
রহিব তোমার বাটী কহিল সকল ।
উদর পুরিয়া মোরে দিবে অন্নজল ॥
যখন যে কর্ম বল করিবারে পারি ।
চম্পকনগরে আমি চাঁদ অধিকারী ॥ ৬৮ ॥

লক্ষপতি ছিলাম আমি দশা হৈল হীন।
তোমার গৃহেতে রহি গোঁয়াব কিছুদিন॥
এতেক শুনিয়া তবে বলিছে ব্রাহ্মণ।
সম্প্রতি আমার ধান্য নিড়াবে এখন॥ ৭২॥
এতেক বলিয়া দ্বিজ তারে নিল সাথে।
ধান্য নিড়াইবার হেতু বসাইল খেতে॥
তথায় গিয়া বিড়ম্বিল জয় বিষহরী।
ধান্য খড় নাহি চিনে চাঁদ অধিকারী॥ ৭৬॥
মাড়িয়া ধান্যের গাছ রেখে যায় খড়।
কুপিয়া ব্রাহ্মণ তার গালে মারে চড়॥
চড় খেয়ে সদাগর করয়ে রোদন।
এবার বিপদে ত্রাণ দেব ত্রিলোচন॥ ৮০॥
কাতর দেখিয়া তারে না মারে ব্রাহ্মণ।
তথা হৈতে চাঁদবেনে করিল গমন॥
দিশা নাহি পায় সাধু করে কোন কর্ম।
কেতকা বলেন শুন লখিন্দরের জন্ম॥ ৮৪॥

৯

সনকার গর্ভ

দেশ দেশান্তরে চাঁদ সদাগরে
অশেষ যন্ত্রণা পায়
পুনর্বার ঘরে সনকা উদরে
লখাই জন্মিল তায়॥ ৪॥
এক দুই তিন গণে দিন দিন
শঙ্কমান গর্ভকালে।
কাতরা বেনেনী চক্ষে পড়ে পানি
আপন সখীরে বলে॥ ৮॥
শুন কেউড়া চেড়ী আমি মন্দ নারী

নাহি ধনলেশ
নাহি জানি বিশেষ
মুখেতে না রুচে ভাত ॥ ১২ ॥

আমি অভাগিনী
অতি যে দুঃখিনী
কান্দি ছটি পুত্র শোকে।

মনে মনে পড়ি
ছয় ছয় বাঁড়ী
কুমারি সাজালি বুকে ॥ ১৬ ॥

ঐ শোকে মোর
নয়নের নীর
রজনী দিবস ঝরে।

এ বৃদ্ধ বয়সে
প্রভু পরবাসে
বিধি বাদী হৈল তারে ॥ ২০ ॥

পঞ্চমাস গর্ভ
লোকে বলে সর্ব
শুন খেউয়া বলি তোরে।

কতেক দিবস
মনের মানস
সাধ খাওয়াইবে মোরে ॥ ২৪ ॥

পিষ্টক পায়স
খাইতে সুরস
ঘৃতে সম্বরিয়া শাক।

পাতখোলা রুচি
পাইয়া হেন বুঝি
প্রাণ তারে দেই ডাক ॥ ২৮ ॥

পান্তা আমানি
পাইলে এখনি
সুখেতে আহার করি।

কিম্বা মিষ্ট তক্র
তাহে পাই স্বর্গ
গ্রাস করি দুই চারি ॥ ৩২ ॥

সরল সফরী
ভাজা গোটা চারি
গৈঁদালি হিনিচা মনে।

গর্ভবতী লোক
পেটে হয় ভোক
তোলাপাড়া মনে মনে ॥ ৩৬ ॥

খেউয়া চেড়ী তারে
হরিষ অন্তরে
সাধ খাওয়াইলে সুখে।

সদাই অলস
মনে অসন্তোষ
ঘর্ম বিন্দু বিন্দু মুখে ॥ ৪০ ॥

আট মাসে রামা   মনেতে অক্ষমা
ঘন ঘন মুখে হাই ।
নয় দশ মাসে   মনের মানসে
দাসী ডেকে আনে দাই ॥ ৪৪ ॥
ক্ষণে উঠে বসে   মনে ভয় বাসে
আকুল প্রসব-ব্যথা ॥
নিদ্রা ভয়ে হেন   হইল বদন
মুখেতে না সরে কথা ॥ ৪৮ ॥

১০

লখিন্দরের জন্ম

কাতরা বেনেনী   চক্ষে পড়ে পানি
দশ মাস দশ দিনে ।
মনসার বরে   পুত্র লখিন্দরে
প্রসবিল শুভক্ষণে ॥ ৪ ॥
ভূমিতলে পড়ি   যায় গড়াগড়ি
যেন পূর্ণিমার শশী
সনকা কৌতুকী   পুত্রমুখ দেখি
লয়ে কোলে হাসি হাসি ॥ ৮ ॥
সাধুর নগরে   প্রতি ঘরে ঘরে
সবে পাইল সমাচার ।
যতেক পড়শী   শুনিয়া উল্লাসী
পুত্র হইল সনকার ॥ ১২ ॥
সবে হরষিতে   আইল দেখিতে
শুনিয়া প্রসব বার্তা ।
সনকা হরিষে   পঞ্চম দিবসে
লোকাচারে কৈল বার্তা ॥ ১৬ ॥
প্রতি ঘরে ঘরে   নগরে নগরে
ডেকে আনে বেউড়া চেড়ী ।

শুনিয়া নাপিত পরম পিরীত
আইল সাধুর বাড়ি ॥ ২০ ॥
আসি নরসুন্দ পরম আনন্দ
খেউরি কৈল সবাকারে ।
তৈল মাখামখি অঙ্গে করি ভূষা
সুখে গেল নিজ ঘরে ॥ ২৪ ॥
ছয় দিনে ষাটিনি করিল বেনেনী
সায় হৈল ষষ্ঠীপূজা ।
নানা দ্রব্য আনি সনকা বেনেনী
বিপ্র ডাকি কৈল পূজা ॥ ২৮ ॥
সনকা সুন্দরী ষষ্ঠীপূজা করি
যাহার যে রীতি আছে ।
হাতে অস্ত্র লৈয়া রহিল বসিয়া
মসিপত্র লৈয়া কাছে ॥ ৩২ ॥
অর্ধ রাত্রি গেলে বিধি হেনকালে
লিখিতে আইল ভালে ।
মনসা চরণ পরম কারণ
শ্রীকেতকা দাস বলে ॥ ৩৬ ॥

১১

লখিন্দরের ললাটে বিধাতার লিখন

ললাটে কপালে তার লেখে বিধি দুরাচার
বাসরে মরিবে সর্পাঘাতে ।
তোমার বধূ বেহুলে মৃতদেহ করি কোলে
যাবে ছয় মাসের পথেতে ॥ ৪ ॥
জগতজননী মাতা ঈশানকুমারী তথা
তিনি তব করিবে কল্যাণ ।
কপাললিখন-ফলে মনসার কৃপা বলে
পুনর্বার পাবে প্রাণদান ॥ ৮ ॥

বিধাতা ছাড়িল ঘর চমকিত লখিন্দর
কান্দিয়া উঠিল শেষরাতি ।
সনকা সন্তোষ হয়ে হৃদয়-মাঝারে থুয়ে
বদন চুম্বিল শীঘ্রগতি ॥ ১২ ॥
কহিতে বলিতে আর কত দিন গেল তার
একুশ দিনের লখিন্দর ।
মনেতে দ্বিগুণ তুষ্টি সনকা পূজিয়ে ষষ্ঠী
পরম কৌতুকে আইল ঘর ॥ ১৬ ॥
পুত্রে প্রাণ সম দেখে অতি স্নেহে কোলে রাখে
ভূমিতে পড়িতে নাহি দেন ।
দুই তিন চারি মাসে নিজ মন পরিতোষে
ছয় মাসে দিল অন্নাশন ॥ ২০ ॥
হাতে দেন তাড়বালা করে হামাগুড়ি খেলা
হাসি হাসি স্বদন্ত দেখায় ।
আন দিনে আন ঠাম লখিন্দর তার নাম
সুকবি কেতকা দাসে গায় ॥ ২৪ ॥

১২

বেহুলার জন্ম

চাঁদবেনের পুত্র যদি হৈল লখিন্দর ।
বেহুলার জন্ম শুন কত দিনান্তর ॥
নিছনি নগরে বেনে সায় অধিকারী ।
তাহার বনিতা নাম অমলা সুন্দরী ॥ ৪ ॥
শাপভ্রষ্টা হইয়া সেই উষা গর্ভাবাসে ।
বেহুলার জন্ম হৈল উত্তম দিবসে ॥
চন্দ্রমুখী খঞ্জন-নয়নী কলাবতী ।
অধর অরুণ জিনি বিদ্যুতের দ্যুতি ॥ ৮ ॥
শ্রবণে কুণ্ডল তার খোঁপায় বকুল ।
বেহুলার রূপেতে মোহিত অলিকুল ॥

দশন নিন্দিয়া কুন্দ কোরক সমান।
কুচযুগ জিনি যেন কণক সন্ধান ॥ ১২ ॥
গলে মুকুতার হার রহে বিরাজিত।
নাসাতে মুকুতা দোলে মাণিক্য সহিত ॥
শিশুকাল হৈতে বালা শিখে নৃত্যগীত।
সাধুঘরে জীয়াইবা দৈবের লিখিত ॥ ১৬ ॥
মা বাপের বাটীতে বেহুলা নাচে গায়।
বেহুলার গানেতে অমলা মোহ যায় ॥
বেহুলা লখাই তারা বাড়ে দুই জন।
চাঁদবেনের কথা কিছু শুন বিবরণ ॥ ২০ ॥

১৩

সদাগরের স্বগৃহে প্রত্যাগমন ও সনকাকে মনসার ছলনা

দেবীর মায়ায় দুঃখ পাইল বিস্তর।
সাত ডিঙ্গা ডুবাইয়া সাধু আইল ঘর।
দিবসে না আইল সাধু লজ্জার কারণে।
লুকাইয়া চাঁদবেনে রহে কলাবনে ॥ ৪ ॥
হেনকালে বিষহরী জানিল মনেতে।
দৈবজ্ঞ হইয়া নিল পাঁজি পুঁথি হাতে ॥
কপালে কাটিয়া ফোঁটা কক্ষতলে পুঁথি।
সাধুর বাটীতে তখন চলিল জগাতী ॥ ৮ ॥
দৈবজ্ঞ দেখিয়া দিল বসিতে আসন।
ভূমে খড়ি পাতি করে গণন পঠন ॥
গণক বলিল শুন সনকা সুন্দরী।
সম্প্রতি তোমার বাটী আজি হবে চুরি ॥ ১২ ।
মাথায় নাহিক চুল পরিধানে টেনা।
সাবধানে থাকিবে আসিবে একজনা ॥
ধরিয়া তাহারে মারি করিবে তাড়ন।
গণক এতেক বলি করিল গমন ॥ ১৬ ॥

নিজদেশে নিজালয়ে গেলেন কমলা।
চাঁদবেনে কলাবনে আইল হেন বেলা॥
লজ্জায় না গেল সাধু নিবসের কাছে।
কলাবনে চাঁদবেনে লুকাইয়া থাকে॥ ২০॥
কলাবন হৈতে বেনে উঁকি দিয়া চায়।
বাহির উঠানে দেখে লখাই খেলায়॥
হেনকালে ঝেউয়া চেড়ী গেল কলাবনে।
চোরের আকৃতি তথা দেখে একজনে॥ ২৪॥
ধাইয়া গিয়া ঝেউয়া চেড়ী সনকারে কয়।
কলাবনে কেটা নড়ে দেখে লাগে ভয়॥
শুনিয়া ধাইল তথা সনকা বেনেনী।
কলাবনে কেটা নড়ে কর্ণ পাতি শুনি॥ ২৮॥
কলাবনে চাঁদবেনে খুহুর মুহুর নড়ে।
লম্ফ দিয়ে নেড়া তার ঘাড়ে গিয়া পড়ে॥
চোর চোর বলিয়া মারিল চড় লাথি।
চিনা পরিচয় নাহি অন্ধকার রাতি॥ ৩২॥
মার খাইয়া চাঁদবেনে হইল কাতর।
আর না মারিও নাড়া আমি সদাগর॥
এতেক শুনিয়া তার রাখিল পরান।
প্রদীপ আনিয়া মুখ করে নিরীক্ষণ॥ ৩৬॥
পরিচয় পাইয়া হইল মনেতে লজ্জিত।
কেতকার বিরচিত মনসার গীত॥

১৪

সনকার সহিত সাধুর কথোপকথন

চাঁদ সদাগর আইল নিজ ঘর
ডুবাইয়া তরী জলে।
কাতর বেনেনী চক্ষে পড়ে পানি
আপন প্রভুরে বলে॥ ৪॥

শুন সদাগর কোথা মধুকর
কহ তব পায়ে পড়ি।
সাধু হেনকালে সনকারে বলে
কালীদহে হৈল বুড়ি ॥ ৮ ॥
আমি নাহি জানি চেঙমুড়ী কানী
দুঃখ দিল নানা পাকে।
হৈল ভরাডুবি ডাক দিল পড়ি
জল পাই নাকে মুখে ॥ ১২ ॥
প্রভুর চরণে কহে সকরুণে
কহে কীর্তি কিবা সাধ।
ছয় পুত্র মৈল ভরাডুবি হৈল
দেবী মনসার বাদ ॥ ১৬ ॥
বিশ্ববিনোদিনী অনন্তরূপিণী
তারে গালি দিলে তুমি।
তব বুদ্ধি হ্রাস হৈল সর্বনাশ
হৈনু মন্দভাগী আমি ॥ ২০ ॥
সনকার বোলে চার কোণে জলে
প্রসঙ্গ না করে তার।
ছয় পুত্র মৈল ভরাডুবি হৈল
তবে কি করিবে আর ॥ ২৪ ॥
পড়ি তার পায় সনকা বুঝায়
ওহে প্রভু সদাগর।
মোর গর্ভবাসে গেলে যে বিদেশে
পুত্র হৈল লখিন্দর ॥ ২৮ ॥
তুমি কর বাদ পাড়িলে প্রমাদ
না জানি কি আর ঘটে।
ছয় পুত্র মৈল ভরাডুবি হৈল
মনসা দেবীর হটে ॥ ৩২ ॥
দেখি পুত্রমুখ সাধুর কৌতুক
সর্ব শোক পাসরিল।

পুত্র কোলে করি চাঁদ অধিকারী
  তার মুখে চুম্ব দিল ॥ ৩৬ ॥
চন্দ্রের সোসর বাড়ে লখিন্দর
  সাধুর সন্তোষ মনে।
কত দিন গেলে সাধু হেনকালে
  কর্ণে বিন্ধে শুভক্ষণে ॥ ৪০ ॥
করে নানা খেলা গায়ে মাখে ধূলা
  হাতে হেম তাড়বালা।
ছড়ি হাতে করি করে মারামারি
  শিশু লইয়া করে খেলা ॥ ৪৪ ॥
যার পুত্রে মারে কহে সনকারে
  তোমার লখাই নহে ভাল।
না জানি কি বাদে কোন্ অপরাধে
  মোর পুত্রে মারি গেল ॥ ৪৮ ॥
সনকা সুন্দরী তারে মানা করি
  আরে বাছা লখিন্দর।
পরের ছাওয়ালে মার নিজবলে
  নাহি কর মনে ভয় ॥ ৫২ ॥
মায়ের বচনে হাসে মনে মনে
  ত্রাসে না আসে কাছে।
কেতকার বাণী রক্ষ ঠাকুরাণী
  কায়স্থ যতেক আছে ॥ ৫৬ ॥

১৫

লখিন্দরের বিবাহ সম্বন্ধ

দিবসে দিবসে বাড়ে পুত্র লখিন্দর।
দেখিয়া সন্তোষ অতি চাঁদ সদাগর ॥
দিনে দিনে বুদ্ধি বাড়ে বাপের কারণ।
পড়িয়া শুনিয়া কালে হৈল বিচক্ষণ ॥ ৪ ॥

সনকা সহিত যুক্তি করে সদাগর।
বিবাহের যোগ্য হৈল পুত্র লখিন্দর॥
কোথায় বিবাহ দিব সনকা বেনেনী।
কিঙ্কর পাঠায় সাধু পুরোহিত আনি॥ ৮॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া সাধু করে নমস্কার।
বসিতে আসন আগে দিলেন সত্বর॥
আসনে বসিয়া দ্বিজ প্রক্ষালে চরণ।
সম্বন্ধ প্রস্তাবে বসিল দুইজন॥ ১২॥
চাঁদ সদাগর বলে জনার্দন দ্বিজ।
তুমি মোর পুরোহিত চিরকাল নিজ॥
ভাল মন্দ যত কর্ম সব তোমার ভার।
এক নিবেদন করি অগ্রেতে তোমার॥ ১৬॥
বিশেষ বৃত্তান্ত শুন নিবেদন করি।
যেই বণিকের কন্যা আছে অবিবাহী॥
কুলে শীলে ধনে হবে আমার দোসর।
ঘটক হইয়া তুমি যাহ তার ঘর॥ ২০॥
তার ঘরে থাকে যদি কন্যা সে অবস্থা।
আমার সুন্দর লখায় বিবাহ দিব তথা॥
এতেক শুনিয়া তবে দ্বিজ জনার্দন।
ঘটক হইয়া নিজে করিল গমন॥ ২৪॥
সাধু ধনপতি বৈসে উজনি নগরে।
আগে গিয়া উপস্থিত হৈল তার ঘরে॥
লখার অবস্থা কন্যা খুঁজে নাহি পায়।
ধনপতি দত্ত তবে উপদেশ দেয়॥ ২৮॥
আমার বচনে যাহা নিছনি নগরে।
অবিবাহী কন্যা আছে সায় বেনের ঘরে॥
এতেক শুনিয়া দ্বিজ করিল গমন।
নিছনি নগরে গিয়া দিল দরশন॥ ৩২॥
ঘটক হইয়া দ্বিজ গেল তার বাড়ি।
বসিতে আসন দিল জল আর পিঁড়ি॥

বেহুলা লইল গিয়া চরণের ধূলি।
ঘটক দেখিল তারে আউদলচুলি ॥ ৩৬ ॥
ঘটক কহিল বেনে কহি তব ঠাঁই।
এত বড় যোগ্য কন্যা কেন অবিভাই ॥
দেখিয়া উত্তম কুল কন্যা কর দান।
বচন না শুন পাবে পরে অপমান ॥ ৪০ ॥
সবার প্রধান তুমি বণিকের নাথ।
এ কন্যায় দেখিয়া কেমনে খাও ভাত ॥
এতেক শুনিয়া বলে সায় সদাগর।
করিব উত্তম কুলে আমার সোসর ॥ ৪৪ ॥
কুলে শীলে অর্থে হবে আমার সমান।
সে পুত্রেরে আমি কন্যা করিব প্রদান ॥
ঘটক বলেন বেনে কর অবধান।
চাঁদসদাগর বটে তোমার সমান ॥ ৪৮ ॥
অবিবাহী পুত্র তার নাম লখিন্দর।
তারে কন্যা দেহ তুমি সায় সদাগর ॥
সায়বেনে বলে তুমি তারে যদি জান।
গণক আনিয়া তবে দুই রাশি গণ ॥ ৫২ ॥
গণনে গঠনে যদি দুই রাশি হয়।
তবে ত তাহারে কন্যা দিব সুনিশ্চয় ॥
এতেক শুনিয়া দ্বিজ বড় তুষ্ট হৈল।
তখনি গণক আনি খড়ি পাতাইল ॥ ৫৬ ॥
দৈববলে উভরাশি হইল মিলন।
পরম কৌতুকী হৈল দ্বিজ জনার্দন ॥
ঘটক বলিল বেনে কহি তব ঠাঁই।
বিধাতার লিখন বটে বেহুলা লখাই ॥ ৬০ ॥
নিশ্চয় জানিও ইথে নাহি কিছু আন।
লখিন্দরে করহ বেহুলা কন্যা দান ॥
চম্পকনগরে বেনে চাঁদ অধিকারী।
তোমার ভিখারী হৈল তাহার বরম্বারী ॥ ৬৪ ॥

এতেক শুনিয়া বলে সায় সদাগর।
কেতকায় বিরচিল মনসার বর॥

১৬

লখিন্দরের সম্বন্ধ স্থির করিয়া ঘটকের প্রত্যাবর্তন ও চাঁদ বেনের নিকট রূপ-গুণ বর্ণন

ধরিয়া যুগল কর   কহে সাধু সদাগর
শুনহে ঘটক জনার্দন।
চম্পক নগরে ঘর   জানি চাঁদ সদাগর
তাহার অনেক আছে ধন॥ ৪॥
হেথে কিছু নাহি আন   তার পুত্রে কন্যা দান
দিব আমি কৈস্থ অঙ্গীকার।
উল্লসিত হাস্যমুখে   নির্ণয় করিয়া সুখে
ঘটক হৈল আগুসার॥ ৮॥
চম্পক নগরে গিয়া   দ্বিজ উপনীত হৈয়া
কহিতে লাগিল বিবরণ।
শুন চাঁদ অধিকারী   আমি নিবেদন করি
ইহাতে কতক দেহ মন॥ ১২॥
তোমার আদেশ পেয়ে   কন্যার চেষ্টায় গিয়ে
উত্তরিয় নিছনি নগরে।
সাধু ধনপতি তথা   অনন্তা কন্যার কথা
কহিল সে সকল আমারে॥ ১৬॥
নগর নিছনি ঘর   সায় নামে সদাগর
তার কন্যা আছে অবিবাহে।
বেহুলা নামেতে কন্যা   রূপে গুণে মহাধন্যা
ধনপতি উপদেশ করে॥ ২০॥
এতেক উদ্দেশ পাইয়া   নিছনি নগরে গিয়া
উত্তরিয় বণিকের বাড়ি।
সায় সদাগর মোরে   অনেক মিনতি করে
বেহুলা আনিল জলপিঁড়ি॥ ২৪॥

কথায় কথায় কহি
যোগ্যা কন্যা অবিবাহী
সম্বন্ধ না কর কোন স্থানে।
সবার প্রধান বেনে
এত বড় যোগ্যা কন্যে
কহ দেখি কিসের কারণে ॥ ২৮ ॥
সায় সদাগর বলে
মোর তুল্য হলে মিলে
অর্থে হবে আমার সমান।
যাহার অনেক ধন
পাইলে এমন জন
তার পুত্রে করি কন্যা দান ॥ ৩২ ॥
আমি বলি হেনকালে
আছে তব সমতুলে
চম্পক নগরে চাঁদ বেনে।
চম্পক নগরে ঘর
নাম চাঁদ সদাগর
বড়ই সন্তুষ্ট হৈল শুনে ॥ ৩৬ ॥
গণক পাতিল খড়ি
গণনা করিল ভাবি
বেহুলা লখাই দুই নামে।
দৈবের নির্বন্ধ ছিল
উত্তম মিলন হৈল
নির্ণয় করিল সেইক্ষণে ॥ ৪০ ॥
পণাপণ নাহি লবে
দানেতে বিবাহ দিবে
তোমার ছাওয়াল লখিন্দরে।
ঘটক বলিল যত
শুনে চাঁদ হরষিত
সনকার কৌতুক অন্তরে ॥ ৪৪ ॥
সনকা বলেন শুন
ওহে দ্বিজ জনার্দন
কেমন দেখিলে সৌদামিনী।
কত বয়ঃক্রম তার
কেমন লক্ষণ আর
স্বরূপ করিয়া কহ শুনি ॥ ৪৮ ॥
যদি কন্যা হয় ভাল
আমার সাক্ষাতে বল
শুন ঠাকুর জনার্দন।
কন্যা কথা বল আর
কেমন স্বভাব তার
উত্তম করেছ নিরীক্ষণ ॥ ৫২ ॥
ঘটক বলেন সাধু
তোমার পুত্রের বধূ
রূপে যেন স্বর্গ-বিদ্যাধরী।

দেখিনু অনেক ঠাই   তাহার তুলনা নাই
        যেন লক্ষ্মী উর্বশী অপ্সরী ॥ ৫৬ ॥
বদন শরৎ শশী   তাহে মৃদু মৃদু হাসি
        জলদ নিন্দিত কেশভার।
কন্যা পতিব্রতা বটে   বেণী তার দোলে পিঠে
        তুলনা দিবার নাই আর ॥ ৬০ ॥
গজেন্দ্রগামিনী বামা   রূপে যেন তিলোত্তমা
        বেহুলা নাচনী তার নাম।
বার মাসে বার ব্রত   পুণ্যতীর্থ করে কত
        দেবী কার্য করে অবিশ্রাম ॥ ৬৪ ॥
তব পুত্র লখিন্দর   বেহুলার যোগ্য বর
        হবে কিছু নাহিক অন্যথা।
দেবী মনসার গীত   কেতকার বিরচিত
        নায়কের হবে বরদাতা ॥ ৬৮ ॥

১৭

চাঁদসদাগরের নিছনি নগরে গমন ও সায়বেনের সহিত কথোপকথন

ঘটক বলেন বেনে বেলা নাহি আর।
নিছনি নগরে তুমি হও আগুসার ॥
কন্যা দেখিবার সাজ লহ যে উচিত।
কথাবার্তা কহ গিয়া বেহাই সহিত ॥ ৪ ॥
এতেক শুনিয়া সাধু সানন্দ অশেষ।
হাঁড়ি ভরি নিল কত মিঠাই সন্দেশ ॥
বিচিত্র বসন নিল বহুমূল্য যার।
অগ্রে পাছে চাপাইল শত শত ভার ॥ ৮ ॥
পূর্ণ সাজে যায় সাধু কন্যা দেখিবারে।
অবিলম্বে উত্তরিল নিছনি নগরে ॥
সায় সদাগর আইল পাইয়া সমাচার।
আগু বাড়াইয়া দিল মেলানীর ভার ॥ ১২ ॥

সম্ভাষ করিয়া দিল বসিতে আসন।
একত্রে বসিয়া কথা কহে দুইজন॥
চাঁদ সদাগর বলে শুনহ বেহাই।
ঘটকের মুখে শুনে আইলাম তাই॥ ১৬॥
নূতন কুটুম্ব তুমি প্রধান বণিক।
কুলে শীলে অর্থে নাই তোমার অধিক॥
আমার সহিত তুমি কর কুটুম্বিতা
সায় সদাগর বলে আমার ঐ কথা॥ ২০॥
তুমি যে আমারে জান, আমি তোমায় জানি।
লখিন্দরে বিভা দিব বেহুলা নাচনী॥
চতুর ঘটক কথা শুনিয়া তখনি।
তুলসী আনিয়া দিল হস্তেতে আপনি॥ ২৪॥
তুলসীবদল কৈল বিবাহ নির্ণয়।
লখায়ে বেহুলা আমি দিলাম বলে সায়॥
হেনকালে চাঁদবেনে কহে আর কথা।
যদি সে তোমার কন্যা হয় পতিব্রতা॥ ২৮॥
লোহার কলাই দিবে করিয়া রন্ধন।
সেই ধনী বিভা করে আমার নন্দন॥
এই প্রথা আছে মোর পুরুষে পুরুষে।
চাঁদবেনের কথা শুনে সায়বেনে হাসে॥ ৩২॥
সায়বেনে বলে তুমি পাগল এমন।
লোহার কলাই কভু হয় কি রন্ধন॥
অমলা বলেন একি কহেন বেহাই।
কেমনে রান্ধিবে কহ লোহার কলাই॥ ৩৬॥
সাধুর ললাটে থাকি কহেন মনসা।
আপন কন্যারে তুমি করহ জিজ্ঞাসা॥
বেহুলারে এ কথা কহিল সায়বেনে।
পুরের যতেক লোক সবে কান্দে শুনে॥ ৪০॥
কোথা হৈতে আসি দ্বিজ জনার্দন বুড়া।
সমস্ত সহায়ে দিল সেই ঝাঁটকুড়া॥

অবলা জেনেনী কান্দে হইয়া কাতর।
তোমার কপালে নাহি ভাল ঘর বর ॥ ৪৪ ॥
বেহুলা বলেন মাতা না কর ক্রন্দন।
লোহার কলাই আমি করিব রন্ধন ॥
একেক শুনিয়া তার ত্রাস হৈল মনে।
লোহার কলাই তুমি রান্ধিবে কেমনে ॥ ৪৮ ॥
মায়েরে প্রবোধ করে বেহুলা সুন্দরী।
বার মাস বার ব্রত অমাবস্যা করি ॥
আমা হাঁড়ি আমা সরা আড়াই হালা বেনা।
আনিয়া আমার তরে দেহ একজনা ॥ ৫২ ॥
স্নান করিবারে গেল বেহুলা সুন্দরী।
সেখানে জানিল তাহা জয় বিষহরী ॥

১৮

বেহুলাকে মনসার ছলনা

ছলিতে আপন দাসী জগাতী কমলা।
প্রাচীন ব্রাহ্মণীবেশে ঘাটেতে বসিলা ॥
ছদ্মবেশে দেবী তথা রহিল একবারে।
বেহুলা নাচনী তথা আইল ধীরে ধীরে ॥ ৪ ॥
ঝাঁপ দিয়া জলে পড়ে বেহুলা নাচনী
মনসার গায়ে পড়ে গোড়ালির পানি ॥
বুড়ী বলে ওলো তুই গেলি ছারেখারে।
চক্ষে নাহি দেখ তুমি কোন্ অহঙ্কারে ॥ ৮ ॥
বেহুলা বলেন আমি সায়বেনের ঝি।
বাপের পুকুরে নাই তোর বাপের কি ॥
বুড়ী বলে আমারে দেখিয়া ক্ষীণবল।
সে কারণে দিলি গায়ে গোড়ালির জল ॥ ১২ ॥
বেহুলা বলেন বুড়ী তুমি নহ ভাল।
না দেখে আপন দোষ পরে মন্দ বল ॥

তুমি যে বসেছ ঘাটে আমি নাহি জানি।
কেমনে লাগিল গায়ে গোড়ালির পানি ॥
বুড়ী বলে আমার যে হইল কর্মদোষে।
দুইজনে করে স্নান মনের হরিষে ॥
কার হাতে কিবা উঠে দেখিব এখন।
প্রতিজ্ঞা করিয়া ডুব দিল দুইজন ॥
মনসার হস্তে উঠে শংখচক্রাসন।
বেহুলার হস্তে উঠে সুবর্ণ কঙ্কণ ॥
কঙ্কণ দেখিয়া দেবী তারে দিল শাপ।
বাসরে রাইবে পতি পাবে মনস্তাপ ॥
লোহার কলাই সিদ্ধ হবে অনায়াসে।
এত বলি মনসা দেবী গেল নিজ বাসে ॥
তখনি জানিল মনে বেহুলা নাচনী।
আমারে ছলিয়া গেল ভুজঙ্গ জননী ॥
মনে অনুমান করি করিল ক্রন্দন।
লোহার কলাই গেল করিতে রন্ধন ॥
বেহুলার তরে মাতা না হৈল প্রত্যক্ষ।
কাচা মাটি আনিয়া গড়ি তিন ঝিক ॥
আড়াই হালা কাচা বেনা নিয়া হাড়ি ভরা।
ছয় বুড়ি লোহার কলাই দিল ভরা ॥
মনে মনে করে রামা মনসা ধেয়ান।
জপিয়া মনসা নাম জ্বালিল উনান ॥
আড়াই গুড়ার জ্বালে আড়াই নিমিষে।
লোহার কলাই বাস্কে মনের হরিষে ॥
মনেতে মনসা তারে করিল কল্যাণ।
লোহার কলাই হৈল অন্নের সমান ॥
লোহার কলাই যদি হৈল রন্ধন।
চাঁদেরে আনিয়া দিল সায়ের নন্দন ॥
লোহার কলাই দেখি সাধু পরিতোষ।
পতিব্রতা কন্যা বটে নাহি কোন দোষ ॥

দিন ক্ষণ নির্ণয় করিয়া সেইক্ষণ ।
ঘটক সহিত পুরোহিত জনার্দন ॥
পুত্রের সম্বন্ধ করি চাঁদ সদাগর ।
অবিলম্বে আইল সাধু আপনার ঘর ॥ ৩৮ ॥
আসিয়া সকল কথা সনকারে কয় ।
লখার সম্বন্ধ আজি করিয়ু নিশ্চয় ॥
সনকা কান্দিয়া বলে শুন সদাগর ।
দেবতা সহিত বাদ কর নিরন্তর ॥ ৪২ ॥
ছয়পুত্র মৈল মোর মনসার হটে ।
পরিণামে নাহি জানি আর কিবা ঘটে ॥
সনকার বোলে রোষে চাঁদসদাগর ।
হেতালের বাড়িতে কানীর ভাঙ্গিব পাঁজর ॥ ৪৬ ॥

১৯

সনকা কর্তৃক সাধুকে প্রবোধদান

সনকা বলিল তুমি গেলে ছারেখারে ।
দেবতা সহিত বাদ কোন জন করে ॥
তেঁই দেবতার হাতে সব হৈল নাশ ।
মন দিয়া শুন পুরাণ ইতিহাস ॥ ৪ ॥
রাবণ ধরিয়াছিল জানকীর কেশে ।
সীতার শাপেতে রাবণ মজিল সবংশে ॥
বিশালাক্ষী নাম মহামায়া হিমাচলে ।
শুম্ভ নিশুম্ভ তারে ধরিতে যায় বলে ॥ ৮ ॥
সেই হৈতে ক্ষয় হৈল অসুরের বংশ ।
হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু মধু কংস ॥
স্ব-ইচ্ছায় হুতাশন যেবা করে হাতে ।
বিদ্যমানে দেখ হস্ত পোড়া যায় তাতে ॥ ১২ ॥
কাল সর্প ধরে যেবা মন্ত্র হৈয়া হীন ।
তখনি বিনাশ হয় এই তার চিন ॥

এতেক বুঝায় বামা সনকা বেনেনী।
সাধু বলে কি করিবে চেঙমুড়ী কানী ॥ ১৬ ॥
যেই দিন বিবাহ করিবে লখিন্দর।
তার জন্ত গড়াইব লোহার বাসর ॥
কিঙ্কর পাঠায়ে সাধু বিশ্বকর্ম্মে ডাকে।
কেতকায় বলে দেবী কৃপা কর মোকে ॥ ২০ ॥

২০

বিশ্বকর্ম্মাকে লোহার বাসর নির্ম্মাণ করিবার আজ্ঞা

মনসার ভয় জানি বিশ্বকর্ম্মে ডাকি আনি
আরতি করেন সদাগর।
কহে সাধু যোড় হাতে যাও সাঁতালি পর্বতে
গড় তুমি বাসরের ঘর ॥ ৪ ॥
উত্তম গড়ন ভালে নিঃসন্ধি করহ চালে
পিপীলিকা যাইতে না পারে।
কর্ম্মারে বিশেষ কয় ইহাতে অধিক ভয়
পুত্রবধূ লোহার বাসরে ॥ ৮ ॥
লক্ষ মণ লোহা আনে কামিলার বিদ্যমানে
কামিলা শিখরে গিয়া চড়ে।
নানা অস্ত্র সঙ্গে আছে লৌহ কাটে লৌহ চাচে
লোহার বাসর ঘর গড়ে ॥ ১২ ॥
লোহার বান্ধিল সাঙ্গি বন্ধন করিল সিঁড়ি
লোহার দেওয়াল চারিভিতে ॥
লোহার ছাইল চাল মেজে কৈল কাচতাল
শোভে ঘর সাঁতালি পর্বতে ॥ ১৬ ॥
উচ্চ হৈল অতিশয় লোহার গঠন হয়
বিশ্বকর্ম্মা তাহে ভাল বুঝি।
লোহার দেওয়ালময় বিষম অস্ত্রের ঘায়
চারিভিতে কাটিল কুলজি ॥ ২০ ॥

দ্বার রাখিল যে ভাল লোহার কপাট দিল
বিষম কুলুপ তায় সাজে।
করিয়া লোহার পাট দিল চাবি চৌকাঠ
বজ্রময় গঠন বিরাজে ॥ ২৪ ॥
কামিলা বাসর গড়ি আইল সাধুর বাড়ি
বসন ভূষণ পুরস্কার।
আর নানা বস্ত্র পাইয়া কামিলা বিদায় হৈয়া
নিজ পুরে চলে আপনার ॥ ২৮ ॥
বাসর নির্মাণ হৈল ধ্যানে মনসা জানিল
কামিলারে আগুলিল পথে।
ভাল হৈল মন সাধ ঘুচিল চাঁদের বাদ
আজ হৈতে তোমার সহিতে ॥ ৩২ ॥
দেবীর বচনে ডরে কামিলা যুগল করে
দাণ্ডাইল মনসার আগে।
কেন মাতা বিষহরী আমার আক্রোশ করি
কে আঁটে তোমার অনুরাগে ॥ ৩৬ ॥
হেনকালে বিষমাতা বিশ্বকর্মে কহে কথা
চাঁদবেনে রিপুর সমান।
তাহার আদেশ পাইয়া সাঁতালি পর্বতে গিয়া
তুমি কৈলে বাসর নির্মাণ ॥ ৪০ ॥
লোহার বাসরে সাধু শোয়াইবে পুত্রবধূ
আমি তাহে দিব মনস্তাপ।
পুনরপি ফিরি যাবে এমন সুড়ঙ্গ থোবে
যেন তাহে যাইতে পারে সাপ ॥ ৪৪ ॥
দেবীর চরণদ্বয়ে কামিলা কহে সভয়ে
আজি মোর নাহিক নিস্তার।
বসন ভূষণ পাইয়া আইনু বিদায় হৈয়া
কেমনে যাইব আর বার ॥ ৪৮ ॥
কহে দেবী মোর ঠাঁই না গেলে এড়ান নাই
নহিলে জানিবে পরিণামে।

যদি বলে সদাগর কেন এলো পুনর্বার
করিতে আইনু কিছু কর্মে ॥ ৫২ ॥
বিষম দেবীর মায়া বিশ্বকর্মা তথা গিয়া
বাসরে করিল অস্ত্রাঘাত ।
লোহার দেওয়াল ফুঁড়ি দিল অঙ্গারের গুঁড়ি
হৈল সূত্র-সঞ্চারের পথ ॥ ৫৯ ॥
কামিলা ছাড়িল ঘর হেথা চাঁদ সদাগর
কুটুম্বে জানায় দেশে দেশে ।
হস্তেতে গুবাক লৈয়া সাধুর কিঙ্কর গিয়া
জানাইল সবে হরিষে ॥ ৬০ ॥
উত্তম মধ্যম যত গন্ধবেনে শত শত
সাধুর বাটীতে উপনীত ।
মনসা-চরণ বিনে কেতকা যে নাহি জানে
স্বপ্নে শিখাইল যারে গীত ॥ ৬১

২১

লখিন্দরের বিবাহ

কামিলা বিদায় হৈয়া গেল নিজ ঘর ।
কাজলা কামিনী ডাকি আনে সদাগর ॥
কাজলা কামিনীরে কহে সাধু দিল পান ।
কাজলা কামিনী করে টোপর নির্মাণ ॥ ৭ ॥
নানা চিত্র করে তাহে কাটে ফুল কত ।
সোনা রূপা হীরা মণি মুক্তা সুশোভিত ॥
একে একে দিলে তাহে সকল দেবতা ।
হংস বাহনেতে দিলে চতুর্মুখ ধাতা ॥ ৮ ॥
বৃষে চন্দ্রচূড় দিলে গরুড়ে গোবিন্দ ।
মহিষে শমন দিলে ঐরাবতে ইন্দ্র ॥
কুবের বরুণ আর যম দিক্‌পাল ।
গগনে পবন ঘোর নিন্দি মহাকাল ॥ ১০ ॥

নানা চিত্র করে তাহে কাজলা কামিনী
সবেমাত্র নাহি লিখে মনসার ফণী ॥
নাগবাশি লখিন্দর জানে সর্বলোকে ।
বৃদ্ধাকালে চাঁদ পাছে মরে পুত্র শোকে ॥ ১৬ ॥
তেকারণে নাহি লিখে মনসার সাপ ।
মনসার মনেতে বাড়িল মনস্তাপ ॥
আপনি গেলেন মনসা কাজলার বাড়ি ।
ছটি পুত্র খেয়ে তোরে করিব আঁটকুড়ী ॥ ২০ ॥
ত্রিভুবনের চিত্র কর মউরে লিখন ।
তার মধ্যে মোর সর্প নাহি কি কারণ ॥
কুমারী দেবতা দেখে কর উপহাস ।
ধরতর বিষহরী না কর তরাস ॥ ২৪ ॥
কাজলা বলেন মাতা হওগো বিদায় ।
লুকাইয়া কালসর্প লিখিব উহায় ॥
হংসরথে বিষহরী যান নিজ পুরী ।
লুকাইয়া কালসর্প লিখিল চৌপরি ॥ ২৮ ॥
চৌপর আনিয়া দিল সাধু বিদ্যমান ।
বহু ধনে সাধু তারে করিল সম্মান ॥
স্বরূপে কুটুম্ব সব পাইয়া নিমন্ত্রণ ।
সাধুর বাটীতে সব করিল গমন ॥ ৩২ ॥
বর্ধমান উজানী নগর সপ্তগ্রাম ।
যতেক বণিক আইল কত লব নাম ॥
বর্ধমান হৈতে আইল সাধু দত্ত বেনে ।
সমাজ সহিত আইল নিমন্ত্রণ শুনে ॥ ৩৬ ॥
ধনপতি আইল লক্ষপতির জামাতা ।
বহুত বণিক সঙ্গে আইল মহাত্মা ॥
রাম রায় হরেকৃষ্ণ চড়ি চতুর্দোলে ।
সনাতন শ্রীহরি কুমার কুতূহলে ॥ ৪০ ॥
জনার্দন জগন্নাথ জগদাস আর ।
কালিদাস দুর্গাদাস ভগবান সার ॥

নীলাম্বর আইল লক্ষপতির তনয়।
গোপাল গোবিন্দ আর রূঢ় কথা কয়॥ ৪৪॥
যাদব মাধব তারা আইল দুই ভাই।
অনন্ত দুর্দান্ত চলে নিমন্ত্রণ পাই॥
বংশী ভৃগু শিবসনে শঙ্কর বণিক।
কুলে শীলে অর্থে নাই যাহার অধিক॥ ৪৮॥
শঙ্খদত্ত আইল চাঁদবেনের শ্বশুর।
ষোড়শ বেনের মধ্যে কুবের ঠাকুর॥
চৌদ্দশত বেনে আইল তাহার সহিত।
চম্পক নগরে আসি হৈল উপনীত॥ ৫২॥
অনেক বণিক আইল চম্পক নগরে।
বরসজ্জা করাইয়া দিল লখিন্দরে॥
হরিদ্রা মাখিয়া গায় কাঞ্চনের দ্যুতি।
পরিধান করিল পবিত্র পীত ধুতি॥ ৫৬॥
মকরকুণ্ডল কানে ঘন ঘন দোলে।
গজমুক্তার হার শোভে তার গলে॥
নানা অলঙ্কারে সাজে শিশু লখিন্দর।
হাতে হেম তাড়বালা মুখ শশধর॥ ৬০॥
চড়িয়া পাটের দোলা লখিন্দর চলে।
কেতকায় বলে আজি না জানি কি ফলে॥

২২

লখিন্দরের বিবাহ করিতে গমন

চাঁদ সদাগর হরিষ অন্তর
চলে পুত্র বিভা দিতে।
কুলে ধিকাধিক অনেক বণিক
চলিল সাধুর সাথে॥ ৪॥
দেশ দেশান্তর নিছনি নগর
তাহে বসে সায় বেনে।

হরিষ অন্তরে
নগরে নগরে
সর্বলোকে ঠায় শুনে ॥ ৮ ॥
ফেলিবারে ঢেলা
হৈল সন্ধ্যাবেলা
যত নগরিয়া ছেলে।
বাধিল বাটুলি
যত শিশু মেলি
আঠার বেকতা বলে ॥ ১২ ॥
কর প্রসারিয়া
পর আঙলিয়া
আঠার বেকতা পড়ে।
শুন ঠাকুরাণী
ক্ষমানন্দ বাণী
কহি আমি করজোড়ে ॥ ১৬ ॥

যত বরযাত্রীগণ হরিষ অন্তর।
নিশাকালে পাইল গিয়া নিছনি নগর ॥
মৃদঙ্গ মাদল বাজে কাড়া পাড়া শানি।
মহা কলরব কৈল নগর নিছনি ॥ ২০ ॥
বরযাত্রী কন্যাযাত্রী করে তাড়াতাড়ি।
কোন্দল করিয়া পথে নিতায় রেউড়ি ॥
অমলা ফেলিয়া মরে গুড় ও চাউলী।
জামাতা দেখিয়া সায়বেনে কুতূহলী ॥ ২৪ ॥
যত বণিকের বালা বয়সে নবীনা।
বেহুলার রূপ বেশ করে সর্বজনা ॥
হরিদ্রা বাটিয়া দিল বেহুলার গায়।
নারায়ণ তৈল দিল বেহুলার মাথায় ॥ ২৮ ॥
সুবর্ণ চিরুনি দিয়া আঁচড়িল কেশ।
বিবিধ বিধানে তার করিল সুবেশ ॥
সুবর্ণ কুণ্ডল দিল কর্ণেতে তাহার।
নবীন জলদে যেন শোভে শশধর ॥ ৩২ ॥
লক্ষ্মীরূপা বেহুলা লক্ষণ আছে ভাল।
পূর্ণিমার চন্দ্র-জ্যোতি করে মুখ আলো ॥
নানা আভরণ দিল যেখানে যে সাজে।
ক্ষমানন্দ বলে দেবী চরণ-পঙ্কজে ॥ ৩৬ ॥

আকন বই বিতান
মোঃ সুলতান মাহমুদ
ইসলামিয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫

২৩

স্ত্রী-আচার ও লখিন্দরকে কন্যা-সম্প্রদান

বেহুলা লখিন্দরে   সূত্র বান্ধে করে
          সঘনে পড়ে জয়ধ্বনি।
বাজে খোল দণ্ড   ভেরী শঙ্খঘণ্টা
          হরিষ শুনিয়া বাজনি ॥ ৪ ॥
বেহুলা সুন্দরী   মঙ্গলিল হাঁড়ি
          লখাই ঢাকে সপ্তবার।
হাজার বাজনা   পড়িল ঝঞ্ঝনা
          আনন্দ হইল সবাকার ॥ ৮ ॥
মঙ্গল হরিষেতে   বরণ করিতে
          লইয়া বরণ ডালা।
সুগন্ধি চন্দন   অনেক আয়োজন
          বরণ করিতে গেলা ॥ ১২ ॥
প্রথমে গিয়া তথা   দেখিল জামাতা
          পরেতে বরে দিল পান।
চরণে দধি ঢালি   দিলেক অঞ্জলি
          মানিক-অঙ্গুরী করে দান ॥ ১৬ ॥
সিন্দুর মনসার   যে নয় ব্যবহার
          জামাতার কপালে দিল।
হয়ে আনন্দিত   অমলা ত্বরিত
          দীপ আচ্ছাদন কৈল ॥ ২০ ॥
অনেক ঔষধ   করিয়া পরিচ্ছদ
          তখনি দিল তার ভালে।
লখিন্দরে লইয়া   বরণ করিয়া
          অমলা বেনেনী চলে ॥ ২৪ ॥
ঘটক পুরোহিত   করি সর্ব নীত
          বিভা হয় শুভক্ষণে।

বেহুলা লখিন্দরে
হরিষ অন্তরে
বিভা কৈল সম্পাদনে ॥ ২৮ ॥
সুন্দর লখিন্দরে
মনসা ক্রোধভরে
হেনি মারে মোহবাণ ।
পরম কারণ
মনসা চরণ
ক্ষমানন্দ দাসে গান ॥ ৩২ ॥

২৪

লখিন্দরের প্রতি মনসার মোহবাণ নিক্ষেপ

লখিন্দরে মনসা মারিল যত বাণ ।
ছামনি করিয়া হাতে হারাইল প্রাণ ॥
কান্দে বরযাত্রীগণ নেত্রে অশ্রু ঝরে ।
লখিন্দর মরিল কি লয়ে যাবে ঘরে ॥ ৪ ॥
ধুলায় লোটায়ে কান্দে যত কন্যাযাত্রী ।
রক্ষ রক্ষ দোষ ওগো জননী জগাতী ॥
বেহুলা তোমার দাসী কোন কর্ম কৈল ।
লইয়া শত্তকে আইও জাত পাতাইল ॥ ৮ ॥
সিংহাসনে বসিয়া কি কর ধাত্রী ঝি ।
দেখ পাত্রে করে দধি-কলা এনেছি ॥
তুমি দেবী বিষহরী হরের দুহিতা ।
আপনি ব্রাহ্মণীরূপে ব্রহ্মার বনিতা ॥ ১২ ॥
লক্ষ্মীরূপা হয়ে নারায়ণে পরিতোষ ।
সরস্বতী হৈয়া নারায়ণ বামে বৈস ॥
শচীরূপ হইয়া তুষ্ট কৈলা সুরপতি ।
শঙ্করের শিবা তুমি মদনের রতি ॥ ১৬ ॥
অযোনিসম্ভবা তুমি কল্যাণদায়িনী ।
সকল মঙ্গলযুক্ত শ্রীপদ দুখানি ॥
বেহুলার বিনয়েতে দেবী পরিতোষ ।
সম্বরিয়া মোহবাণ ক্ষমা কৈল দোষ ॥ ২০ ॥

পুনরপি উঠিয়া পাইল প্রাণদান।
দেখিয়া যে চাঁদবেনের উড়িল পরান॥
মনসার ব্রতদাসী বেহুলা লখাই।
ক্ষীরখণ্ড ভোজন দোঁহে করিল তথাই॥ ২৪॥
তিলেক না রহে সাধু মনসার ডরে।
পুত্র বধূ শোয়াইতে লোহার বাসরে॥
চাঁদ সদাগর বলে শুনহ বেহাই।
আমাকে বিদায় কর নিজ গৃহে যাই॥ ২৮॥
সায়বেনে বলে আজি করহ বিশ্রাম।
রজনী বঞ্চিয়া কালি যাইও নিজ স্থান॥
এতে শুনিয়া বলে চাঁদ অধিকারী।
মোর সনে বাদ করে জয় বিষহরী॥ ৩২॥
ছয়পুত্র মরে মোর মনসার হটে।
পরিণামে নাহি জানি আর কিবা ঘটে॥
অবিরত মনে করি মনসার ডর।
সাঁতালি পর্বতে কৈলু লোহার বাসর॥ ৩৬॥
আজি লয়ে পুত্র বধূ শোয়াইব তায়।
আমায় বিদায় দিলে তবে ভাল হয়॥
এতেক বলিয়া তবে বলে সায়বেনে।
তোমার পুত্রেরে কেন দান কৈলু কন্যে॥ ৪০॥
তুমি বিসম্বাদ কর মনসার সনে।
এ কথা শুনিয়া মোর ভয় হৈল মনে॥
চাঁদবেনে বলে তোমার তাহে নাহি ভয়।
আমারে বিদায় দিলে তবে ভাল হয়॥ ৪৪॥
ক্ষমানন্দ বলে শুন বেহাই আমায়।
শীঘ্র বিদায় কর বিলম্ব না সয়॥

২৫

বর কন্যার বিদায়

আলিঙ্গন কোলাকুলি বেহাই বেহাই ।
চাপিল পাটের দোলা বেহুলা লখাই ॥
বেহুলা লাগিয়া কান্দে অমলা বেনেনী ।
ছয় সহোদর কোলে স্নেহের ভগিনী ॥ ৪ ॥
নিকটে তোমার তবে না মিলিল বর ।
কেমনে পাঠাব ঝিয়ে তোমা দেশান্তর ॥
সঙ্গের খেলুড়ি যত কান্দিছে বেড়িয়া ।
কোন্ দেশে যাও আমা সবারে ছাড়িয়া ॥ ৮ ॥
কোন্ দেশে যাও গো আসিবে কত দিনে ।
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে ॥
বেহুলা নাচনী তবে প্রবোধি সবারে ।
শুভক্ষণে যান বামা দোলার উপরে ॥ ১২ ॥
বর-কন্যা যাইতে বাজে ব্যাল্লিশ বাজনা ।
দেখিতে ধাইল কত নগর-অঙ্গনা ॥
পুত্র বধূ লয়ে সাধু নিজ দেশে যায় ।
হংসরথে বিষহরী দেখিবারে পায় ॥ ১৬ ॥
চাঁদবেনে মনসার ভয় মনে জানি ।
মায়া পাতি দুঃখ দিল চেঙমুড়ী কানী ॥
পুত্রের বিবাহ দিয়া চাঁদ সদাগর ।
সেই রাত্রে গেল সাধু আপনার ঘর ॥ ২০ ॥
মুখেতে কৌতুক বড় হৃদয়তে দুঃখ ।
প্রভাতে উঠিয়া কন্যা জুড়াব যৌতুক ॥
পুত্র বধূ সদাগর না লইল ঘরে ।
অমনি শোয়ায় লয়ে লোহার বাসরে ॥ ২৪ ॥
ক্ষমানন্দ দাস কহে শুন গো জগাতী ।
ক্ষম অপরাধ মাতা সদাগর প্রতি ॥

২৬

লখিন্দর ও বেহুলার বাসরে শয়ন

বেহুলা লখাই শোয় সুবর্ণের খাটে ।
কুলুপ আঁটিয়া দিল লোহার কপাটে ॥
উজ্জ্বল প্রদীপ জ্বলে জাগে ধন্বন্তরি ।
কঙ্ক কুরল শিখী নেউল প্রহরী ॥ ৪ ॥
রজতের চাঁদ হস্তী পুরটের পাশা ।
লখাই খেলেন দান দশ দশ ভাষা ॥
বেহুলা দেবীর দাসী চারি চারি ডাকে ।
লখাই হরিল দান পড়ে এই পাকে ॥ ৮ ॥
নিদ্রায় আকুল হইল যুবক যুবতী ।
মনে মনে জানিলেন জননী জগতী ॥
করিল বিশেষ যুক্তি নেতা সখী সনে ।
সাবহ আপন কার্য ক্ষমানন্দ ভনে ॥ ১২ ॥

২৭

দেবীর নিকটে সর্পের গমন

বিষহরী বিনোদিনী ডাকিল সকল ফণী
খাইতে সুন্দর লখিন্দরে ।
বাসুকি আদেশ বলে যত ফণী রসাতলে
উত্তরিল দেবীর গোচরে ॥ ৪ ॥
মনসা ডাকিল শুনি চলিল সকল ফণী
পবন হরিবে পুণ্ডরীক ।
শত মুখে এক অঙ্গ দেখিয়া লাগয়ে শঙ্ক
ঘোর দন্ত বদন অধিক ॥ ৮ ॥
হিঙ্গুল বরণ অঙ্গ চলে সর্প মহীধর
মহাকাল রিপুর সমান ।
চলিতে পাতালে ফণী কলকল শব্দ শুনি
যোগে যোগী হারায় খেয়ান ॥ ১২ ॥

চলে ফণী ভরবাজা
নরশিরা চলে চারমুণ্ডা। পাতালে পাতালে যোড়া
ধাইল পালে পালে ফণী
নয়নে যাহার তাপ শিখা ॥ ১৮ ॥ বিকট দশন গনি
কেতকী পত্রের তুলা
যমতুলা করিবারে মুখ। দশনে অধিক ধুলা
পাতালে ভুজঙ্গ যত
একত্রে চলিল তিন লক্ষ ॥ ২০ ॥ তাহা বা কহিব কত
কালদণ্ড হয়িবতে
পূতালক ছাড়িয়া সুতল। পাতাল নগরী হৈতে
মনখণ্ড মহিলতা
মহাকাল হৈল আগুসল ॥ ২৪ ॥ ফণী বড় আইল তথা
শঙ্খ শঙ্খ যত্নে
ভুজঙ্গ দংশক তার নাম। দুই সর্প লয়ে যত্নে
চলে রিপু নাম শিলা
মঙ্গল কহিতে চাহে বাম ॥ ২৮ ॥ যাহার গমন লী...
ত্রিগুণ ধবল অঙ্গ
ধাইল দেবীর ডাক শুনি। চলে সর্প দাড়াইয়া
মনসা আশিস কৈল
পাতালে যতেক আছে ফণী ॥ ৩২ ॥ সবে মিলি যুক্তি
চলে সর্প অবিরত
স্ফটিক লোচন তালভঙ্গ। ফণী অঙ্গ হৈয়া
মনসার পদতলে
দেখিয়া দেবীর মনে রঙ্গ ॥ ৩৬ ॥ ক্ষমানন্দ দাস বলে

২৮

লখিন্দরের সর্পাঘাত

ত্রিভুবনে দেবীর আছিল যত ফণী।
ডাকিল সবারে তবে ভুজঙ্গ জননী।

আজিকল্প বই বিতান
প্রোঃ সুলতান মাহমুদ
সকল উপন্যাস লেখা প্রকাশনীর
বাংলা সাহিত্যের বই পাওয়া যায়।
ইসলামিয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫
(৪২ এর গলি) মোবাইল ০১৭২০১৭৫০০২

মনসা বলেন শুরে আছ যত সাপ।
কোন্ জন ঘুচাইবে মোর মনস্তাপ ॥ ৪ ॥
সাঁতালি পর্বতে আছে লোহার বাসর।
তাহে শুয়ে নিদ্রা যায় বেহুলা লখিন্দর ॥
বিষম লোহার ঘর লোহার কপাট।
দুরন্ত প্রহরী জাগে যাইতে নাহি বাট ॥ ৮ ॥
লখিন্দরে খাইতে পারিবে যেই জন।
সে জন উঠাহ পান মোর বিগুমান ॥
সরোবরজলে যায় বিস্তারিয়া তুণ্ড।
বাসরে যাইতে তারা হেঁট করে মুণ্ড ॥ ১২ ॥
শিয়র চাঁদা ছাতারিয়া নাগ চর্ম করা।
বাসরে যাইতে তারা না করে ভরসা ॥
হেনকালে উঠি বলে সর্প বঙ্করাজ।
আমারে আরতি দেহ সিদ্ধি করি কাজ ॥ ১৬ ॥
পুষ্প পান দিয়া দেবী পাঠাইলে তারে।
বঙ্করাজ ফণী গেল প্রথম প্রহরে ॥
কপাটের ধারে থাকি উঁকি দিয়া চায়।
বেহুলার নিদ্রা নাহি দেবীর কৃপায় ॥ ২০ ॥
কপাটের ধারে দেখি নিষ্ঠুর ভুজঙ্গ।
বেহুলা চমকি উঠে নিদ্রা হৈল ভঙ্গ ॥
বেহুলা বলেন খুড়া কোথা আছ তুমি।
তোমা সব না দেখিয়া নিত্য কান্দি আমি ॥ ২৪ ॥
অবিরত মনে কত গনিব হুতাশ।
আমায় যে কালি বাপ না কৈল তল্লাস ॥
মনে কিছু না করিও সেই অভিমান।
কাঞ্চন বাটিতে কর কাঁচা দুগ্ধ পান ॥ ২৮ ॥
এতেক শুনিয়া সর্প পাইল বড় লাজ।
হেঁটমুণ্ড হৈয়া দুধ খায় বঙ্করাজ ॥
বেহুলা বলেন আমি মনসার দাসী।
সাপের গলায় দিব সুবর্ণ সাঁড়াশি ॥ ৩২ ॥

অমৃতাদি ক্ষীর খাও বলি যে তোমারে।
সুখে নিদ্রা যাও তুমি হড়পি ভিতরে॥
বঙ্করাজ বন্দী হইল বিষম বন্ধনে।
দেবী বলে কেন না আইল এতক্ষণে॥ ৩৬॥
বুদ্ধি বল নেতা গো উপায় বল মোরে।
বেহুলা নাচনী মোর নাগ বন্ধ করে॥
দ্বিপ্রহর রাত্রি হয় গগন মণ্ডলে।
কালদণ্ড ফণী পাঠাইল হেনকালে॥ ৪০॥
কপাটের আড়ে থাকি উঁকি দিয়া চায়।
বেহুলার নিদ্রা নাই দেবীর কৃপায়॥
সন্তুষ্ট করিয়া তারে মধুর বচনে।
কাঞ্চনের বাটি দিল কাঁচা দুগ্ধ পানে॥ ৪৪॥
বেহুলা বলেন জেঠা কোথা আছ তুমি।
তোমারে না দেখিয়া যে নিত্য কান্দি আমি॥
এতেক শুনিয়া সর্প বড় লাজ পেয়ে
কাঁচা দুধ পান করে হেঁট মাথা হয়ে॥ ৪৮॥
বেহুলা কেবলমাত্র মনসার দাসী।
সর্পের গলায় দিল স্বর্ণ সাঁড়াশি॥
দুই নাগ বন্দী হৈল দ্বিপ্রহর রাত্রি।
তৎপরে উদয়নাগে পাঠান জগাতী॥ ৫২॥
কপাটের আড়ে থাকি উঁকি দিয়া চায়।
চমকি বেহুলা উঠে দেবীর কৃপায়॥
বেহুলা বলেন কেটা দাদা আইলে গো।
এতদিনে জানিলাম বাপের আছে পো॥ ৫৬॥
রাতদিন কেঁদে মরি না দেখিয়া ঘরে।
অভাগিনী বন্দী আছে লোহার বাসরে॥
মনে না করিও ভাই সেই অপমান।
কাঞ্চন বাটিতে কর কাঁচা দুগ্ধ পান॥ ৬০॥
এতেক শুনিয়া সর্প বড় লাজ পেয়ে।
কাঁচা দুধ পান করে হেঁট মাথা হয়ে॥

বেহুলা কেবল মাত্র মনসার দাসী।
সর্পের গলায় দিল সুবর্ণ সাঁড়াশি ॥ ৬৪ ॥
তিন সাপ বন্দী হৈল তৃতীয় প্রহরে
হেনকালে জাগিল বল্লভ লখিন্দরে ॥
বেহুলা বলেন আমি না জানি কি ঘটে।
ভাগ্যে প্রাণ বাঁচে আজি মনসার হাটে ॥ ৬৮ ॥
হের দেখ তিন সর্প উঠেছে পর্বতে।
বাসরে আসিয়াছিল তোমারে খাইতে ॥
সাপেরে দেখিয়া মোর নিদ্রা হৈল ভঙ্গ।
সুবর্ণ সাঁড়াশি দিয়া বান্ধিনু ভুজঙ্গ ॥ ৭২ ॥
এত যদি শুনিলেন বেহুলার ঠাঁই।
ক্ষুধায় আকুল হয়ে বলিল লখাই ॥
লখিন্দর বলে শুন বেহুলা নাচনী।
ক্ষুধায় আকুল প্রাণ লাগে ভোচকানি ॥ ৭৬ ॥
রাত্রির ভিতরে যদি করাও ভোজন।
তবে জানি প্রিয় মোর রাখিলে জীবন ॥
বেহুলা বলেন শুন মম প্রাণনাথ।
লোহার বাসরে বন্দী কোথা পাব ভাত ॥ ৮০ ॥
মঙ্গলিয়া চাল ছিল মঙ্গলিয়া হাঁড়ি।
তিন নারিকেল দিয়া সাজায় তিওড়ি ॥
নারিকেল জল দিয়া দিলেক ভাতানি।
বাসরে রন্ধন করে বেহুলা নাচনী ॥ ৮৪ ॥
নেতের অঞ্চল দিয়া জ্বালিল আগুন।
হেথায় দেবীর ক্রোধ বাড়িল দ্বিগুণ ॥
বুদ্ধি বল নেতা গো উপায় বল মোরে।
লখিন্দরে খাইতে আর পাঠাইব কারে ॥ ৮৮ ॥
তিন সাপ পাঠাইনু কেহ না আইল।
না হবে আমার পূজা রাত্রি পোহাইল ॥
শেষ ভাগ রাত্রে বলে ভুজঙ্গ জননী।
লখিন্দরে খাইতে যাক কালনাগিনী ॥ ৯২ ॥

বিষম লোহার ঘরে লোহার কপাট ।
দুরন্ত প্রহরী জাগে যাইতে নাহি বাট ॥
উপদেশ দিল কালী শুন সাবধানে ।
বিশ্বকর্মার ছিদ্র আছে ঈশান কোণে ॥ ৯৬ ॥
বিশ্বকর্মা তাহাতে মারিল শূলাঘাত ।
যদি তুমি প্রবেশিতে পার সেই পথ ॥
তবে জানি কালী তুমি সাধ মোর বাদ ।
ভাণ্ডারের ঘর ধন করিব প্রসাদ ॥ ১০০ ॥
দেবীর আদেশে কালী শেষ ভাগ রাতি
সাঁতালি পর্বতে গিয়া উঠে শীঘ্রগতি ।
বেহুলা রন্ধন করি উলটিয়া ভাত ।
পাত তোল ভোজন কর ওহে প্রাণনাথ ॥ ১০৪ ॥
কালনিদ্রা হৈল তার দেবীর মায়ায় ।
চলিতে চলিতে যায়, প্রভুরে জাগায় ॥
[illegible] বেড়ি শিরী বহু কুতল ।
দেবীর মায়ায় হৈল নিদ্রায় বিকল ॥ ১০৮ ॥
অন্ধকারের গুড়ি উড়ে কালীর নিশ্বাসে ।
সূতার সঞ্চারে কালী বাসরে প্রবেশে ॥
বাসরে প্রবেশ কৈল সে কালনাগিনী ।
বেহুলা লখার রূপ দেখিল আপনি ॥ ১১২ ॥
বেহুলা লখাই কোলে যেন কলানিধি ।
যেমন কন্যা তেমন বর মিলাইল বিধি ॥
এ হেন সুন্দর গায়ে কোনখানে খাইব ।
দেবী জিজ্ঞাসিলে তাঁরে কি বোল বলিব ॥ ১১৬ ॥
বিষম আরতি দেবী কেন দিলা মোরে ।
লখিন্দরে খাইতে মোর শক্তি নাহি পুরে ॥
ছকুড়ি নাগের মাতা মুই কালনাগিনী ।
শোক-দুঃখের বার্তা আমি ভালমতে জানি ॥ ১২০ ॥
আপনি তিতিল কালী নয়নের জলে ।
কহিতে বিদরে বুক গেল পদতলে ॥

হেনকালে পাশমোড়া দিতে লখিন্দর।
পদাঘাত বাজে কালীর মস্তক উপর॥ ১২৪॥
দুঃখিত হইয়া কালী তখন কহে কথা।
চন্দ্র সূর্য সাক্ষী হও সকল দেবতা॥
মোর দোষ নাহি দেবী দিলে আরতি।
বিনা অপরাধে মোর মুণ্ডে মারে লাথি॥ ১২৮॥
বিষদন্ত দিয়া কালী খাইল তার পায়।
দুর্লভ লখাই জাগে বিষের জ্বালায়॥
জাগ ওগো বেহুলা সায়বেনের ঝি॥
তোরে পাইল কাল নিদ্রা মোরে খাইল কি॥ ১৩২॥
বেহুলা নাচনী জাগে শেষভাগ রাতি।
সাপিনী পলাইতে মারে সুবর্ণের জাঁতি॥
পুচ্ছ কাটা গেল কালীর আড়াই আঙ্গুল।
সাপিনী পলাইয়া যায় ব্যথায় আকুল॥ ১৩৬॥
বান্ধিয়া কালীর পুচ্ছ নেতের অঞ্চলে।
ব্যস্ত হইয়া বেহুলা প্রভুরে কৈল কোলে॥
শ্বশুর করিল বাদ তোমার লাগিয়া।
অভাগিনী কি করিব রজনী জাগিয়া॥ ১৪০॥
প্রাণনাথ কোলে কান্দে লোহার বাসরে।
রচিল কেতকা দাস মনসার বরে॥

২৯

বেহুলার রোদন

কালিনী খাইল পতি।
প্রাণনাথ কোলে সতী॥
কি হৈল কি হৈল মোরে।
প্রভু কেন হেন করে॥ ৪॥
বদন চাঁদের দ্যুতি।
মলিন হইল অতি॥

বদনে নাহিক বাণী ।
অভাগিনী কিবা জানি ॥ ৮ ॥
নরলোকে কবে কি ।
বেহুলা বেনের ঝি ॥
প্রভুর বদন চাহিয়া ।
দুঃখেতে দারুণ হিয়া ॥ ১২ ॥
কপালে কি মোর ছিল ।
বিভা রাত্রে পতি মৈল ॥
মঙ্গল বিভার নিশি ।
মুখ যার পূর্ণ শশী ॥ ১৬ ॥
খাইনু আপন পতি ।
কে মোরে বলিবে সতী ॥
বদনে বদন থুইয়া ।
নয়নে নয়ন দিয়া ॥ ২০ ॥
চরণ যুগল ধরি ।
ক্ষণে ক্ষণে কান্দে নারী ॥
কখন শ্রবণ-মূলে ।
মোরে সঙ্গে লহ বলে ॥ ২৪ ॥
তুমি আমার গুণমণি ।
তোমা বিনা নাহি জানি ॥
কাতর হইয়া রামা ।
কান্দিলেন মাগি ক্ষমা ॥ ২৮ ॥
করুণা করিয়া কান্দে ।
কেশ পাশ নাহি বান্ধে ॥
আমি হৈনু পতি-দণ্ডী ।
বাসরে হইনু রাণ্ডী ॥ ৩২ ॥
ক্ষমানন্দ কহে কবি ।
লখারে রাখিবে দেবী ॥

বেহুলার শোক

প্রাণনাথ মরে লোহার বাসরে
বেহুলা নাচনী কান্দে।
বেশ ছারখার মুক্ত কেশ তার
দোসর নাহিক সাথে ॥ ৪ ॥
কত কুহল নেউল অনুচর
কোথা গেল ধন্বন্তরি।
কাল-নিদ্রা দিয়া কালিনী আসিয়া
মোর প্রভু কৈল চুরি ॥ ৮ ॥
বড় পাই তাপ তাহে দংশে সাপ
মনসা লাগিল বাদে।
দুঃখে ফাটে হিয়া ও মুখ চাহিয়া
এই বলে সদা কান্দে ॥ ১২ ॥
হেম জিনি অঙ্গ সহজে সুরঙ্গ
বিষম বিষে হৈল কালি।
খণ্ডকপালিনী আমি অভাগিনী
কেবা দিল শাপ গালি ॥ ১৬ ॥
লোহার বাসরে বলে প্রাণেশ্বরে
বেহুলা কর্ণেতে শেষে।
মোর প্রাণনাথ লইল কোন্ জন
না জানি যাব কোন্ দেশে ॥ ২০ ॥
শিরে হানি হাত উঠ প্রাণনাথ
ধরিতে না পারি হিয়া।
আমি অভাগিনী খণ্ডকপালিনী
... কাঁদি দিয়া ॥ ২৪ ॥

সনকার ক্রন্দন

প্রাণনাথ কোলে কান্দে বেহুলা নাচনী ।
ঘর হৈতে শুনে তাহা সনকা বেনেনী ॥
ক্রন্দন শুনিয়া তার শুকাইল হিয়া ।
পুত্রবধূ দেখিবারে আইল ধাইয়া ॥ ৪ ॥
বেহুলা নাচনী বড় কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ।
দুর্লভ লখাই মৈল লোহার বাসরে ॥
শুনিয়া বিদরে প্রাণ চক্ষে পড়ে পানি ।
মরা পুত্র কোলে করি কান্দয়ে বেনেনী ॥ ৮ ॥
পুত্রশোক দিতে বেহুলা এতদিন ছিল ।
দুর্লভ লখাই মোর না জানি কি হৈল ॥
হা-পুতির পুত মোর বাছা লখিন্দর ।
তোর লাগি গড়াইলাম লোহার বাসর ॥ ১২ ॥
কার শাপ ফলিল কে মোরে দিল গালি ।
বংশে কেহ না রহিল দিতে জলাঞ্জলি ॥
সনকা কান্দিয়া দেয় বেহুলায় গালি ।
সিঁথির সিন্দুরে তোর না পড়িল কালি ॥ ১৬ ॥
পরিধান বস্ত্রে তোর না পড়িল মলি ।
পায়ের আলতায় তোর না পড়িল ধূলি ॥
খণ্ড-কপালিনী তুই বেহুলা চিরুনদাঁতী ।
বিভা-দিনে খাইলি পতি না পোহাতে রাতি ॥ ২০ ॥
নেড়া গিয়া ধাইয়া বলে শুনে সদাগরে ।
দুর্লভ লখাই মৈল লোহার বাসরে ॥
শুনিয়া তা চাঁদবেনে হরষিত হৈল ।
স্কন্ধে হেতালের বাড়ি নাচিতে লাগিল ॥ ২৪ ॥
ভাল হৈল পুত্র মৈল কি তার বিষাদ ।
চেঙমুড়ী কানী সহ ঘুচিল বিবাদ ॥
ক্ষমানন্দ বিরচিত মনসার মায়া ।
কর গো করুণাময়ী নায়কের দয়া ॥ ২৮ ॥

৩২

সনকার বিলাপ

পুত্রের মরণ শুনি বজ্রাঘাত সম বাণী
সনকা কান্দয়ে উভরায়।
পুত্রসম নাহি স্নেহ প্রবোধিতে নারে কেহ
তার তৃষা কি দিলে জুড়ায় ॥ ৪ ॥
মনসা হইল বাম সোনার লখাই নাম
পুত্র মৈল লোহার বাসরে।
যত কিছু মনে ছিল বিধি তাহে বিড়ম্বিল
পাপ মুখ দেখাইব কারে ॥ ৮ ॥
তোমার বিষম হটে ভাঙ্গিলে দেবীর ঘট
অবিরত তারে দেও গালি।
আগে ছয় পুত্র মৈল তবে সে লখাই হৈল
হেন পুত্র কালে দিলাম ডালি ॥ ১২ ॥
দেবতার মনস্তাপে সাত পুত্র খাইল সাপে
আমি বড় তাপের তাপিনী।
দেবতা সহিত বাদ কত কৈছ অপরাধ
পাপ চক্ষে তাঁরে নাহি চিনি ॥ ১৬ ॥
নিদারুণ পুত্রশোকে এ মুখ দেখাব কাকে
বড় লাজ হইল আমার।
সাত পুত্রশোকে আমি পাইলে প্রবেশি ভূমি
যদি ক্ষিতি মিলয়ে আমার ॥ ২০ ॥
ধুলায় লোটায় রামা কোন মতে নাহি ক্ষমা
ছারেখারে যাক ভূমণ্ডল।
না কান্দ না কান্দ বলি কেহ তারে ধরে তুলি
কেহ তার মুখে দেয় জল ॥ ২৪ ॥

বেহুলার কলার মান্দাসে ভাসিবার প্রস্তাব

বেহুলা কাঁন্দিয়া বলে প্রাণনাথে লয়ে কোলে
জলেতে ভাসিয়া আমি যাই।
দেবী মনসার হটে এতেক প্রমাদ ঘটে
তাঁহার উদ্দেশ যথা পাই ॥ ৪ ॥
আমার বচন শুন কেহ না করিও আন
শুনহ শ্বশুর সদাগর।
নিশ্চয় কহিলাম দৃঢ় কলার মান্দাস গড়
জিয়াইব কান্ত লখিন্দর ॥ ৮ ॥
শুনি মনে সবাকার লাগে অতি চমৎকার
বলে বামা কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
কেবা জানে মহাজ্ঞান মরা পায় প্রাণদান
কোথা যাবে জলেতে ভাসিয়া ॥ ১২ ॥
কাঁদিয়া বেহুলা কয় ব্যগ্র হইয়া অতিশয়
শীঘ্র কর কলার মান্দাস।
জিয়াইব মৃতপতি রাখিব কুলের খ্যাতি
শুনে নাহি কর উপহাস ॥ ১৬ ॥
বেহুলার কথা শুনি কহে যত কুলধনী
কোথায় না দেখি হেন রীত।
দারুণ কালের গতি মরিল তোমার পতি
পুনঃ প্রাণ পায় কদাচিত ॥ ২০ ॥
তুমি শিশু সীমন্তিনী জলে ভেসে যাবে ধনী
প্রাণহীন পতি লয়ে কোলে।
যারে কালসর্পে খায় সে কোথা বা প্রাণ পায়
প্রত্যয় হয়েছে কার বোলে ॥ ২৪ ॥
চিরকালের দুঃখিনী তুমি বড় অভাগিনী
বিধবা হইলে বাল্যকালে।

দেখিয়া তোমার মুখ বিদরিয়া যায় বুক
অবনী তিতিল আঁখিজলে ॥ ২৮ ॥
নগরের যত লোকে হাহাকার করে শোকে
দেখিয়া লাগয়ে চমৎকার।
বিষম সাধুর হটে আমা সবা কিবা ঘটে
ভালর চরিত্র নাহি আর ॥ ৩২ ॥
যতেক কুলকামিনী বেহুলার কথা শুনি
আপন শ্রবণে দেয় হাত।
তুই উচ্চ কপালিনী হও চিকনঘাতিনী
বাসরে খাইলি প্রাণনাথ ॥ ৩৬ ॥
প্রভুশোকে তনু দহে সর্বলোকে তারে কহে
তুমি বড় খণ্ড-কপালিনী।
তোরে বিড়ম্বিল ধাতা বিপরীত কহ কথা
জলে ভেসে যাবে একাকিনী ॥ ৪০ ॥
কাঁদিয়া বেহুলা বলে প্রাণনাথ করি কোলে
যাব আমি ছয় মাস পথ।
পূর্বের সাধন-ফলে ঈশ্বরীর অনুবলে
যদি কায় পুনঃ পায় প্রাণ ॥ ৪৪ ॥
রাখিব কুলের ধর্ম শত অভিলাষ কর্ম
ইথে কেহ না করিহ মানা।
নিবেদন অবশেষে তবে তো আসিব দেশে
পূর্ণ হবে মনের বাসনা ॥ ৪৮ ॥
ঘটিল দেবীর দায় বিধি কি লিখিল তায়
আমার কপালে কদাচিত।
কলার মাঝখানি মোরে গড়ে দেহ আনি
তবে সে আমার কর হিত ॥ ৫২ ॥
নানারূপ রঙ্গ করি বাঁশের গজাল মারি
সাজাইল কলার মাঝারে।
বেহুলা ভাসিল জলে মরা পতি লয়ে কোলে
নিবেদন কেতকা দাসে ॥ ৫৬ ॥

৩৪

সনকার প্রতি বেহুলার উক্তি

যাব ওরে বাছা আর রে আয় ।
কলার মান্দাসখানি জলে ভেসে যায় ॥
কলার মান্দাস ভাসে গাঙুড়ের জলে ।
বেহুলা ভাসিয়া যায় কান্ত লৈয়া কোলে ॥ ৪ ॥
সনকা কান্দিয়া বলে ওলো অভাগিনী ।
এ তিন ভুবন-মাঝে কোথাও না শুনি ॥
বালিকা যুবতী বৃদ্ধা যার পতি মরে ।
বিধবা হইয়া সেই থাকে নিজ ঘরে ॥ ৮ ॥
কিসের কারণে তুমি জলেতে ভাসিবে ।
প্রতীতি কাহার বলে কান্ত জিয়াইবে ॥
বেহুলা বিনয়ে বলে সনকার তরে ।
মরা পুত্র জিয়ন্ত পাইবে নিজ ঘরে ॥ ১২ ॥
কড়ার তৈলেতে রামা প্রদীপ জ্বালিয়া ।
শাশুড়ীর তরে কহে বিনয় করিয়া ॥
কড়ার তৈলেতে দীপ ছ মাস জ্বলিবে ।
তবে সে জানিও তব লখিন্দর জিবে ॥ ১৬ ॥
বাসরের অন্ন তুমি তুলি হেম থালে ।
পুঁতিয়া রাখহ নিয়া দাড়িম্বের তলে ॥
রচিল কেতকা দাস মনসার পায় ।
ভক্ত নায়কেরে মাতা হইও সদয় ॥ ২০ ॥

৩৫

বেহুলার মান্দাসে গমন

বিনয়ে প্রণতি করি সর্বলোক কাছে ।
আশীর্বাদ কর মোরে কান্ত যেন বাঁচে ॥
শুনিয়া সকল লোক বিষাদিত মন ।
চক্ষের জলেতে সবার তিতিল বসন ॥ ৪ ॥

সনকার পায় পড়ি করেন স্তবন ।
আর না কান্দহ ঘরে করহ গমন ॥
বেহুলা ভাসিয়া যায় কলার মান্দাসে ।
মনসা আইল তথা শ্বেতকাক বেশে ॥ ৮ ॥
শ্বেতকাক ঘন ডাকে বিপরীত বাণী ।
তাহার আরতি করে বেহুলা নাচনী ॥
বসিয়া চাপার তলে শুনে শ্বেত কাক ।
লোহার বাসরে হৈল আমার বিপাক ॥ ১২ ॥
মনসা সহিত বাদ করে সদাগর ।
কালসাপে খাইল মোর কান্ত লখিন্দর ॥
প্রাণনাথ লয়ে কোলে জলে ভেসে যাই ।
এক নিবেদন আমি করি তোমা ঠাঁই ॥ ১৬ ॥
জলেতে ভাসিয়া যাই তাহে নাহি তাপ ।
অতি দূর দেশান্তরে আমার মা বাপ ॥
এমন বাথার বাথী নাহিক আমার ।
আমার বাপের বাটী দেয় সমাচার ॥ ২০ ॥
শ্বেতকাক বলে আমি যাইতে পারিব ।
কিন্তু কিবা নিদর্শনে এ কথা বলিব ॥
বেহুলা তাহাতে কহে জোড় করপুটে ।
মানিক-অঙ্গুরী কাক লহ করি ঠোঁটে ॥ ২৪ ॥
সুবর্ণে বান্ধিয়া দিব ঠোঁট যে তোমার ।
আমার পিতার বাড়ি দিবে সমাচার ॥
প্রাণনাথ কোলে লয়ে ভেসে আমি যাই ।
কহিও মায়ের তরে দেখা হবে নাই ॥ ২৮ ॥
বিভাদিনে মরে পতি বড় অমঙ্গল ।
ক্ষমানন্দ বিরচিল দেবীর মঙ্গল ॥

নিছনি নগরে শ্বেতকাকের যাত্রা

শুন শুন শ্বেতকাক ।
আমার বচন রাখ ॥
তোমার চরণে পড়ি ।
যাহ মোর বাপ-বাড়ি ॥ ৪ ॥
লোহার বাসর ঘরে ।
মোর কান্ত লখিন্দরে ॥
খেয়ে গেল কালসাপে ।
কহিও আমার বাপে ॥ ৮ ॥
মানিক-অঙ্গুরী লইয়া ।
নিছনি নগরে গিয়া ॥
অমলা আমার মায় ।
অঙ্গুরী দিও যে তায় ॥ ১২ ॥
উড়িয়া বসিবে চালে ।
হইবে জ্ঞান সেই কালে ॥
তথা মোর ছয় ভাই ।
কহিও তাদের ঠাঁই ॥ ১৬ ॥
প্রাণনাথে লইয়া কোলে ।
আমি ভেসে যাই জলে ॥
ভাই বোনে না হৈল দেখা ।
দেবী মোর মাত্র সখা ॥ ২০ ॥
আন তারে সবাকারে ।
মেলানি মাগিতে তারে ॥
মোরে বিড়ম্বিলা ধাতা ।
মায়ে ঝিয়ে না হৈল কথা ॥ ২৪ ॥
আমি বড় অভাগিনী ।
কলঙ্ক পুরিল ভূমি ॥
মনেতে রহিল তাপ ।
সায় সদাগর বাপ ॥ ২৮ ॥

তারে না দেখিব আর।
হরি হরি কেবা কার ॥
কাকেরে বিদায় দিয়া।
প্রাণনাথে কোলে লৈয়া ॥ ৩২ ॥
বেহুলা ভাসিল জলে।
হায় হায় লোকে বলে ॥
শ্বেতকাক গেল তথা।
যথা বেহুলার মাতা ॥ ৩৬ ॥
নগর নিছনি গ্রাম।
সায় সদাগর নাম ॥
প্রধান বণিক তাহে।
ক্ষমানন্দ দাস কহে ॥ ৪০ ॥

৩৭

লখিন্দরের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া অমলার রোদন ও বেহুলার উদ্দেশ করিতে সাধুর পুত্রদিগের গমন

হেথায় বেহুলার মাতা অমলা সুন্দরী।
তারে লইয়া দিল কাক মানিক-অঙ্গুরী ॥
বাহিরে অঙ্গুরী দিয়া উড়ে বৈসে চালে।
কপট বুলি বলে সে কাক নানা ছলে ॥ ৪ ॥
মনের সুখে ডাকে কাক বিপরীত বাণী।
অঙ্গুরী চিনিয়া কান্দে অমলা বেনেনী ॥
বরণ-অঙ্গুরী দিলাম জামাতার হাতে।
সে অঙ্গুরী কি মতে আনিল আচম্বিতে ॥ ৮ ॥
কোথা হইতে আইলে বাখিতে শ্বেতকাক।
তুমি কিছু জান কাক বেহুলা বিপাক ॥
শ্বেতকাক বলে শুন অমলা বেনেনী।
বেহুলার সমাচার আমি ভাল জানি ॥ ১২ ॥
লোহার বাসর ঘরে হৈল দৈবাঘাত।
কাল সর্পেতে খাইল তার প্রাণনাথ ॥

...৩৬ ॥

...৪০ ॥

...লার রোদন ও বেহুলার
...দিগের গমন
...া সুন্দরী।
...ক-অম্বুরী ॥
...বসে চালে।
...না ছলে ॥ ৪ ॥
...রীত বাণী।
...া বেনেনী ॥
...ার হাতে।
...া আচম্বিতে ॥ ৮ ॥
...ধতে শ্বেতকাক।
...লা বিপাক ॥
... বেনেনী।
...াল জানি ॥ ১২ ॥
...দৈবাঘাত।
... প্রাণনাথ ॥

উপদেশ শ্বেতকাক বলে বাক্য-ছলে।
বেহুলা ভাসিয়া যায় গাঙ্গুড়ের জলে ॥ ১৮ ॥
বেহুলার লই তুলে কেহ যদি থাকে।
বেহুলা ভাসিয়া যায় দেখ গিয়া তাকে ॥
এত শুনি অমলার শুকাইল হিয়া।
আপনার তিন পুত্রে আনে ডাক দিয়া ॥ ২০ ॥
কেন ঘন ডাকে কাক বিপরীত বাণী।
বেহুলার ভাল মন্দ কিছুই না জানি ॥
আকুল হয়েছে প্রাণ বেহুলা পাঠাইয়া।
লইয়া মেলানি ভার তারে আন গিয়া ॥ ২৪ ॥
যে কিছু ব্যবহার দিল নানা উপহার।
ভারীর স্কন্ধেতে দিল আগে পাছে তার ॥
চিপিটক মুড়কি তাহে উত্তম সন্দেশ।
বসাল পানের বিড়া গুয়াদি বিশেষ ॥ ২৮ ॥
ভাগর ক্ষালের নাড়ু চিনি চাঁপাকলা।
তিন ভাই গেল তারা আনিতে বেহুলা ॥
অর্ধপথ হৈতে তারা শুনে বিপরীত।
তোমা ভগ্নী ভেসে যায় মড়ার সহিত ॥
শুনিয়া শুকায় হৃদি ভাই তিন জনে।
কতক্ষণে হবে দেখা বেহুলার সনে ॥
সুবল সুন্দর হরি গেল ধাওয়া ধাই।
যে ঘাটে বেহুলা ভাসে কোলেতে লখাই ॥

আকন্দবাড়ী বিতান
মোঃ সুলতান মাহমুদ

৩৮

গৃহে ফিরিবার জন্য বেহুলার প্রতি ভ্রাতাদের অ...

সোদরে দেখিয়া কান্দে বেহুলা সুন্দরী।
সুবল সুন্দর শুন ভাই প্রাণ হরি ॥
লোহার বাসর ঘরে হৈল বিপরীত।
কালসর্প খাইল মোর প্রভু আচম্বিত ॥ ৪

প্রাণনাথ লইয়া কোলে জলে ভেসে যাই
কহিও মায়ের আর দেখা হবে নাই ॥
বিভা দিনে পতি মরে অতি অকুশল ।
মনেতে মনসা মাত্র ভরসা কেবল ॥ ৮ ॥
সায় সদাগর পিতা কহিও তাঁহারে ।
বেঁহুলার পতি মৈল লোহার বাসরে ॥
জলেতে ভাসিয়া যায় জিয়াবার আশে ।
বন্ধুজন শুনে কান্দে রিপুগণ হাসে ॥ ১২ ॥
সুবল সুন্দর বলে ভগিনী গো শুন ।
মড়াস লইয়া কোলে জলে ভাস কেন ॥
বাহুড়িয়া আইস ঘরে ফিরাও মান্দাস ।
মাতা পিতা মারা যাবে গণিয়া হুতাশ ॥ ১৬ ॥
কাতর ভাইদেরে বেহুলা বলে শুন ।
কূলে দাণ্ডাইয়া ভাই আর কান্দ কেন ॥
তিন ভাই বলে ভগ্নী তোর অল্প জ্ঞান ।
সর্পাঘাতে মরিলে কি পায় প্রাণদান ॥ ২০ ॥
ছাওয়াল ভগিনী তুমি বুঝ বিপরীত ।
তোর পতি প্রাণ নাহি পাবে কদাচিত ॥
দুকূলের লোক যত অশেষ বুঝায় ।
মড়া লইয়া কেন জলে ভেসে যায় ॥ ২৪ ॥
তুমি শিষ্ট সীমন্তিনী নবীন যৌবনে ।
কেমনে ভাসিয়া যাবে ছ মাসের পথে ॥
জল জন্তু আছে যত হাঙ্গর কুম্ভীর ।
দেখিলে হইবে তুমি প্রাণেতে অস্থির ॥ ২৮ ॥
অরণ্যে গহন বনে চরে সিংহ ব্যাঘ্র ।
প্রলয় নদির গভীর আছে লক্ষ লক্ষ ॥
অবলা আকৃতি তুমি কুলের কামিনী ।
দেখিয়া তোমার রূপ মোহে মহামুনি ॥ ৩২ ॥
সকলে বাধিত হয়ে প্রবোধিয়া কয় ।
কেমনে ভাসিয়া যাবে মনে নাহি ভয় ॥

বেহুলার মনে তাহা প্রবোধ না মানে।
নিমিষে মিলায় তার বদনে বদনে ॥ ৩৬ ॥
চাঁদবেনে নাহি কান্দে পেয়ে পুত্রশোক।
লখাই লাগিয়া কান্দে নগরের লোক ॥
কূলে দণ্ডাইয়া কান্দে বেহুলার ভাই।
তীরে ফিরে এস দিদি চল ঘরে যাই ॥ ৪০ ॥
সাত নাহি পাঁচ নাহি একা ভগ্নী তুমি।
তোমার শোকেতে নাহি বাঁচিবে জননী ॥
আমা সবাকারে তুমি কেমনে ছাড়িবে।
মড়াটা লইয়া কেন জলে ভেসে যাবে ॥ ৪৪ ॥
ঘরের প্রধান তুমি মায়ের জীবন।
মড়ার সহিত কেন মর অকারণ ॥
আগে তুমি যাবে পিছু আমরা যাইব।
ঘরের প্রধান তুমি মোরা কি বলিব ॥ ৪৮ ॥

৩৯

বেহুলার সঙ্কল্প অটল

শুনিয়া বেহুলা বলে শুন সহোদর।
পুনর্বার প্রাণ যদি পায় প্রাণেশ্বর ॥
তোমা সবাকার ঘরে আর নাহি সাজে।
সকল ভাজের সঙ্গে নিত্য দ্বন্দ্ব বাজে ॥ ৪ ॥
দারুণ বিধাতা মোরে কৈল কড়ে রাঁড়ী।
কত বা ফেলিব নিত্য নিরামিষ হাঁড়ি ॥
কহিব মায়েরে মোরে আশিস করিতে।
পরিণামে পারি যদি কান্তে জিয়াইতে ॥ ৮ ॥
বেহুলা বলেন দাদা না কাঁদিও আর।
চাঁপাতলায় পুঁতে রাখ মেলানির ভার ॥
প্রভুরে জিয়াতে পারি তবে সে আসিব।
খাইয়া মেলানি তবে মায়েরে দেখিব ॥ ১২ ॥

অকারণে কান্দ ভাই কূলে দাণ্ডাইয়া।
কান্ত যদি জিয়ে পুনঃ আসিব ফিরিয়া॥
আর কেন কান্দ ভাই দাণ্ডাইয়া কূলে।
পাইবে আমার দেখা প্রাণনাথ জিলে॥ ১৬ ॥
এত বলি বেহুলা জলেতে ভেসে যায়।
ছকূলের লোক সব কান্দে উভরায়॥
ভগ্নী নিতে এনেছিল নানা উপহার।
চাঁপাতলায় পুতিল যে মেলানির ভার॥ ২০ ॥
হায় হায় করে যত নগরের লোক।
তিন ভাই গেল তারা পেয়ে যত শোক॥
বেহুলা দেবীর দাসী জানে নানা সন্ধি।
ত্রিপ্রহরে তিন নাগ করেছিল বন্দী॥ ২৪ ॥
সাপের সাপুড়ি হস্তে সুবর্ণের জাঁতি।
বেহুলা ভাসিল জলে কোলে মৃত পতি॥
বান্ধিয়া কলার পুচ্ছ নেতের অঞ্চলে।
কলার মান্দাস যায় ঢেউয়ের হিল্লোলে॥ ২৮ ॥
দেবীর কৃপায় মনে নাহি কিছু সন্ত।
মনসার পাদপদ্মে কহে ক্ষমানন্দ॥

৪০

বেহুলার যাত্রাপথ

মনসা কৃপায় যায় মনের নিঃসঙ্কে।
চাঁপাতলা এড়াইয়া গেল কুড়ব বন্দে॥
এ দিন বেহুলা ভাসে ছুবরাজপুর।
নবখণ্ড এড়াইয়া গেল বহুদূর॥ ৪ ॥
প্রাণহীন পতি তার কোলে লখিন্দর।
ভাসিয়া ভাসিয়া পাইল বাঁকা দামোদর॥
গুকাটি গোবিন্দপুর বর্ধমানে ভাসি।
আলো গঙ্গাপুরে বেহুলা উত্তরিল আসি॥ ৮ ॥

বিষহরী বিনোদিনী মায়া কৈল তায়।
গঙ্গাপুরে বেহুলার মান্দাস এলায়॥
বাঁশের গঞ্জাল যত তাহা গেল ছেড়ে।
খান খান হয়ে ভাসে যত কলা বেড়ে॥ ১২॥
হাঙ্গর কুম্ভীর আদি জলজন্তু যত।
বেহুলার আশে পাশে আসে শত শত॥
ক্ষণে ক্ষণে ডুবে আর ক্ষণে ভেসে উঠে।
লোহার করাত দেখি ত্রিশিরার পিঠে॥ ১৬॥
দেখিয়া বেহুলা কান্দে পেয়ে বড় শোক।
ধরিল মড়ার গায়ে হাজা এক জোঁক॥
ছাড়াইলে নাহি ছাড়ে মাংসেতে লুকায়।
হরি হরি বেহুলার কি হবে উপায়॥ ২০॥
কলার মান্দাস গেল হইয়া দুইখানি।
বিষাদ ভাবিয়া কান্দে বেহুলা নাচনী॥
মনসার মন্ত্র যাহা জপে নিরবধি।
দাসীরে এমন দুঃখ তুমি দিলে যদি॥ ২৪॥
বিষম তোমার মায়া বুঝা নাহি যায়।
মান্দাস লাগুক জোড়া তোমার কৃপায়॥
বেহুলা করেন স্তব মনসার তরে।
মান্দাস লাগিল জোড়া ঈশ্বরীর বরে॥ ২৮॥
হাঙ্গর কুম্ভীর জোঁক লুকাইল জলে।
মান্দাসে বসিয়া কান্দে কান্ত লৈয়া কোলে।
আলো গঙ্গাপুর যান করি পশ্চাৎ।
দেপুরে মান্দাস ভাসে রজনী প্রভাত॥ ৩২॥
দেপুরে দ্বিগুণ তনু হৈল অতিকায়।
লখাই সড়িত হৈল দেবীর কৃপায়॥
ফুলিল শরীর তার বিপরীত গন্ধ।
বেহুলা বলেন তারে সুধা মকরন্দ॥ ৩৬॥

উলিয়া নর্মদা জলে বেহুলা নাচনী।
স্নান করি জপ করে আস্তিক জননী ॥ ৪০ ॥
মৃন্ময়ী বিষহরী কেয়ুরায় কমলা।
তিন দিন তাঁর পূজা করিল বেহুলা ॥
কেয়ুরায় আকাশবাণী হৈল আচম্বিতে।
এখানে বসিয়া বাসা হবে না জপিতে ॥ ৪৪ ॥
সুরপুরে তোর পতি পাবে প্রাণদান।
কেয়ুরায় বসিয়া কত শব মড়া ত্রাণ ॥
কেয়ুরায় করিয়া পূজা জগাতী কমলা।
ভাসিল আমদপুরে সুন্দরী বেহুলা ॥ ৪৮ ॥
গোদা যথা মৎস্য ধরে ঘাটেতে বসিয়া।
তথায় বেহুলা এল ভাসিয়া ভাসিয়া ॥
দুই পদে গোদ তার চারি নারী ঘরে।
শুধু ভাত খাইতে নারে নিত্য মাছ ধরে ॥ ৫২ ॥
গলায় শঙ্খের মালা কর্ণে দায় কড়ি।
আশে পাশে কেলিয়াছে বঁড়শির দড়ি ॥
ঘন ঘন মারে খেঁচ বড় মৎস্য উঠে।
কলার মান্দাস ভেসে আসে সেই ঘাটে ॥ ৫৬ ॥
বেহুলার রূপে গোদা হইল মূর্ছিত।
কাকুতি মিনতি করে কথা বিপরীত ॥
নিবাস হে কোন গ্রামে কাহার রমণী।
কলার মান্দাসে তুমি আস কেন ধনী ॥ ৬০ ॥
এ নব যৌবন তোর নাহি যোগ্য জন।
জলেতে ভাসিয়া যাহ কিসের কারণ ॥
আমার গৃহেতে আইস শুন সীমন্তিনী।
তোমারে করিব আমি প্রধানা গৃহিণী ॥ ৬৪ ॥
প্রবোধ শুনিয়া হাসে বেহুলা যুবতী।
ক্ষমানন্দে বিরচিল মধুর ভারতী ॥

গোদার সহিত কথোপকথন

গোদার বচন শুনি হাসিতে লাগিলা ধনী
ছার গোদা তোমার জীবন ।
দারুণ গোদের ভারে নড়িতে চড়িতে নারে
অবলা আশাস কি কারণ ॥ ৪ ॥
সারাদিন বঁড়শি বাও ছবড়ি নবুড়ি পাও
বঁড়শি বাহিলে তোর ভাত ।
বামন বাংখুরে হইয়া উচ্চ দ্বীপে দাণ্ডাইয়া
চাঁদেরে বাড়াতে যাহ হাত ॥ ৮ ॥
পরিধানে ছেঁড়া টেনা ঘরে নাই সম্ভাবনা
গায়ে তোর ঘন উড়ে মাছি ।
দারুণ গোদের ঘ্রাণে স্থির নহে কার প্রাণে
যে ধনী তোমার ঘরে আছে ॥ ১২ ॥
আপনি নাগর বুড়া কানে তোর রামকড়া
সুন্দর দেখিব ইহা লাগি ।
কিবা গুণ তোর আছে বলহ আমার কাছে
তবে সে তোমার কাছে থাকি ॥ ১৬ ॥
গোদা বলে সীমন্তিনী শুন লো আমার বাণী
অবজ্ঞা করো না দেখে গোদ ।
আমার চরিত্র যত তোমায় বুঝাব কত
অবলা তোমার অল্প বোধ ॥ ২০ ॥
চারি নারী মোর ঘরে অনেক বিলাস করে
খাসা গুয়া খায় ছাঁচিপান ।
সিঁথায় সিন্দুর ভরা সুখে ঘর করে তারা
জঞ্জাল গোদের মাত্র ঘ্রাণ ॥ ২৪ ॥
তুমি হৈলে পাঁচ নারী সুখে লয়ে ঘর করি
উপদেশ মিলাইয়া আনি ।

এই নিবেদন রাখ আমার মন্দিরে থাক
জলে ভেসে কেন যাবে ধনী ॥ ২৮ ॥
মধুর বচনে তোর প্রাণ সুশীতল মোর
চঞ্চল চরিত্র হৈল বড় ।
মান্দাস রাখিয়া জলে আইস কাছে মোর বোলে
তোমার চরণে করি গড় ॥ ৩২ ॥
বেহুলা নাচনী কয় ক্রোধ করি অতিশয়
অবলা অসতী দেখ মোরে ।
বলি কর বিড়ম্বনা দেখ মোর সতীপনা
শাপে ভস্ম করিব যে তোরে ॥ ৩৬ ॥
গোদা বলে ভাল তবে কতদূরে ভেসে যাবে
সাঁতারিয়া ধরিব এখন ।
কুটিলা রমণী ধনী তুমি বড় সীমন্তিনী
গোদা বটে তোমার দুর্জন ॥ ৪০ ॥
গৌরব রাখিয়া মনে ভেলা থুইয়া ওইখানে
আমার বচনে উঠ তটে ।
পশ্চিমাবে হবে ভাল আমার আলয়ে চল
কি কার্য বিরোধ করি হটে ॥ ৪৪ ॥
বেহুলা ভাসিয়া যায় গোদা চারিদিকে চায়
ব্যগ্র হৈয়া জলে দিল ঝাঁপ ।
দারুণ গোদের ভারে নড়িতে চড়িতে নারে
বেহুলা যে তারে দিল শাপ ॥ ৪৮ ॥
বেহুলা শাপিল তাকে গোদা পরিত্রাহি ডাকে
গোদ লইয়া নড়িতে না পারি ।
নাকে মুখে জল যায় গোদা তাকে উভরায়
ত্রাণ কর হে সতী সুন্দরী ॥ ৫২ ॥
গোদার বিনয়-ভাবে বেহুলা নাচনী হাসে
কাতর দেখিয়া দিল বর ।
মনসার ব্রত দাসী অবিরত জলে ভাসি
কোলে লয়ে কান্ত লখিন্দর ॥ ৫৬ ॥

এইরূপে কত দিন
অন্নজল বিনা ক্ষীণ
জলে ভাসে বেহুলা নাচনী।
ক্ষেমানন্দ বিরচিত
মনসা মঙ্গল গীত
ক্ষমা কর ভুজঙ্গ-জননী ॥ ৬০ ॥

৪২

কুকুরঘাটায় আগমন

গোদাঘাট পশ্চাৎ করিয়া সীমন্তিনী।
জলেতে ভাসিয়া যায় দিবস রজনী ॥
পথের পথিক যত পথ দিয়া যায়।
বেহুলার রূপ দেখি ঘন ঘন চায় ॥ ৪ ॥
ত্রিজগত-মোহিনী কেন মড়া লয়ে কোলে।
কলার মান্দাসে ভাসে তরঙ্গ-হিল্লোলে ॥
গহন কাননে জন সমাগম নাই।
নিতল গভীর জল কোলেতে লখাই ॥ ৮ ॥
বেহুলা ভাসেন তাহে জপিয়া মনসা।
তোমার চরণ মাত্র কেবল ভরসা ॥
মড়া-মাংস জলে গলে বিপরীত ঘ্রাণ।
চকিত চঞ্চল নহে বেহুলার প্রাণ ॥ ১২ ॥
ঘ্রাণেতে দ্বিগুণ প্রেম বেহুলার বাড়ে।
মড়া অঙ্গে বৈসে মাছি ঘন ঘন তাড়ে ॥
দিবসে দিবসে তাহে কৃমি-কীট বসে।
সমস্ত অঙ্গের মাংস দিন দিন খসে ॥ ১৬ ॥
পুলকে প্রবেশে তাহে মশকের গণ।
বেহুলা তাড়ান যত নহে নিবারণ ॥
অস্থি চর্ম পচে তার কি কহিব কথা।
প্রাণেশ্বর মড়া অঙ্গে পড়িল মেছেতা ॥ ২০ ॥
বেহুলা ভাঙ্গেন যত পুনরপি হয়।
ঠাঁই ঠাঁই মেছেতা-সকল অঙ্গময় ॥

প্রভুর অঙ্গেতে মাছি করে ডিম্ব বাসা।
বেহুলা কান্দেন মনে জপিয়া মনসা ॥ ২৪ ॥
গলিয়া পচিয়া গেল সে তনু সুন্দর।
আর কি পাইব প্রাণপতি লখিন্দর ॥
অবিরত মনে কত গনিল হুতাশ।
কুকুরঘাটায় ভাসে কলার মান্দাস ॥ ২৮ ॥
কালিকা কুকুর সেটা লোটা দুই কান।
শ্রমে থেয়ে আইসে করিতে জলপান ॥
রসনা বিস্তারি জল খায় সেই ঘাটে।
কলার মান্দাস আইসে তাহার নিকটে ॥ ৩২ ॥
সহজে কুকুর জাতি পায় মড়া গন্ধ।
তার মনে হইল সে সুধা-মকরন্দ ॥
আহ্লাদিত হইয়া সে চারিদিকে চায়।
চোঁ চোঁ করিয়া ভূমি শুঁকিয়া বেড়ায় ॥ ৩৬ ॥
দেখিয়া চঞ্চল হৈল কুকুরের প্রাণ।
জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে পাইয়া মড়ার ঘ্রাণ ॥
ছি ছি বলি বেহুলা ভাসিয়া যায় দূর।
কুম্ভীরে খাউক তোরে দারুণ কুকুর ॥ ৪০ ॥
বেহুলার শাপ তার ব্যর্থ নাহি যায়।
কুকুর অস্থির হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায় ॥
সাঁতার জানয়ে তবু নাহি পায় তীর।
হেনকালে তার পায়ে ধরিল কুম্ভীর ॥ ৪৪ ॥
হাসিয়া কুকুরঘাটা পার হৈল ধনী।
ক্ষমানন্দ বিরচিল সেবিয়া ব্রাহ্মণী ॥

বেহুলার জগাতি ঘাটায় গমন

ছাড়িয়া কুকুরঘাটা বেহুলা যুবতী।
পৌছিলেন অবশেষে যে ঘাটে জগাতি॥
সেই ঘাটে ভেসে এল কলার মান্দাস।
জগাতি যুবতী দেখি করে উপহাস॥ ৪॥
রাখহ মান্দাসখানি শুনগো যুবতী।
এক নিবেদন শুন হইয়া স্থিরমতি॥
বিধুমুখী শুনিয়া না শুন সীমন্তিনী।
তোমারে করিব মম গৃহের গৃহিণী॥ ৮॥
কুলটা চরিত্র তোর বুঝি অনুমানে।
জগাতি ঘাটায় আজি বিকাইবি দানে॥
জগাতি জিজ্ঞাসে তোর কোলে কেটা বটে।
স্বরূপ বচন কহ আমার নিকটে॥ ১২॥
বেহুলা বলেন তুমি শুনহ জগাতি।
মোরে নাহি কর হাস্য রাখহ মিনতি॥
অবলা সরলা আমি অতি অভাজন।
মোর পরিচয় লৈয়া কিবা প্রয়োজন॥ ১৬॥
জগাতি বলেন তুমি পরমা সুন্দরী।
যত কিছু বল তুমি কপট চাতুরী॥
কত রত্ন লৈয়া যাও কারে দিবে দান।
কেহ বলে ঝাঁপ দিয়া ধরে গিয়া আন॥ ২০॥
বেহুলা শুনিয়া বড় মনে ভয় পায়।
বিশেষ বচনে তারে দিল পরিচয়॥
অকারণে কেন তোরা ঝাঁপ দিবি জলে।
পাঁচ মাসের পচা মড়া প্রাণনাথ কোলে॥ ২৪॥
এত দিন ভেসে যাই জিয়াবার আশে।
আর এক মাস যাব মন-অভিলাষে॥

তবে পতি জিয়াইব দেবী কৃপাবলে।
পূর্বের সাধন বিধি লিখিল কপালে ॥ ২৮ ॥
বেহুলার কথা শুনি যতেক জগাতি।
করজোড়ে বলে তুমি পতিব্রতা সতী ॥
জলেতে ভাসিয়া যাও নাহি চাব দান।
বেহুলা বলেন তোদের হউক কল্যাণ ॥ ৩২ ॥
হরিষে জগাতি ঘাটা ছাড়িলা যুবতী।
ক্ষমানন্দ বিরচিল দেবী পদে মতি ॥

৪৪

জগাতিঘাট ছাড়িয়া যাত্রা

কান্ত কোলে করি বেহুলা সুন্দরী
জলেতে ভাসিয়া যায়।
ছিন্ন জীর্ণ বাস কলার মান্দাস
ভাসে মন্দ মন্দ বায় ॥ ৪ ॥
মাছি অনুক্ষণে প্রভুর বদনে
উড়ে বৈসে তাহে গিয়া।
বেহুলা নাচনী তাড়ান আপনি
নেতের অঞ্চল দিয়া ॥ ৮ ॥
বনে বনচারী শৃগাল কেশরী
ব্যাঘ্র হরিণ চরে।
সতী ভেসে যায় দেবীর কৃপায়
দেখিতে না পায় তারে ॥ ১২ ॥
পাইয়া মড়ার ঘ্রাণ স্থির নহে প্রাণ
যতেক শৃগাল ধায়।
এ হেন সুন্দরী মড়া কোলে করি
কোথা জলে ভেসে যায় ॥ ১৬ ॥
হকাই মকাই তারা দুই ভাই
যতেক ছাগল ধরা।

যতেক শৃগাল হইয়া একপাল
কূলে দাঁড়াইয়া তারা ॥ ২০ ॥
শৃগালের গণ আনন্দিত মন
সবে বেহুলারে ডাকে ।
মড়াটি ফেলিয়া যাও না ফিরিয়া
ত্রাণ পাই তোর পাকে ॥ ২৪ ॥
সপ্ত দিবানিশি আছি উপবাসী
যতেক শৃগালগণে ।
মড়া দিয়া মোরে ফিরে যাহ ঘরে
সুখ্যাতি রাখ ভুবনে ॥ ২৮ ॥
উদর পুরিয়া খাই মড়া লৈয়া
যতেক শৃগাল মোয়া ।
দান ধর্ম্ম যত রাখিতে উচিত
তুমি ঘরে যাহ ফিরা ॥ ৩২ ॥
কাঁদিয়া বেহুলা কহিতে লাগিল
শুনয়ে শৃগাল যত ।
সহজে হিংসুক জাতি যে জম্বুক
তোমরা বুঝিবে কত ॥ ৩৬ ॥
যেই কর আশ সকল নৈরাশ
শুন বলি তোর ঠাঁই ।
প্রভু পুনর্ব্বার জিবেক আমার
ইথে কিছু দ্বিধা নাই ॥ ৪০ ॥
এত কথা শুনি যত শৃগালিনী
এ পড়ে উহার গায় ।
অদ্ভুত কাহিনী কভু নাহি শুনি
মড়া নাকি প্রাণ পায় ॥ ৪৪ ॥
শুন ধনী ওলো কূলেতে যে আইল
উদর পুরিয়া খাই ।
তুমি নিজ ঘর যাহ পুনর্ব্বার
মোয়া সব বনে যাই ॥ ৪৮ ॥

এ নব যৌবনে কিসের কারণে
ভাস মড়া লৈয়া কোলে।
পতিহারা নারী শুনলো সুন্দরী
ভেসে যাহ তুমি জলে ॥ ৫২ ॥
শৃগালী কথনে বেহুলার মনে
কিছু নাহি অভিমান।
এ সব বচন শুনিব তখন
প্রভু পেলে প্রাণদান ॥ ৫৬ ॥
ফেলিয়া শৃগালী যায় ভেসে চলি
গেল দূর-দূরান্তর।
মনসা চরণ পরম কারণ
ক্ষমানন্দ মাগে বর ॥ ৬০ ॥

৪৫

বেহুলার বোয়লিয়ায় গমন

যতেক শৃগালগণ গেল বনে বনে।
বেহুলা ভাসিয়া যায় প্রাণনাথ সনে ॥
বিষাদ ভাবিয়া বামা কান্দে নিরন্তর।
জলেতে হইল রাঙ্গা সিঁথির সিন্দুর ॥ ৪ ॥
অবিরত মনে কত গনিল হুতাশ।
বোয়ালিয়া-দহে ভাসে কলার মান্দাস ॥
বোয়ালিয়া দহে ভাসে বড় বড় মাছ।
দুরন্ত কুম্ভীর জলে যেন তালগাছ ॥ ৮ ॥
শুশুক ভাসিয়া যায় ঘন ডুবে জলে।
বলুক কাছিম ভাসে ঢেউর হিল্লোলে ॥
বঘু বোয়ালিয়া তার কি কহিব কথা।
মুখ তুলে ভাসে যেন কামারের জাঁতা ॥ ১২ ॥
শরীর দোলায় জলে অতি বড় কায়।
জলের ভিতরে থাকি মক্ষাগন্ধ পায় ॥

মহে বধূ বোয়ালিয়া উঠিল আসিয়া।
বেহুলা মান্দাসে যায় সেই পথ দিয়া॥
কলার মান্দাস ভাসে ঢেউর হিল্লোলে।
মড়ার মালাই চাকি বধূ বোয়াল গিলে॥
হায় হায় বলিয়া তাড়ায়ে দিল মাছ।
দারুণ বোয়ালে তবু নাহি ছাড়ে কাছ॥
অপূর্ব লাগিল তার আর খাইতে চায়।
বেহুলা পতির অস্থি অঞ্চলে লুকায়॥
মনে বড় অনুতাপ করে শশীমুখী।
বধূ বোয়ালে খাইল প্রভুর মালাই চাকি॥
তুই কাল জলে ছিলি দুরন্ত বোয়াল।
খাইলি প্রভুর অস্থি তোরে লবে কাল॥
মনসার মন্ত্র যদি ভাবি একভাবে।
পাইব তোমার দেখা কোন দেশে তবে॥
অবিরত মনে কত গনিল হুতাশ।
বোয়াল ছাড়িয়া গেল মান্দাসের পাশ॥
হাসন হাটিতে যথা হাসনের হাট।
বেহুলা পশ্চাৎ কৈল হাসানের ঘাট॥
প্রত্যক্ষ উজান জল নারিকেল ডাঙ্গায়।
মৃন্ময়ী বিষহরী ঠাকুরানী তায়॥
কলার মান্দাসে চাপি আইল তথায়।
বেহুলা দেবীরে পূজে নারিকেল ডাঙ্গায়॥
গলায় বসন দিয়া মনসার আগে।
প্রাণপতি জিয়াইব এই বর মাগে॥
মনেতে মনসা তারে করিল কল্যাণ।
ছাড়িয়া নারিকেল ডাঙ্গা বৈকুণ্ঠপুরে যান॥
এক বৈদ্য স্নান করে সেই বাঙ্ক্য ঘাটে।
কলার মান্দাস আইল তাহার নিকটে॥
সেই বৈদ্য কয় ধনী কেন ভেসে যাস।
আমি মড়া জিয়াইব রাখহ মান্দাস॥

মড়া জিয়াইব যদি এক কথা রাখ।
তিন রাত্রি তিন দিন মোর সঙ্গে থাক ॥
বেহুলা বলেন বৈদ্য তোর মুখে ছাই।
মনসা জপিয়া মনে জলে ভেসে যাই ॥ ৪৮ ॥
বৈদ্যপুর ছাড়াইয়া পাইল পিড়তলি।
গহরপুর ভাসিয়া গঙ্গার জলে মিলি ॥
পবিত্র গঙ্গার জল পুণ্য হেন জানি।
মড়ার অঙ্গে তুলে দিল বেহুলা নাচনী ॥ ৫২ ॥
গঙ্গাজল পেয়ে মড়া দিনে দিনে পচে।
কালিনী সাপের বিষ তবু তাহে আছে ॥
তিনদিকে ত্রিবেণী ত্রিধারা যথা বহে।
তথায় বেহুলা আইল ক্ষমানন্দ কহে ॥ ৫৬ ॥

৪৬

নেতার সহিত বেহুলার সাক্ষাৎ ও কথোপকথন

ত্রিবেণীর ঘাটে নেত দেবতার বস্ত্র যত
নিত্য কাচে সুবর্ণের পাটে।
বিধির লিখন ভালে ছয় মাস ভেসে জলে
বেহুলা আইল সেই ঘাটে ॥ ৪ ॥
ধোপানী কাপড় কাচে কলার মান্দাস কাছে
ভাসিয়া লাগিল গিয়া তীরে।
বেহুলা মান্দাসখানে পৌছাইল সেইখানে
স্নান কৈল জাহ্নবীর নীরে ॥ ৮ ॥
মনে মন্ত্র মনসার জপ করে শতবার
পরম পবিত্র চিত্তপট।
এক মন হৈয়া নেত কাপড় কাচিতে রত
পুত্র আইল তাহার নিকট ॥ ১২ ॥
তারে যত মানা করে তবু নাহি যায় ঘর
মারে তারে নিদারুণ চাপড়।

কি জানি মায়ের পাকে
ঘাটে পুত্র মরে থাকে
নির্জ্জালে কাচেন কাপড় ॥ ১৬ ॥

বেলা হৈল অবসান
অমর নগরে যান
চাপড় মারিল তার পিঠে।

মহাজ্ঞান মন্ত্র বলে
তখন মায়ের কোলে
মৃতপুত্র প্রাণে জিয়ে উঠে ॥ ২০ ॥

ক্ষৌম সূত্র বিরচিত
বস্ত্র সব আনে নেত
সন্ধ্যাকালে সুরপুরে যায়।

সকল দেবতাগণে
বসে থাকে একাসনে
বস্ত্র দেয় দেবতা সভায় ॥ ২৪ ॥

মাথায় সোনার পাট
নিত্য আইসে সেই ঘাট
কাচিবারে দেবতা বসন।

ছুষ্ট পুত্রের পাকে
তাহারে মারিয়া রাখে
পুনরপি জিয়ায় জীবন ॥ ২৮ ॥

সেই পুত্র সঙ্গে করি
রজকিনী সুরপুরী
চলে যায় আপনার সুখে।

বেহুলা দেবীর দাসী
ওকড়া বনেতে বসি
এ সব চরিত্র তার দেখে ॥ ৩২ ॥

মারিয়া জিয়ায় যদি
এই সে পরম নিধি
পায়ে পড়ি করিব জিজ্ঞাসা।

এই সে আমার তরে
বিশেষ কহিতে পারে
তথা পূর্ণ হবে মন আশা ॥ ৩৬ ॥

বান্ধিয়া মান্দাস খানি
যথা সেই রজকিনী
বেহুলা ধরিল তার পায়।

এ হেন সুন্দরী বড়
কেন মোর পায়ে পড়
ধোপানী বলিছে হায় হায় ॥ ৪০ ॥

যতই কহেন নেত
বেহুলা চরণে তত
মাথার কুন্তল দিয়া কান্দে।

না কান্দ না কান্দ বলি
নেত তারে ধরে তুলি
নিবেদয়ে শোক পরিবন্ধে ॥ ৪৪ ॥

বেহুলা বলেন সতী যদি কর অবগতি
নিবেদিব পূর্ব্বের কাহিনী।
কি কব আমার কথা সায় সদাগর পিতা
নাম মোর বেহুলা নাচনী ॥ ৪৮ ॥
মঙ্গল বিভার রাতি কাল সর্পে খাইল পতি
ছয় মাস ভেসে আসি জলে।
ভাগ্যেতে ছিল যে লেখা তোমার সঙ্গেতে দেখা
পতি পাব তোমা কৃপাবলে ॥ ৫২ ॥
তুমি গো পরমা দেবী তোমার চরণ সেবি
আজি হৈতে তুমি মোর মাসী।
দুঃখ না ভাবিও তুমি শিশুকাল হৈতে আমি
কাপড় কাচিতে ভালবাসি ॥ ৫৬ ॥
শুন নেত সীমন্তিনী কাপড় কাচিতে তুমি
জান কিগো তাহা ভাল মতে।
মনসা মঙ্গল গীত জয়ানন্দ বিরচিত
নায়কের কল্যাণ করিতে ॥ ৬০ ॥

৪৭

বেহুলার কাপড় কাচা

ধরিয়া ধোপানী পায় বেহুলা নাচনী।
বিস্তর বিনয় করি বলে মৃদু বাণী ॥
বেহুলা বলেন নেত তুমি মোর মাসী।
ছ মাসের পথ আমি জলে ভেসে আসি ॥ ৪ ॥
বহু পুণ্যে পাইলাম তব দরশন।
জিয়াইব পতি মোর এই নিবেদন ॥
চরণেতে পড়ে ধনী করে হায় হায়।
জাতি জান ধোপা আমি কেন পড় পায় ॥ ৮ ॥
বেহুলা বলেন মাসী তোর পায়ে পড়।
তোমার বরে আমি কাচিব কাপড় ॥

নেত বলে কাচি আমি দেবতা অম্বর ।
তুমি যে কাচিলে যদি না হয় সুন্দর ॥ ১২ ॥
তবে ত দেবতাগণ দিবে শাপ গালি ।
সহজে সুন্দর বস্ত্র হয় যদি কালি ॥
বেহুলা বলেন মাসী আমি ভাল জানি ।
কাপড় কাচিতে মোরে দেহ একখানি ॥ ১৬ ॥
চরণে পড়িয়া তার করিছে ক্রন্দন ।
বেহুলারে দিল নেত কাচিতে বসন ॥
ধোপানী সহিত যায় ত্রিবেণীর ঘাটে ।
বেহুলা কাপড় কাচে সুবর্ণের পাটে ॥ ২০ ॥
ধোপানী কাপড় কাচে ক্ষার আর খোলে ।
বেহুলা কাপড় কাচে শুধু গঙ্গা জলে ॥
ধোপানী কাপড় কাচে কাঁচড়ার ফুল ।
বেহুলা কাপড় কাচে সূর্য সমতুল ॥ ২৪ ॥
দুই জনা কাপড় কাচা শুকাইতে দিল ।
বেহুলার বস্ত্রখানি উজ্জ্বল হইল ॥
কাপড় কাচিয়া নেত অবসান বেলা ।
বেহুলারে সঙ্গে করি সুরপুরে গেলা ॥ ২৮ ॥

৪৮

নেতা কর্তৃক সভায় ধৌত বস্ত্র প্রদান

বেহুলারে লুকাইল চিন্তিয়া উপায় ।
বস্ত্র দিতে নিতে যায় দেবতা সভায় ॥
কুবের বরুণ যম দশ দিকপাল ।
প্রবল প্রচণ্ড যত প্রবল বেতাল ॥ ৪ ॥
রবি শশী হুতাশন দেবগণ যত ।
দেবতা সবার বস্ত্র যোগাইল নেত ॥
সে দিন সুন্দর বস্ত্র দেখি দেবগণ ।
ধোপানীরে জিজ্ঞাসেন দেব ত্রিলোচন ॥ ৮ ॥

এতদিন কাচ তুমি দেবতা অম্বর।
আজি কেন দেখি সব পরম সুন্দর ॥
রজকিনী বলে আমি নিবেদিব কি।
মোর বাটী আসিয়াছে মোর বহিন ঝি ॥ ১২ ॥
খান কত বস্ত্র আজি কাচিয়াছে তিনি।
দেব সভায় এত কথা কহে রজকিনী ॥
মহেশ বলেন নাহি দেখি এতদিন।
তোমার বোনঝি মোর হইল নাতিন ॥ ১৬ ॥
দেবতা সভায় আন দেখিব কেমন।
ধোপানী এ কথা শুনি করিল গমন ॥
নেত বলে শুন বলি বেহুলা যুবতী।
ক্ষমানন্দ বিরচিল মধুর ভারতী ॥ ২০ ॥

৪৮

নেতার সহিত বেহুলার দেবসভায় গমন

যেখানে বেহুলা রাঁড়ী তথায় গেল নেত।
বেহুলারে শিখাইল উপদেশ কত ॥
দেবতা সভায় যাবে বেহুলা নাচনী।
তুমি যে নাচিতে জান আমি ভাল জানি ॥ ৪ ॥
দেবতা সভায় নৃত্য করিতে সুন্দরী।
মধুর মৃদঙ্গ তবে নিল কক্ষে করি ॥
সুরপুরে নৃত্য করে বড়ই রসাল।
দেখিয়া সকল দেব বলে ভাল ভাল ॥ ৮ ॥
বেহুলার নৃত্য গীত দেবগণে মোহে।
মনসার পাদপদ্মে ক্ষমানন্দ কহে ॥

দেবসভায় বেহুলার নৃত্য

দেবতা সভায় গিয়া মৃদঙ্গ মন্দিরা লইয়া
নৃত্য করে বেহুলা নাচনী।
যতেক দেবতা দেখি যেন মত্ত হয়ে শিখী
গায় যেন কোকিলের ধ্বনি ॥ ৪ ॥
ঘন ঘন তালে বাজে অঞ্চলে বয়ান ঢাকে
হাসি হাসি বদন দেখায়।
মুখে গায় মিষ্ট বোল খদির কাষ্ঠের খোল
তাথই তাথই ঘন বায় ॥ ৮ ॥
আগুতে পেছুতে গিয়া নাচে ঘন পাক দিয়া
চরণেতে বাজিছে ঘুঙুর।
নবীন কোকিল যেন অহরহ ঘন ঘন
মুখে গায় বচন মধুর ॥ ১২ ॥
একপাশে থাকি নেত দেখে নৃত্য অবিরত
ভাল নাচে বেহুলা নাচনী।
মুখে মৃদু মৃদু হাসি ক্ষণে উঠি ক্ষণে বসি
যেন দেখি ইন্দ্রের নটিনী ॥ ১৬ ॥
করে কাংস্য করতাল বলে ধনী ভাল ভাল
কটিতে কিঙ্কিণী ঘন বাজে।
আসিয়া ইন্দ্রের কাছে বেহুলা নাচনী নাচে
প্রাণপতি জিয়াবার কাজে ॥ ২০ ॥
থেকে থেকে পদ ফেলে মরাল গমন চলে
মুখ জিনি পূর্ণিমার শশী।
খদির কাষ্ঠের খোল বেহুলার মিষ্ট বোল
মোহ গেল যত স্বর্গবাসী ॥ ২৪ ॥
একদৃষ্টে দেবগণ সবে করে নিরীক্ষণ
বেহুলা নাচেন সুরপুরে।

নাহি হয় তাল ভঙ্গ মনে বড় বাড়ে রঙ্গ
প্রমত্ত ময়ূরী যেন ফিরে ॥ ২৮ ॥
রঙ্গে ভঙ্গে হস্ত নাড়ে ত্রিভঙ্গ হইয়া পড়ে
এইরূপে নাচে বিনোদিনী।
নৃত্যগীতে মন মোহে যতেক দেবতা কহে
ভাল নাচে বেহুলা নাচনী ॥ ৩২ ॥
দেবতা সভায় শিব জিজ্ঞাসেন দিয়া দিবা
বেহুলার পূর্ব পরিচয়।
কেন নাচ সীমন্তিনী কোন দেশ-নিবাসিনী
সত্য কহ না করিহ ভয় ॥ ৩৬ ॥
হেন প্রশ্ন শুনি বামা নৃত্য-গীতে দেয় ক্ষমা
দেবতা সভায় কহে কথা।
মনসামঙ্গল গীত ক্ষমানন্দ বিরচিত
নায়কেরে হও বরদাতা ॥ ৪০ ॥

৫০

বেহুলার পরিচয় প্রদান

দেবতা সভায় বলে বেহুলা নাচনী।
শুন শুন দেব সব আমার কাহিনী ॥
যদি মোরে জিজ্ঞাসিলে ত্রিদিব ঠাকুর।
চাঁদ সদাগর হয় আমার শ্বশুর ॥ ৪ ॥
সনকা শাশুড়ী মোর লখিন্দর পতি।
তাঁর সনে বিভা হৈল পূর্ণিমার রাতি ॥
তাঁর সনে বিভা হৈল তার বাপ।
মনসা সহিত বাদ করে তার বাপ।
বিভা-দিনে নাথেরে খাইল কাল সাপ ॥ ৮ ॥
তখনি মরিল প্রভু কালিনীর বিষে।
জলে ভেসে আসি তাঁর জীবনের আশে ॥
যতেক দেবতা যদি করহ কল্যাণ।
পুনরপি মোর পতি পায় প্রাণদান ॥ ১২ ॥

যার সনে বিষহরী করেন বিবাদ।
কেবা তারে দিতে পারে অভয় প্রসাদ ॥
মনসা বিহনে তার নাহি প্রতিকার।
মনে মনে মন্ত্র তুমি জপ মনসার ॥ ১৯ ॥
হরের বচনে বলে দেবগণ যত।
মনসারে আনিবারে যাও তুমি নেত ॥
বেহুলার পূর্ণ কর মন-অভিলাষ।
জগাতীর পূজা হউক জগতে প্রকাশ ॥ ২০ ॥
এতেক শুনিয়া নেত করিল গমন।
সিজুয়া শিখরে গিয়া দিল দরশন ॥
অমর নগর তুল্য সিজুয়া অচল।
নির্জনে আছিল সেথা জগাতী মঙ্গল ॥ ২৭ ॥
সেখানে যাইয়া নেত করে নিবেদন।
দেবতা সভায় তোমা ডাকে দেবগণ ॥
এত শুনি বলিলেন আস্তিকের মাতা।
কি কারণে ডাকিছেন যতেক দেবতা ॥ ২৮ ॥
বিরচিল ক্ষমানন্দ মধুর ভারতী।
নায়কেরে রক্ষা কর জননী জগাতি ॥

৫১

দেবসভায় মনসার আগমন

দেবতা সভায় নাচে গায় রজকিনী।
কি কারণে নাচে গায় আমি নাহি জানি ॥
দেবতা সভায় গিয়া শুনিবে আপনি।
এই নিবেদন করি শুনগো ব্রাহ্মণী ॥ ৪ ॥
মনসা মনেতে জানে বেহুলার কথা।
মনসা বলেন আমি নাহি যাব তথা ॥
ধোপানী ধরিয়া কান্দে মনসার পায়।
অবশ্য যাইবে মাতা দেবতা সভায় ॥ ৮ ॥

সখীর বচন দেবী এড়াতে না পারে।
অমর সভায় মাতা চলিল সত্বরে ॥
মনসারে দেখি সবে করিল আদর।
সিংহাসনে বসাইল সভার ভিতর ॥ ১২ ॥
হেনকালে বেহুলা দেবীর ধরে পায়।
ছয় মাস ভাসি আসি তোমার কৃপায় ॥
বেহুলায় দেখিয়া দেবী হেঁট কৈল মাথা।
হাসিতে লাগিল দেখি যতেক দেবতা ॥ ১৬ ॥
মহেশ তাহারে তবে করেন জিজ্ঞাসা।
কি কারণে লখিন্দর খেয়েছ মনসা ॥
চাঁদের সহিত তোমার কিসের বিবাদ।
বিভা-দিনে পুত্র মরে এ বড় প্রমাদ ॥ ২০ ॥
বিষম দারুণ শোক দিতে যুক্তি নয়।
তুমি যদি বাদী হও কে হবে সদয় ॥
লখিন্দরে জিয়াইয়া দেহ পুনর্বার।
জগতে তোমার পূজা হইবে প্রচার ॥ ২৪ ॥
এতেক বলিল যদি দেব ত্রিপুরারি।
কপট চাতুরী করেন জয় বিষহরী ॥
কি কারণে দেব সবে বল এতগুলা।
কেবা জানে চাঁদবেনে কে জানে বেহুলা ॥ ২৮ ॥
কোন কালে কার সঙ্গে নাহি করি হট।
বেহুলা বলেন মাতা না কর কপট ॥
মঙ্গল বিভার রাতি লোহার বাসরে।
কালসর্প খাইল মোর কান্ত লখিন্দরে ॥ ৩২ ॥
সাপের সাপুড়ে হাতে সুবর্ণের কাঁতি।
তিন নাগ বন্দী হৈল প্রহর তিন রাতি ॥
এ কালনাগিনী দেবীর তোমার আদেশে।
মোর প্রাণনাথে খাইল নিশি অবশেষে ॥ ৩৬ ॥
নাগিনী পলাইতে মারি সুবর্ণের কাঁতি।
কালীর পুচ্ছটি আছে আমার সংহতি ॥

সাপের সাপুড়ে রাখা দেবতা সভায় ।
ঢাকন খুলিয়া তাহা বেহুলা দেখায় ॥ ৪০ ॥
বজ্রবাজ উদয়কাল আর কালদন্ত ।
এ তিন ভুজঙ্গ তারা বিষম দুরন্ত ॥
সাপের সাপুড়ে দেখি দেবগণ কয় ।
মনসা যে লখাইরে খাইয়াছে নিশ্চয় ॥ ৪৪ ॥
মনসা বলেন ভাল আমি নাহি জানি ।
সুন্দর লখায়ে তবে খাইল কোন্ ফণী ॥
বেহুলা ধরিয়া কান্দে মনসার পায় ।
যতেক ভুজঙ্গে ডাকো দেবতা সভায় ॥ ৪৮ ॥
কালিনীর কাটা পুচ্ছ জোড়া যদি লাগে ।
সেই সে খাইয়াছে পতি নিবেদন আগে ॥
এত শুনি বিষহরী ডাকিল ভুজঙ্গ ।
বেহুলার মনে মনে বাড়ে বড় রঙ্গ ॥ ৫২ ॥
আইল যতেক ফণী না আইল কালিনী ।
বেহুলা বলে আমি খণ্ডকপালিনী ॥
ছাড়িয়া কপট মাতা হও গো সদয় ।
জিয়াইব দেহ স্বামী সাধুর তনয় ॥ ৫৬ ॥
অবশেষে কালিনীরে ডাকে মহামায়া ।
কালিনীর কাটা পুচ্ছ জোড়া লাগে গিয়া ॥
বেহুলা বলেন শুন সর্বদেবগণ ।
আমার প্রাণের পতি খাইল কোন্ জন ॥ ৬০ ॥

৫২

বেহুলার প্রার্থনা

চণ্ডিকা দেখিল যত মনসার কাজ ।
শিবের সাক্ষাতে দেয় মনসারে লাজ ॥
তেঁই বল বিশ্বনাথ তব কন্যা সতী ।
বিবাহের রাত্রে কেন খাইল উহার পতি ॥ ৪ ॥

তোমার সেবক হয় চাঁদ সদাগর ।
লোহের বাসরে তার পুত্র লখিন্দর ॥
তার মধ্যে যায় গিয়া মনসার আগে ।
হেঁটমুণ্ড করে আছে কোন্ অনুরাগে ॥ ৮ ॥
দেবতা সভায় দেবী হইল অপমান ।
বেহুলার তরে তারে করয়ে বাখান ॥
শুনহ বেনিয়া বেটী বেহুলা নাচনী ।
তোর শ্বশুর বলে মোরে চেঙমুড়ী কানী ॥ ১২ ॥
মোর সনে বাদ করে রাখিয়াছে ধারী ।
হাতে করি লইয়া ফেরে হেতালের বাড়ী ॥
শাক রাখা চেলাকেলা দশহরা আর ।
মনসার পূজা মানা প্রতি ঘরে ঘর ॥ ১৬ ॥
না করে আমার পূজা চাঁদ সদাগরে ।
সদাই দুর্বাক্য কহে প্রাণে যত পারে ॥
ছয় পুত্রে খাইলাম ছয় বধূ রাঁড়ী ।
কালিদহে করিলাম সাত ডিঙ্গা বুড়ি ॥ ২০ ॥
তবু নাহি মোর পূজা করে সদাগর ।
অবশেষে খাইলাম পুত্র লখিন্দর ॥
কেমনে আইলি তুই দেবতা সভায় ।
তোর জন্য আমি পড়ি এতেক লজ্জায় ॥ ২৪ ॥
যতেক দেবতা বলে শুন বিষহরী ।
আর কেন কর মাতা কপট চাতুরী ॥
যার সনে বাদ করি তারে নাহি মারি ।
কেমনে অন্যেরে বধ কর বিষহরী ॥ ২৮ ॥
বেহুলা বলেন মাতা কপট কর দূর ।
করিবে তোমার পূজা আমার শ্বশুর ॥
লখাই তোমার দাস আমি তব দাসী ।
ছয় মাসের পথ আমি জলে ভেসে আসি ॥ ৩২ ॥
প্রাণপতি জিয়াইব সাধিব কামনা ।
পূর্ণ মনের বাসনা ॥

মনসা কর্তৃক লখিন্দরের প্রাণদান

সুরপুরে ছিলেন যতেক সুরাসুর ।
মনসায় সবে বলে কোপ কর দূর ॥
দেবতা সভায় দেবী পাইয়া অপমান ।
ক্ষমিয়া দাসীর দোষ লখাই জিয়ান ॥ ৪ ॥
যতেক দেবতাগণ দেখে চারিভিতে ।
মনসা চলিল তবে লখাই বাঁচাতে ॥
লখিন্দরে বেড়ি দিল কাপড় কাণ্ডার ।
সম্মুখে রাখিল দেবী অস্থির ভাণ্ডার ॥ ৮ ॥
যেখানে যা লাগে তার অস্থি প্রতিখানি ।
পদ্মহস্ত দিয়া দেবী জোড়েন আপনি ॥
মুখমণ্ডল নয়ন হইল দুই শ্রুতি ।
হস্ত পদ হৈল তার সুগঠন মূর্তি ॥ ১২ ॥
ছয় মাসের পচা মড়া জলে ভেসে গেছে ।
কালিনী সর্পের বিষ তবু তাতে আছে ॥
ধড়ে প্রাণ নাহি যেন চিত্রের পুত্তলি ।
মনসা ঝাড়েন তারে মহামন্ত্র বলি ॥ ১৬ ॥
কি কর শিমূলডালি ধুকরিয়া কঙ্ক ।
মোর পুত্রে হইয়াছে সাপিনীর ডঙ্ক ॥
সাপিনী ধরিয়া খাও বিষহরী বলে ।
কঙ্ক স্মরণে বিষ থিকি থিকি উলে ॥ ২০ ॥
হাড় মাংস রক্তে বিষ হাড়ে কর বাসা ।
খেদারিয়া দেহ বিষ বলেন মনসা ॥
বিষেরে বিষম ডাক দিল মত্ত শিখী ।
ময়ূর স্মরণে বিষ নামে থিকি থিকি ॥ ২৪ ॥
বেজি বলে আয় বিষ তোরে আমি কাটি ।
কালিনীর কালকূট মোরে দেহ ভাটি ॥

পাতিয়া যুগল কর মাগেন গরল।
মনসার মন্ত্রে বিষ ফুঁকে হইল জল ॥ ২৮ ॥
লখাই নির্বিষ হৈল মনে মনে জানি।
তবে মন্ত্র মনে কৈল মৃতসঞ্জীবনী ॥
মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রে প্রাণ সঞ্চারিল।
নিদ্রা ভঙ্গ হইল যেন লখিন্দর জিল ॥ ৩২ ॥
প্রাণদান পাইয়া বইসে মনসার কোলে।
কাপড় কাণ্ডার দেবী দূরে টেনে ফেলে ॥
লখাই বাঁচিল দেখি যত দেবগণ।
মনসার মহিমা বাড়াল সর্বজন ॥ ৩৬ ॥
প্রাণনাথ জিল যদি দেখিল বেহুলা।
মনসা নিকট স্তব করিতে লাগিলা ॥
ক্ষমানন্দ বিরচিল দেবী পদে মতি।
হরি হরি বল সবে মধুর ভারতী ॥ ৪০ ॥

৫৪

বেহুলা কর্তৃক মনসার স্তব

যদি জিল প্রাণনাথ করিয়া যুগল হাত
দাণ্ডাইল দেবীর সম্মুখে।
বেহুলা বিনয়ে বলে মনসার পদতলে
পূজ্যা তুমি নিত্যস্বর্গলোকে ॥ ৪ ॥
আমি কি করিব স্তব তোমার সৃজন সব
জল স্থল স্থাবর আকাশ।
সত্ত্ব রজঃ তমোগুণে মনেক্ষেপা মনে মনে
সৃজন পালন হেতু নাশ ॥ ৮ ॥
বিধি হর পুরন্দর তব তত্ত্ব নিরন্তর
অন্তরে সদাই ভাবে মনে।
ত্রিপুর তোমার রূপে মোহিলা অনঙ্গ কূপে
হবে ছিলে সরসিজ-বনে ॥ ১২ ॥

তুমি গো পুরুষ নারী
তুমি কাল সহচরী
সনাতনী সবাকার মাতা।
কীর্ত্তি সহস্রমুখে
স্তবন করিল যাকে
যার গুণ অগোচর ধাতা ॥ ১৬ ॥

আস্তিক মুনির মাতা
বাসুকি তোমার ভ্রাতা
বসুমতী যাহার মাথায়।
আকাশ পাতাল তুমি
নিস্তার কারণ তুমি
লয় হয় তোমার কথায় ॥ ২০ ॥

সুমতি কুমতি যত
তোমার মাথায় সেত
চারিবেদে তোমার মহিমা।
মহামায়া মহামন্ত্র
সকলি তোমার তন্ত্র
ত্রিলোক না দিতে পারে সীমা ॥ ২৪ ॥

আমি অতি মূঢ়মতি
না জানি ভকতি স্তুতি
কি বলিব তোমার চরণে।
কত জন্ম পুণ্য ছিল
শুভ দিন আজি হইল
ধন্য ধন্য আমার জীবনে ॥ ২৮ ॥

দেবী পদে করি স্তুতি
বলে সতী ভাগ্যবতী
আজি হইল জীবন সকল।
ছয়মাস মরে ছিল
আজি মোর প্রভু জিল
আপনি হরিলা হলাহল ॥ ৩২ ॥

ব্রহ্ম মহেশের ঝি
শুন তোরে নিবেদি
করি মাগো এই স্তুতি বাণী।
আপনার গুণে মায়া
দিলে গো চরণে ছায়া
কৃপা করি ভুজঙ্গ জননী ॥ ৩৬ ॥

তোমার কঠিন কর্ম
একা কায়া দুই জন্ম
প্রভু প্রাণ দেখি যে নয়নে।
ছয় মাস ভাসি জলে
আইলাম পদতলে
স্তুতি করি তোমার চরণে ॥ ৪০ ॥

ছয় মাসের পচামড়া
অস্থি আর মাংস ছাড়া
ত্রাণে যার প্রাণ নহে স্থির।

হেন মড়া লখিন্দরে দেবী মনসার বরে
পুনঃ ধরে সুন্দর শরীর ॥ ৪৪ ॥
দেখিয়া দেবতা সব মনসারে করে স্তব
ধন্য ধন্য জয় বিষহরী।
বেহুলা প্রভুর কাছে ভ্রূকুটি করিয়া নাচে
দেখি যেন স্বর্গ বিদ্যাধরী ॥ ৪৮ ॥
যেখানে লখাই ছিল তথা পুষ্পবৃষ্টি হইল
সুরপুরে দুন্দুভি বাজনা।
মনসা মঙ্গল গীত ক্ষমানন্দ বিরচিত
পুরা দেবী মনের বাসনা ॥ ৫২ ॥

৫৫

জালু মালুর প্রতি মনসার আদেশ

প্রাণনাথ জিল যদি দেখিল বেহুলা
মৃদঙ্গ মন্দিরা লয়ে নাচিতে লাগিলা ॥
তা থেই তা থেই পদ ফেলিতে লাগিলা।
বলে পতির মালাই চাকি বোয়ালে খাইলা ॥ ৪ ॥
সে কারণে প্রভু মোর দাণ্ডাইতে নারে।
বিশ্বমাতা জিজ্ঞাসিল বেহুলার তরে ॥
রাঘব বোয়াল মৎস্য চরে কো'ন্ জলে।
জেলে মালা দুই দাসে বিষহরী বলে ॥ ৮ ॥
শুন শুন দুই দাস শুন দুই ভাই।
রাঘব বোয়াল ধরে আন মোর ঠাঁই ॥
সাজ শন্ বুন গিয়া সাজ হবে গাছ।
সাজ তায় জাল বুনে ধর গিয়া মাছ ॥ ১২ ॥
বিষহরী আজ্ঞায় তখন জেলে মালে।
লাঙ্গল জুড়িয়া সাজ শন্ বুনে ফুলে ॥
সাজ গাছ বাহির হইল দেবীর কৃপায়।
সাজ সেই শন্ গাছে জলেতে পচায় ॥ ১৬ ॥

সাজ তার সুতা কাটে সাজ জাল বুনে।
রাঘব বোয়ালে ধরিতে গেল দুইজনে॥
খণ্ডন না গেল তার বেহুলার গালি।
জেলেদের জালে বন্দী হইল বোয়ালি॥ ২০॥
রাঘব বোয়াল লৈয়া চলে সুরপুরী।
বেহুলার সতিত্বের যথা বিষহরী॥
লখার মালাই চাকি মৎস্যের উদরে।
সুবর্ণের ছুরি দিয়া তার পেট চেরে॥ ২৪॥
লখাই মালাই চাকি জোড়া দিল পায়।
সর্বাঙ্গ সুন্দর লখাই উঠিয়া দাঁড়ায়॥
খর্জুরের পত্র দিয়া বেহুলা নাচনী।
বোয়াল মৎস্যের পেট জুড়েন আপনি॥ ২৮॥
আর নাচে আর গায় মাগে আর বর।
ক্ষমানন্দ বিরচিল দেবীর কিঙ্কর॥

৫৬

মনসার যমালয়ে গমন ও সাধুর ছয় পুত্র উদ্ধার

লখাই বাজায় খোল বেহুলা নাচনী।
মনসার কাছে রঙ্গে নাচেন আপনি॥
মনসার মন মোহে বেহুলার গীতে।
পুনর্বার সদয় হইল বর দিতে॥ ৪॥
আমি তোরে ভাল জানি সায়বেনের বেটী।
কিসের কারণে আর নাচ পরিপাটী॥
বেহুলা বলেন মাতা কোপ-কর দূর।
জিয়াইব দেহ মোর ছয়টি ভাশুর॥ ৮॥
এত শুনি বিষহরী হইল সদয়।
তাহাদের উদ্ধারিতে গেল যমালয়॥
যমের পুরীতে তারা করে নানা খেলা।
হেনকালে বিষহরী যমালয়ে গেলা॥ ১২॥

মনসা দেখিয়া যম জিজ্ঞাসিল কথা।
কোন কার্যে মোর পুরী আইলে বিশ্বমাতা ॥
মনসা বলেন যম শুন সাবধানে।
আমার বিবাদ ছিল চাঁদবেনের সনে ॥ ১৬ ॥
তার ছয় পুত্রে মারি ডুবাইয়া জলে।
তোমার পুরেতে তারা আছয়ে সকলে ॥
আমি তাদের প্রাণ দিব করিয়া কল্যাণ।
মা বাপের সদনে যাক পাইয়া পরাণ ॥ ২০ ॥
কর জুড়ি কহে যম শুন বিষহরি।
তোমার আদেশ মাতা লঙ্ঘিতে না পারি ॥
লও সাধু-পত্র সবে না করিব মানা।
বেহুলার পূর্ণ কর মনের বাসনা ॥ ২৪ ॥
এতেক বলিয়া তবে যম মহাশয়।
আনি দিল ছয় পুত্রে ছিল যমালয় ॥
মনসা করিল তাহা সবারে উদ্ধার।
ক্ষমানন্দ বিরচিল দেবীর কিঙ্কর ॥ ২৮ ॥

৫৭

সদাগরের ডিঙ্গা উদ্ধার ও বেহুলার দেশে

আর বার নাচে গায় বেহুলা নাচনী।
আর এক বর মোরে দিবে ঠাকুরানী ॥
সাত ডিঙ্গা শ্বশুরের ডুবাইলা জলে।
কালীদহে ডিঙ্গা সহ ডুবিল সকলে ॥ ৪ ॥
এক নিবেদন করি তোমার চরণে।
চৌদ্দ ডিঙ্গা হোক মাতা এই নিবেদনে ॥
মনসা বলেন আমি দিলাম এই বর।
সাত ডিঙ্গা ধন দিলাম সাত ডিঙ্গা ভর ॥ ৮ ॥
...মার শ্বশুর যদি বিপরীত বুঝে।
... না পুজে ॥

তোর পতি জিয়াইলাম সুন্দর লখাই ।
তোমা হৈতে পূজা পাব চাঁদবেনের ঠাঁই ॥ ১২ ॥
পতি সঙ্গে করি তুমি যাও নিজ ঘরে ।
এবার হতে চাঁদবেনে মোর পূজা করে ॥
বেহুলা বলেন মাগো কর অবগতি ।
ছয় ভাণ্ডর জিয়াইল লখিন্দর পতি ॥ ১৬ ॥
ক্ষমহ যতেক পূর্বে কৈল অপরাধ ।
সদয় হইয়া মোরে করিবা প্রসাদ ॥
আমার শ্বশুর যদি বিপরীত বুঝে ।
এতেক পাইয়া যদি তোমারে না পূজে ॥ ২০ ॥
তবে ত করিব ক্ষমা আপনার মান ।
নিশ্চয় করিব মাতা না করিব আন ॥
সত্য সত্য তিন বার বলেন বিষমাতা ।
শুনহ দেবতাগণ বেহুলার কথা ॥ ২৪ ॥
করিবে আমার পূজা চাঁদ সদাগর ।
সুখ্যাতি আমার যেন গায় সুর নর ॥
বেহুলা নাচনী বড় আনন্দিত মতি ।
ছয় ভাণ্ডর চড়ে ডিঙ্গায় লখিন্দর পতি ॥ ২৮ ॥
নৌকায় সকল জিল বহিত্র কাণ্ডারী ।
পরিতোষে বর দান দিল বিষহরী ॥
দেবতার কাছে রামা হইল বিদায় ।
অষ্টাঙ্গে প্রণামে কৈল মনসার পায় ॥ ৩২ ॥
চৌদ্দ ডিঙ্গায় চৌদ্দ জন বসিল কাণ্ডারী ।
এক ডিঙ্গায় লখিন্দর বেহুলা সুন্দরী ॥
ছয় ডিঙ্গায় বেহুলার ছয়টি ভাণ্ডর ।
সাধুর পুত্র সাধু যেন ডিঙ্গায় ঠাকুর ॥ ৩৬ ॥
আগে পাছে চৌদ্দ ডিঙ্গা ধরিল উজান ।
ক্ষমানন্দ বলে সাধু বড় ভাগ্যবান ॥

২৯

চৌদ্দ ডিঙ্গার প্রত্যাবর্তন

প্রথমে ত্রিবেণী যায় বাহি চৌদ্দ ডিঙ্গা।
গেঁঠ্যায় গাবর বাহে বাজে রণশিঙ্গা ॥
বাহ বাহ বলি ঘন ডাকিছে কাণ্ডারী।
অতি বেগে ত্রিবেণী পশ্চাৎ কৈল তরী ॥ ৪ ॥
আগের ডিঙ্গায় তার ছয়টি ভাণ্ডার।
তারা নিত্য বাহি ডিঙ্গা আইল বৈদ্যপুর ॥
প্রত্যক্ষ উজান জল নারিকেল ডাঙ্গায়।
মৃন্ময়ী বিষহরী আছেন তথায় ॥ ৮ ॥
চৌদ্দ ডিঙ্গা লইয়া তথা বেহুলা নাচনী।
নারিকেল ডাঙ্গায় পূজে হরের নন্দিনী ॥
কল্যাণ করিল তারে দেবী বিষহরী।
হাসন-হাটির হাটে উত্তরিল তরী ॥ ১২ ॥
বেহুলার ডিঙ্গা ভাসে গাঙ্গুড়ের জলে।
পূর্ব্বের দুঃখ বেহুলা প্রভুরে বলে ॥
বোয়ালিয়া বলি নাম বেহুলা থুইয়া।
জাগুলে বাহিয়া যায় চৌদ্দ ডিঙ্গা লৈয়া ॥ ১৬ ॥
তবে বাঁয়ে থুইল সেই সিঁথার সিন্দুর।
বাহিয়া শৃগাল ঘাটা গেলা বহু দূর ॥
যে ঘাটে মড়ার অঙ্গে পড়িল মেছেতা।
প্রাণনাথে বেহুলা কহিল পূর্ব্বকথা ॥ ২০ ॥
মাছেশ্বর বলিয়া তাহার নাম দিয়া।
পরে গেলা গোদাঘাটে বাহিয়া বাহিয়া ॥
প্রভুরে কহিল পূর্ব গোদার কাহিনী।
গোদাঘাট তার নাম থুইল সীমন্তিনী ॥ ২৪ ॥
মৃন্ময়ী বিষহরী কেতুয়ার কমলা।
সে ঘাট বাহিয়া যায় সুন্দরী বেহুলা ॥

জগাতী হুহুর ঘাটা পশ্চাৎ করিয়া ।
হরষেতে যায় রামা চৌদ্দ ডিঙ্গা লইয়া ॥ ২৮ ॥
বাহ বাহ বলি ডাকে বাহিরের কাণ্ডারী ।
বাহিয়া লইয়া চলে বেশেতে সুন্দরী ॥
দিবানিশি বাহি যায় না করি বিশ্রাম ।
গঙ্গাপুর পশ্চাৎ করি আইল বর্ধমান ॥ ৩২ ॥
বহিত্র কাণ্ডারী বাহে বাঁকা দামোদর ।
বেহুলা নাচনী বড় হরিষ অন্তর ॥
বাহিয়া গোবিন্দপুর অতি বেগে যায় ।
লখিন্দরে বেহুলা বসিয়া এক নায় ॥ ৩৬ ॥
রজনীতে বহিয়া ডিঙ্গা গেল নব দণ্ড ।
আই হুবরাজপুরে বেলা দুই দণ্ড ॥

৫৯

বেহুলার পিত্রালয় গমনের প্রস্তাব

লখার দ্বিগুণ রূপ দেবীর কৃপায় ।
বেহুলা সাবিত্রী যায় মনসা তলায় ॥
মনমত বর পেয়ে জিয়াইল পতি ।
হাসিয়া লইয়া আইল পতিব্রতা সতী ॥ ৪ ॥
নগর নিকটে আইল ঘাটে চাঁপাতলা ।
হেনকালে প্রাণনাথে কহেন বেহুলা ॥
বেহুলা বলেন শুন সুন্দর লখাই ।
তোমারে লইয়া যবে জলে ভেসে যাই ॥ ৮ ॥
মেলানির ভার লইয়া তিন সহোদর ।
আমা নৈতে এসেছিল করিয়া আদর ॥
ফিরিয়া গেলেন তারা আমার এ বোলে ।
মেলানির ভার পোঁতা আছে চাঁপাতলে ॥ ১২ ॥
পূর্ব কথা মনে ভাল হইল আমার ।
আছে কি না আছে দেখি মেলানির ভার ॥

কোদালি করিয়া মাটি কাটিল কাণ্ডারী ।
নানা দ্রব্য তোলে তার বেহুলা সুন্দরী ॥ ১৬ ॥
চিপিটক মুড়কি আর উত্তম সন্দেশ ।
রসাল পানের বিড়া জোগাদি বিশেষ ॥
ডাগর খালের নাড়ু চিনি চাঁপাকলা ।
গর্ত হইতে নানা দ্রব্য তুলিল বেহুলা ॥ ২০ ॥
সুবিচিত্র নানা দ্রব্য দিয়াছিল যায় ।
প্রবাল মুকুতার হার নানা দ্রব্য তায় ॥
সুবর্ণ চিরুনি ভাল আঁচড়িবার চুলি ।
রসাল গুবাক তাহে ছিল কতগুলি ॥ ২৪ ॥
ছয় মাস ছিল দ্রব্য মৃত্তিকা ভিতর ।
নাহি পচে নাহি সড়ে পরম সুন্দর ॥
বেহুলা কেবলমাত্র মনসার দাসী ।
তেকারণে নানা দ্রব্য ছিল অভিলাষী ॥ ২৮ ॥
তুলিয়া সে সব দ্রব্য স্নান দান করি ।
লখাই বেহুলা পূজে জয় বিষহরি ॥
দেবীরে প্রণাম করি জুড়ি দুই কর ।
তবে স্নান করাইল ছয়টি ভাশুর ॥ ৩২ ॥
সেই যে মেলানি তার চিনি চাঁপকলা ।
সবাকারে কিছু কিছু দিলেন বেহুলা ॥
চিপিটক মুড়কি তারা হরষেতে খায় ।
ক্ষমানন্দ বিরচিল মনসার পায় ॥ ৩৬ ॥

৬০

বেহুলার পিত্রালয়ে গমন

তুলিয়া মেলানি তার যত দ্রব্য উপহার
বেহুলা দিলেন সবাকারে ।
মা বাপে পড়িল মনে উচ্চৈঃস্বরে সেইখানে
বিস্তর কান্দেন শোকাতুরে ॥ ৪ ॥

বাড়ে বড় মনস্তাপ
জননী আমার সে অবলা।
বিভার দিবস দিনে   নাহি দেখি ইহা বিনে
বড় অভাগিনী যে বেহুলা ॥ ৮ ॥
আছে মোর ছয় ভাই   ছয় মাস দেখি নাই
শোকে প্রাণ ধরণে না যায়।
শুন হে প্রাণের পতি   যদি দেহ অনুমতি
ছলনা দেখিব গিয়া যায় ॥ ১২ ॥
যাইব তথা ছদ্মবেশে   থাকিব তোমার পাশে
ফিরে আসি দিব পরিচয়।
শঙ্করে পুজিবে বাদি   জয় দেবী বিষহরি
যিনি কৈল পালন প্রলয় ॥ ১৬ ॥
না দেখিয়া প্রাণ কাটে   বহিত্র বাধিয়া ঘাটে
আগে সে দেখিব বাপ মায়।
তথা হৈতে আসি তবে   নিজ পরিজন সবে
পরিচয় চিন্তেন উপায় ॥ ২০ ॥
হরিবে পরম নিধি   যদি মিলাইল বিধি
হরি হরি বিধাতার মায়া।
মরিয়া পাইলে প্রাণ   পূর্ব শাপে পরিত্রাণ
পুনরপি দেবী কৈল দয়া ॥ ২৪ ॥
লখার ভাঙ্গিল ভ্রম   পুনরপি পাইল জন্ম
বেহুলায় প্রবোধিয়া কয়।
এরূপ যৌবন বেশে   তোমার পিতার দেশে
গেলে যদি পায় পরিচয় ॥ ২৮ ॥
তবে সে আস্থিতে আর   নাহি দিবে পুনর্বার
তবে হইবে কেমন উপায়।
নিজ বেশ পরিহর   যোগিনীর বেশ ধর
বিভূতি ভূষণ মাখা গায় ॥ ৩২ ॥
বেহুলা প্রভুর বোলে   নানা আভরণ ফেলে
করে রামা যোগিনীর বেশ।

রক্ত বস্ত্র করি পরে শ্রবণে কুণ্ডল ধরে
জটা কৈল মস্তকের কেশ ॥ ৩৬ ॥
ধবল দশন পাঁতি অঙ্গেতে শোভে বিভূতি
ত্যজিয়া গলার সাতনরী ।
বিভূতি মাখিয়া গায় ছলিবারে বাপ মায়
যোগিনী হইলা যে সুন্দরী ॥ ৪০ ॥
যাইতে বাপের দেশ ধরিয়া যোগীর বেশ
লখিন্দর যায় তার সাথে ।
শঙ্খের কুণ্ডল কানে যোগী যোগিনী দুজনে
মায়ারূপে থাল কৈল হাতে ॥ ৪৪ ॥
চৌদ্দ ডিঙ্গা ঘাটে থুইয়া যোগী যোগিনী হইয়া
চলিল বেহুলা লখিন্দর ।
রূপে জিনি তিলোত্তমা রক্ত বস্ত্রেতে রামা
আচ্ছাদিল অঙ্গ মনোহর ॥ ৪৮ ॥
গলায় রুদ্রাক্ষ মালা স্কন্ধে ঝুলি হাতে থালা
লখিন্দর চলে যায় আগে ।
বেহুলা যায় পিছু পিছু লজ্জায় না বলে কিছু
মায়ারূপে দোঁহে ভিক্ষা মাগে ॥ ৫২ ॥
শঙ্খ মালা গলে দোলে মুখে শিব শিব বলে
ইহা বিনে অন্য নাহি কথা ।
নগর নিছনি গ্রাম সায় সদাগর নাম
তিনি বেহুলার জন্মদাতা ॥ ৫৬ ॥
যোগী হইয়া দুইজনে প্রফুল্ল হইয়া মনে
দিতে নিজ পূর্ব পরিচয় ।
মনসামঙ্গল গীত ক্ষেমানন্দ বিরচিত
নায়কের হইবে সদয় ॥ ৬০ ॥

৬১

নিছনি গ্রামে লখিন্দর ও বেহুলার ভিক্ষা

হের ওগো বিষহরি জগৎ-জননী ।
ভিক্ষা মাগে পতি সহ বেহুলা নাচনী ॥
দয়া কর তুমি দেবী দয়া নাহি যাই ।
নিছনি নগরের লোক যেন চিনে নাই ॥ ৪ ॥
বেহুলা লখাই দোঁহে যোগী ও যোগিনী ।
ঘরে ঘরে মাগে ভিক্ষা হৈয়া মায়াবিনী ॥
সবাকার বাড়ি গিয়া শিঙ্গা ধ্বনি করে ।
শিব শিব শব্দ তাদের বদনে নিঃস্বরে ॥ ৮ ॥
থালার উপরে কেও দেয় চাউল কড়ি ।
বেহুলা লখাই ভিক্ষা মাগে বাড়ি বাড়ি ॥
থালে দিতে চাউল কড়ি আচম্বিতে উবে ।
বুঝিতে না পারে কেহ বুলে নানা ভাবে ॥ ১২ ॥
বেহুলার বাপ যিনি সায় সদাগর ।
নগরের মধ্যস্থলে তার বটে ঘর ॥
অপূব ঘরের দ্বার বিচিত্র আকার ।
প্রাচীর প্রচুর বড় চারিদিকে তার ॥ ১৬ ॥
বাটীর ভিতরে ঘর সোনার নিছনি ।
সায় সদাগর তাতে অমলা বেনেনী ॥
বেহুলা নাচনী গেল বাপ মা দেখিতে ।
মায়া বলে কেহ তারে না পারে চিনিতে ॥ ২০ ॥

৬২

মাতার নিকট বেহুলার পরিচয় প্রদান

দুই প্রহর বেলা যখন গগন মণ্ডলে ।
যোগী আর যোগিনী তারা প্রবেশে মহলে ॥
শিব শিব বলি করে উচ্চ শিঙ্গাধ্বনি ।
ঘর হৈতে শুনে তাহা অমলা বেনেনী ॥ ৪ ॥

সুবর্ণের থালায় দিলেন চাউল কড়ি ।
লখাই অন্তর হইল দেখিয়া শাশুড়ী ॥
বিমুখ বণিক বালা পরম লজ্জায় ।
বেহুলা ঈষৎ হাসে পীযুষের প্রায় ॥ ৮ ॥
চাউল কড়ি দেয় রামা যোগিনীর থালে ।
আচম্বিতে উবে তাহা দেবীর অনুবলে ॥
অমলা বেনেনী তখন দেখি এই সব ।
যোগিনীকে জিজ্ঞাসিল করি বহু স্তব ॥ ১২ ॥
সত্য সত্য কহ মোরে শুনগো যোগিনী ।
এ তিন ভুবনে আমি বড় অভাগিনী ॥
তোমারে দেখিয়া শোকে কান্দে মম প্রাণ ।
মোর এক কন্যা ছিল তোমার সমান ॥ ১৬ ॥
না জানি কোথায় গেল মড়া লৈয়া কোলে ।
যোগিনী জন্মালে শোক বেহুলা বদলে ॥
বিশেষ করিয়া মোরে কহ আদ্য মূল ।
থালা দিতে কেন উবে কড়ি আর তণ্ডুল ॥ ২০ ॥
বেহুলা বলেন তুমি কি কর জিজ্ঞাসা ।
যোগী যোগিনী মোরা তরুতলে বাসা ॥
নগরে মাগিয়া খাই হাতে করি থালা ।
সন্ধ্যাকাল হইলে মোরা থাই তরুতলা ॥
ইহা বিনা আর মোরা কিছুই না জানি ।
ইথে কিবা বুঝ তুমি অমলা বেনেনী ॥
অমলা বেহুলা যুগপত্র যে নেহালে ।
দ্বিতী বেহুলা তুমি বেহুলা বদলে ॥ ২৮ ॥
তোমারে দেখিয়া মোর বিদরে হৃদয় ।
বেহুলা লখাই বট দেহ পরিচয় ॥
বেহুলা বলেন মাতা নিবেদিব কি ।
যোগী তোমার জামাই যোগিনী তোমার ঝি ॥ ৩২ ॥
বেহুলা লখাই বটে না কান্দিও আর ।
[illegible] করি যে উদ্ধার ॥

শুনিয়া অমলা কান্দে পাইয়া পূর্ব শোক।
ক্রন্দন শুনিয়া আইল নগরের লোক ॥ ৩৬ ॥
কেন কান্দ শুন বলি অমলা বেনেনী।
কেহ বলে দেশে আইল বেহুলা নাচনী ॥
দেখিয়া শুনিয়া লোকের লাগে চমৎকার।
মৃত লখিন্দর জিয়ে আইল পুনর্বার ॥ ৪০ ॥
কোথাও না দেখি হেন কোথাও না শুনি।
মৃতপতি জিয়াইল বেহুলা নাচনী ॥
শুনিয়া হরিষে আইল সায় সদাগর।
বেহুলার ভাই আইল ছয় সহোদর ॥ ৪৪ ॥
বেহুলারে ধন্য ধন্য করে সর্বলোক।
একদিনে পিতামাতার নিবারিল শোক ॥
অমলা বলিল বেহুলা আইস নিজ ঘরে।
বেহুলা বলেন আমি যাব কোথাকারে ॥ ৪৮ ॥
শুন শুন জন্মদাতা শুনগো জননী।
মোর কান্তে খেয়েছিল দেবীর কালফণী ॥
আমার শ্বশুর তার করে অপমান।
এতদিনে পূজিবেন হইয়া সাবধান ॥ ৫২ ॥
আর কিছু মোরে তবে না কর জিজ্ঞাসা।
পরিচয় শেষে হবে পূজিলে মনসা ॥
যাত্রাকালে প্রণাম করিল বাপ মায়।
হায় হায় করি বামা ধুলায় লুটায় ॥ ৫৬ ॥
কাতর হইয়া কান্দে নগরের লোক।
কেন বা আইলে তবে জাগাইতে শোক ॥
বিনয়ে প্রণতি কৈল পিতার চরণে।
বিদায় হৈল পুরী কান্দয়ে সঘনে ॥ ৬০ ॥
পুনর্বার বেহুলা লখাই দুইজনে।
চাঁপাতলা আইল বণিক্ যেইখানে ॥
বণিকের কাছে গিয়া বেহুলা লখাই।
পরিচয় বুঝি মায়া সৃজিল তথাই ॥ ৬৪ ॥

বেহুলা দেবীর দাসী বুদ্ধির সাগর।
ডাক দিয়া আনাইল কামিলা সত্বর ॥
কামিলারে পান দিল বেহুলা নাচনী।
আমারে গড়িয়া দেহ লক্ষের ব্যজনী ॥ ৬৮ ॥
আমার শ্বশুর চাঁদ সনকা শাশুড়ী।
পরিচয় লিখ তাতে তব পায়ে পড়ি ॥
বেহুলা লখাই লিখ সবাকার শেষে।
আর চিত্র কর সব নগরে নিবসে ॥ ৭২ ॥
কামিলারে দিল আরতি ফল পান।
ক্ষমানন্দ বলে দেবী করহ কল্যাণ ॥

৬৩

লক্ষের ব্যজনী নির্মাণ

বেহুলা আদেশে কামিলা হরিষে
লক্ষের ব্যজনী গড়ে।
অতি সুগঠন তৈল বিচক্ষণ
হেরি শশী ভূমে পড়ে ॥ ৪ ॥
রজত মুকুতা প্রবালাদি গাঁথা
পরশ পাথর তায়।
মকরন্দ লোভে অলিকুল সবে
সদাই গুঞ্জরে গায় ॥ ৮ ॥
কামিলা আপনি গড়িছে ব্যজনী
শুধু সুবর্ণের কাটি।
ব্যজনী দেখিয়া স্থির নহে হিয়া
পবন মানিল ঘাটি ॥ ১২ ॥
ব্যজনী বাতাসে চন্দ্রিকা প্রকাশে
ত্যজিল শীতল রশ্মি।
সোনার ছাটনি সহজে আঁটনি
বিশ্বকর্মা গড়ে রশি ॥ ১৬ ॥

তাহে স্বর্ণ বিন্দু   রচে বিন্দু
কনক কুসুম ফুল ।

তাহা হেন দেখি   করে ঝিকিমিকি
কিবা দিব সমতুল ॥ ২০ ॥

কনক গুণেতে   তার চারিভিতে
বিনোদ বন্ধনে বান্ধে ।

তাহা পৃথিবীতে   ব্যজনী দেখিতে
যেমন কূমেতে কান্দে ॥ ২৪ ॥

দিয়া অপরূপ   সোনার ঝিনুক
সাজে ব্যজনীর বুকে ।

তাহে ঝলমল   রতন কমল
ভাল শোভা চারিদিকে ॥ ২৮ ॥

কিবা মনোহর   দেখিতে সুন্দর
লক্ষের ব্যজনীখানি ।

আর লিখি তায়   বিশেষ উপায়
পূর্ব পরিচয় বাণী ॥ ৩২ ॥

চাঁদ সদাগর   পত্নী সনকার
চম্পকনগরে বাড়ি ।

ছয় পুত্র তার   চিত্র কৈল আর
ছয় বধূ কড়ে রাঁড়ী ॥ ২৬ ॥

নগর নিবাসী   যত প্রতিবেশী
লিখে প্রতি জনে জনে ।

সাঁতালি পর্বতে   লৌহ বাসরেতে
বেহুলা লখাই সনে ॥ ৪০ ॥

কঙ্ক ও কেবল   লিখে অনুবল
আর লিখে বেজি শিখী ।

লখাই পদেতে   খাইল সর্পেতে
রবি শশী করে সাক্ষী ॥ ৪৪ ॥

লিখে এত সব   লোক কলরব
বেহুলা ভাসিয়া যায় ।

লক্ষের ব্যজনী কামিলা আপনি
নিজে চিত্র কৈল তায় ॥ ৪৮ ॥
চাঁদের দোসর দুরন্ত নকর
লিখিল ঝেউয়া চেড়ী ।
কামিলা উল্লাস দেখিয়া বাতাস
গড়য়ে সোনার দাঁড়ী ॥ ৫২ ॥
এক রতিপতি ব্যজনী সংহতি
মিলিত বসন্ত সঙ্গে ।
ব্যজনীর বায় তাপ দূরে যায়
শীতল লাগিছে অঙ্গে ॥ ৫৬ ॥
বলিছে বিশাই বেহুলা লখাই
শুন দোঁহে এক ভাবে ।
লক্ষের ব্যজনী গড়ে দিলাম আমি
ইহাতে সকলি পাবে ॥ ৬০ ॥
এত বলি কথা নিজ পুরী যথা
চলি গেল বিশ্বকর্ম ।
ভাবিয়া আপনি বেহুলা নাচনী
প্রাণনাথে কহে মর্ম ॥ ৬৪ ॥
শুন প্রাণপতি কর অবগতি
কি হবে উপায় পিছে ।
শুনি লখিন্দর করিল উত্তর
যে তোমার মনে আছে ॥ ৬৮ ॥
মনসা চরণে ভাবি মনে মনে
বেহুলা ডোমনী হৈল ।
ব্রাহ্মণী চরণে ক্ষমানন্দ ভণে
দেবী যারে কৃপা কৈল ॥ ৭২ ॥

বেহুলার শ্বশুরালয়ে গমন

লক্ষের ব্যজনী লইয়া বেহুলা নাচনী ।
ডোমনীর বেশ বামা ধরিল আপনি ॥
রজত মাকড়ি কর্ণে ঘন ঘন দোলে ।
ডাগর রঙ্গের কণ্ঠী গাঁথি দিল গলে ॥ ৪ ॥
লখিন্দর হইল ডোম বেহুলা ডোমনী ।
সঘনে ফিরায় বামা লক্ষের ব্যজনী ॥
এইরূপে বেহুলা লখাই দুইজন ।
চাঁদবেনের বাটীর কিছু শুনহ কথন ॥ ৮ ॥
লখায় ছয় মাসিক দেয় চাঁদ সদাগর ।
হেথা জিয়ে আইল বেহুলা লখিন্দর ॥
হেনকালে চাঁদবেনের বধূ ছয় জন ।
জল আনিবারে তারা করিছে গমন ॥ ১২ ॥
ধীরে ধীরে যায় রাঁড়ী কুম্ভ করি কক্ষে ।
চাঁপাতলার ঘাটে শোভে দেখিল স্বচক্ষে ॥
চৌদ্দ ডিঙ্গা ঘাটে আসে কাহার রমণী ।
কেন ঘন ফিরাইছে লক্ষের ব্যজনী ॥ ১৬ ॥
জিজ্ঞাসা কর গো দিদি বেচে কি না বেচে ।
এত বলি ছয় রাঁড়ী গেল তার কাছে ॥
তারা ছয় জায় বলে শুন গো ডোমনী ।
কত মূল্য হলে তুমি বেচিবে ব্যজনী ॥ ২০ ॥
ডোমনী বলেন যদি লক্ষ তঙ্কা পাই ।
লক্ষের ব্যজনী তবে বেচি তার ঠাঁই ॥
লক্ষের কম ঊন হলে না দিব ব্যজনী ।
ছয় জায়ে এই কথা কহিল নাচনী ॥ ২৪ ॥
বেহুলা সবারে চিনে তারা নাহি চিনে ।
ছয় জায় অনুমান করে মনে মনে ॥

বঞ্জিনী ডোমনী তুমি লক্ষ তঙ্কা চাও।
কত ধন উপার্জ্জিবে ব্যজনীর বায় ॥ ২৮ ॥
বেহুলা বলেন তোরা নিষ্ঠুর সর্বজন।
তেকারণে বিধবা হইয়াছ কেমন ॥
তেমন সুজন হয় পরম রসিক।
ব্যজনী কিনিতে পারে লক্ষের অধিক ॥ ৩২ ॥
আমার ব্যজনীতে উঠে সুশীত বায়।
অমূল্য ব্যজনী লবে সাত পুত্রের মায়।
তারা ছয় জায় বলে আইস মোর বাড়ি।
লক্ষের ব্যজনী লবে আমার শাশুড়ী ॥ ৩৬ ॥
বেহুলা বলেন তবে তথা যাব চল।
কার বাটীর জল বহ মোরে আগে বল ॥
চাঁদবেনের ছয় বধূ বড়ই রসিক।
বলে লখিন্দরের আজি হবে ষাণ্মাসিক ॥ ৪০ ॥
চাঁদবেনের বধূ মোরা সর্বলোকে জানে।
এত শুনি বেহুলা হাসিল মনে মনে ॥
তারা ছয় জায় চলে কক্ষে কুম্ভ লৈয়া।
ডোমনী চলিল তার পশ্চাৎ হইয়া ॥ ৪৪ ॥
কক্ষের কলসী তারা থুয়ে ভূমিতলে।
ডোমনীর কথা তারা শাশুড়ীকে বলে ॥
এক কথা নিবেদন শুন ঠাকুরানী।
ডোমনী এনেছে অতি বিচিত্র ব্যজনী ॥ ৪৮ ॥
শুনিয়া সনকা আইল কিনিতে ব্যজনী।
বেহুলারে নাহি চিনে সনকা বেনেনী ॥
সনকা কহিল ওগো তোমার কি নাম।
কোথাকার ডোমনী তুমি থাক কোন গ্রাম ॥ ৫২ ॥
ডোমনী যে তারে কহে প্রবঞ্চনা কথা।
বেহুলা ডোমনী আমি সায় ডোম পিতা ॥
চাঁদ ডোম শ্বশুর সবাই ডোম পতি।
অতি হীন কুলে জন্ম মোরা ডোম জাতি ॥ ৫৬ ॥

ঘুঙনি ঢুলড়ি বুনি আর বুনি ফুলা।
সেচনী ব্যজনী বুনি আর বুনি ডালা॥
বুনিয়া নগরে বেচি জাতি অনুসারে।
লখাই আমার ডোম আছে নিজ ঘরে॥ ৬০॥
আমার ব্যজনীখানি লক্ষ টাকা মূল।
চাঁদ ঝলমল করে কনকের ফুল॥
মলয় বসন্ত আসে ব্যজনীর বায়।
নিদ্রার কালেতে লাগে সুশীতল গায়॥ ৬৪॥
যে জন সুজন হয় বড়ই রসিক।
ব্যজনী কিনিবে দিয়া লক্ষের অধিক॥
বেহুলা লখার নামে পূর্ব শোক জাগে।
সনকা ক্রন্দন করে ডোমনীর আগে॥ ৬৮॥
সজল নয়ন তাহে শোকাকুলা হইলা।
বেহুলা লখাই মোর কোথা তারা গেলা॥
পরম দারুণ শোক দিল মোরে যম।
শাপে বুঝি বেহুলা লখাই হইল ডোম॥ ৭২॥
সনকা বলেন শুন হেরে গো ডোমনী।
হেরি আন কেমন সে লক্ষের ব্যজনী॥
এত শুনি ডোমনী দাঁড়ায় এক ভিতে।
লক্ষের ব্যজনী দিল সনকার হাতে॥ ৭৬॥
লক্ষের ব্যজনী তবে সনকা বেনেনী।
ভাল মতে নিরীক্ষণ করেন আপনি॥
ব্যজনীর পত্রে দেখে নিজ পরিজন।
মনসা মঙ্গল ক্ষমানন্দ বিরচন॥ ৮০॥

৬৫

সনকার সহিত বেহুলার কথোপকথন

লক্ষের ব্যঞ্জনী   সনকা আপনি
    যদি কৈল নিরীক্ষণ।
তাহে সম্বলিত   দেখি বিপরীত
    আপনার পরিজন ॥ ৪ ॥
বেহুলা সবাই   লিখিত তথাই
    বিচিত্র ব্যঞ্জনীর পাতে।
পুত্র ছয় জন   মঙ্গল কথন
    চৌদ্দ ডিঙ্গা তার সাথে ॥ ৮ ॥
দেখি এত সব   ব্যঞ্জনী কিনিব
    কে এত গঠন জানে।
ব্যঞ্জনী দেখিয়া   স্থির নহে হিয়া
    শোক জাগে পোড়া প্রাণে ॥ ১২ ॥
কান্দিয়া বেনেনী   কহিছে ডোমনী
    মুখ তুলে কহ কথা।
দেখিয়া তোমায়   আমার হৃদয়
    জাগে পূর্ব শোক ব্যথা ॥ ১৬ ॥
চিনিতে না পারি   করো না চাতুরী
    বেহুলা বট গো তুমি।
দেহ পরিচয়   জুড়াক হৃদয়
    তোমার শাশুড়ী আমি ॥ ২০ ॥
বলেন ডোমনী   শুন ঠাকুরানী
    মোরা ডোম জাতি হীন।
আমি যে তোমায়   বধুর আকার
    কি পাইলে তার চিন ॥ ২৪ ॥
খুচনি চুপড়ি   বেচি বাড়ি বাড়ি
    [illegible] বাজার দেন।

আমারে দেখিয়া তুমি কি লাগিয়া
ক্রন্দন করিছ কেন ॥ ২৮ ॥
সনকা বেনেনী সঘনে আপনি
নেহালে ডোমনী মুখ।
দেখিয়া তোমাকে বেহুলার শোকে
বিদরে আমার বুক ॥ ৩২ ॥
এ হেন ব্যজনী না দেখি না শুনি
কেবা দিল তোর হাতে।
হৈবে কি কারণ পুত্র পরিজন
দেখি ব্যজনীর পাতে ॥ ৩৬ ॥
লক্ষের ব্যজনী বলেন ডোমনী
আমরা গড়িতে জানি।
পূর্বপরিচয় ক্ষমানন্দ কয়
শুন সুমঙ্গল বাণী ॥ ৪০ ॥

৬৬

বেহুলার আত্মপরিচয় প্রদান

সনকা ব্যজনী দেখি মাগে পরিচয়।
পূর্ব কথা বেহুলা যে শাশুড়ীকে কয় ॥
শুনগো শাশুড়ী বলি তব পদতলে।
সেই যে ভাসিয়া গেলাম মড়া লৈয়া কোলে ॥ ৪ ॥
আমি ত বেহুলা বটে না কান্দিহ আর।
প্রাণপতি জিয়াইলাম পূর্ব সমাচার ॥
সনকা বলেন বেহুলা কোথা হৈতে এলে।
দুর্লভ লখায়ে মোর কি জানি কি কৈলে ॥ ৮ ॥
বেহুলা বলিল তুমি না হও কাতর।
কপাট ঘুচাইয়া দেখ লোহার বাসর ॥
সেই হৈতে দীপ ঘৃত ছয় মাস জ্বলে
মরা পুত্র জীয়ন্তে অমনি পাইবে কোলে ॥ ১২ ॥

এত শুনি সনকা যে হরষিত হইয়া
লোহার বাসরে দেখে কপাট ঘুচাইয়া ॥
সিজান ধান্যের গাছ লোহার বাসরে ।
কড়ার তৈলেতে দীপ আছে আলো করে ॥
সনকার দেখি হৈল হৃদয়ে উল্লাস ।
হাত বাড়াইয়া যেন পাইল আকাশ ॥
বিষাদ তাজিয়া বামা আনন্দিত মনে ।
বেহুলার গলা ধরি কান্দে পুরজনে ॥
কহ গো সাবিত্রী সতী কুশল বারতা ।
প্রাণপতি জিয়াইয়ে থুয়ে এলে কোথা ॥
দেখাইয়া প্রাণ রাখ বেহুলা গো ধন্যা ।
এ তিন ভুবনে তুমি পতিব্রতা কন্যা ॥
বেহুলা বলেন মোর শ্বশুর পাগল ।
মনসার সঙ্গে কেন করে গণ্ডগোল ॥
মনসার সঙ্গে যদি ঘুচান বিবাদ ।
পূর্ব পাপ বিমোচন অভয়া প্রসাদ ॥
বেহুলা বলেন শুন সনকা শাশুড়ী ।
এক নিবেদন করি তব পায়ে পড়ি ॥
মনসার পূজা আগে করুক শ্বশুর ।
চৌদ্দ ডিঙ্গা আনি দিব ছয়টি ভাশুর ॥
সনকা বলেন তবে আর কিবা চাই ।
চরণে পড়িয়া আগে সাধুরে বুঝাই ॥
নেড়া যেয়ে গিয়া বলে শুন সদাগর ।
পুনরপি জিয়ে আইল বেহুলা লখিন্দর ॥
শুনিয়া সে চাঁদবেনে হরষিত হইল ।
স্কন্ধে হেতালের বাড়ি নাচিতে লাগিল ॥
কোথা সে বেহুলা আইল কোথা সে লখাই ।
মরা পুত্র জিয়ন্তে পুনশ্চ যদি পাই ॥
তবে সে পূজিব আমি মনসার বারি ।
শুনি আনন্দিত হৈল পরিজন তারি ॥

আপন শ্বশুরে বামা কহে প্রবোধিয়া।
চৌদ্দ ডিঙ্গা জলে ভাসে দেখগো আসিয়া ॥ ৪৪ ॥
ছয়টি ভাশুর মোর লখিন্দর পতি।
তাদের দেখিবে যদি চল শীঘ্রগতি ॥
এত শুনি চাঁদবেনে মহানন্দে চলে।
লম্ফ দিয়া তখনি উঠিল গিয়া দোলে ॥ ৪৮ ॥
দোলায় উঠিয়া সাধু চৌদিকে নেহালে।
চৌদ্দ ডিঙ্গা দেখে সাধু গাঙুড়ের জলে ॥
দেখিয়া শুনিয়া তার বাড়িল উল্লাস।
হাত বাড়াইয়া যেন পাইল আকাশ ॥ ৫২ ॥
বেহুলারে ধন্য ধন্য সর্বলোকে বলে।
মৃত পতি জীয়াইল কোন্ পুণ্যফলে ॥
হেন মনসার সনে করহ বিবাদ।
এবে তারে পূজা কর না ভাব বিষাদ ॥ ৫৬ ॥
হারাইলে পুনঃ পায় মরিলে বাঁচায়।
এ হেন দেবীর পূজা কর মহাশয় ॥
চাঁদবেনে বলে আমি তবে পূজি তায়।
শুষ্ক ডাঙ্গায় চৌদ্দ ডিঙ্গা ধরে যদি যায় ॥ ৬০ ॥
সর্বলোকে বলে সাধু তুমি হে পাগল।
তরণী নাহিক চলে বিহনেতে জল
বেহুলা বলেন মাতা জয় বিষহরী ॥
আমি তোমার ব্রতদাসী বেহুলা সুন্দরী ॥ ৬৪ ॥
আমার শ্বশুর চাঁদ বড়ই অবুঝা।
আপনি প্রচার কর আপনার পূজা ॥
যেমন মোরে কৃপা কৈলে কৃপাময়ী হইয়া।
বহিত্র বহিয়া দেহ ভুজঙ্গকে দিয়া ॥ ৬৮ ॥
ক্ষমানন্দ বিরচিল সুমধুর বাণী।
মনসা চরণ স্মরে বেহুলা নাচনী ॥

৬৭

দেবীর আজ্ঞায় সর্পগণের বহিত্র বহন

জানিয়া জগাতী রাখিবারে খ্যাতি
লইতে আপন পূজা।
আনন্দ বিশেষ করিল আদেশ
শুন ফণী মহাতেজা ॥ ৪ ॥
চাঁদ সদাগর বড় দুরাচার
নাহি করে মোর ধ্যান।
আমার বচনে যত ফণিগণে
বাহ ডিঙ্গা চৌদ্দ খান ॥ ৮ ॥
যদি সে জগাতী দিলেন আরতি
চলে চারিশত অহি।
বহিত্র লইয়া পৃষ্ঠে বসাইয়া
চাঁদের বাটীতে বহি ॥ ১২ ॥
চাঁদ ভাগ্যবান ডিঙ্গা চৌদ্দখান
নাগেতে বহিয়া দিল।
উল্লসিত হৈয়া পুত্রবধূ লৈয়া
নিজ ঘরে বসাইল ॥ ১৬ ॥
জালি ধূপ ধুনা বিয়াল্লিশ বাজনা
বহিত্র অর্চনা করে।
মঙ্গল শঙ্খধ্বনি ঘন ঘন শুনি
দেবী সুপ্রসন্ন তারে ॥ ২০ ॥
পুণ্য অতিশয় সর্বলোকে কয়
এ সব না দেখি কভু।
পাইয়া এত ধন দেবীর চরণ
সাধু নাহি পূজে তবু ॥ ২৪ ॥
মনকা বেনেনী বলিছে আপনি
শুন সাধু সদাগর।

ছিল তব অরি
যেই বিষহরী
তুমি তাঁর পূজা কর ॥ ২৮ ॥
পাই প্রাণধন
যাহার কারণ
ছয়টি পুত্র মোর বাঁচে।
ছিল তব অরি
যেই বিষহরী
ক্ষমা মাগ তাঁর কাছে ॥ ৩২ ॥
ফিরে আইল ঘর
মরা লখিন্দর
চৌদ্দ ডিঙ্গা বাহুড়িল।
পাইলে অগণন
আর নানা ধন
মনসা তোমারে দিল ॥ ৩৬ ॥
নিবেদন করি
শুন অধিকারী
এ ফল কাহার ঘটে।
মাগহ প্রসাদ
ঘুচুক বিবাদ
কাজ নাই আর হটে ॥ ৪০ ॥
করে যেই জন
সৃজন পালন
তারে তুমি নাহি চিন।
পাইল জীবন
মরা পুত্রগণ
তব বড় শুভদিন ॥ ৪৪ ॥
ওহে চাঁদবেনে
দেখিয়া নয়নে
সাক্ষাৎ স্বরূপে পূজ।
না কর অন্যথা
এই মম কথা
যদি সবিশেষ বুঝ ॥ ৪৮ ॥
এড়াবে প্রমাদে
বিষম বিবাদে
যে তাঁর চরণ পূজে।
চিন্তে অনুক্ষণ
মনসা চরণ
রাখিয়া হৃদয় সরোজে ॥ ৫২ ॥
সনকা বুঝায়
পড়ি তার পায়
সাধুর কুমতি নাশে।
পরম কারণ
মনসা চরণ
রচিল কেতকা দাসে ॥ ৫৬ ॥

৬৮

সদাগরের প্রতি সকলের উপদেশ ও সাধুর প্রত্যুত্তর

সনকা বলেন যত সাধু নাহি শুনে
চারিভিতে বুঝান অমাত্য বন্ধুগণে ॥
মনসার সনে আর না কর বিবাদ ।
পূজহ তাঁহার পদ মাগহ প্রসাদ ॥ ৪ ॥
বিধবা আছিল তব বধূ ছয় জনা ।
দেবীর প্রসাদে তারা পরে শঙ্খ সোনা ॥
হেন মনসার পূজা কর সদাগর ।
দেবতা সহিত বাদ এ বড় দুষ্কর ॥ ৮ ॥
চাঁদবেনে বলে মম বড় অপমান
কেমনে করিব আমি মনসার ধ্যান ॥
বাদ বিসম্বাদ ছিল যার সনে কালি ।
কোন লাজে লইব তাহার পদধূলি ॥ ১২ ॥
চেঙমুড়ী বলিয়া যাহারে দিতাম গালি ।
কোন মুখে তার আগে হব কৃতাঞ্জলি ॥
এই বড় অপমান হইল আমার ।
কেমনে পূজিব পদ দেবী মনসার ॥ ১৬ ॥
যেই হাতে পূজি আমি সোনার গন্ধেশ্বরী ।
কেমনে পূজিব তাহে জয় বিষহরী ॥

৬৯

চাঁদবেনের মনসা পূজা

সাবিত্রী সমান হইয়া পুত্রবধু মোর ।
ঘরেতে পাইলাম চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকর ॥
হেন মনসার পূজা নাহি করি যদি ।
বিপাকে হারাই তাহে হাতে পাইয়া নিধি ॥ ৪ ॥
এতেক ভাবিয়া সাধু হইল সুমতি ।
বিবাদ ঘুচিল এবে পূজিব জগতী ॥

পরম হরিষ হৈল চাঁদ সদাগর ।
দেবী পূজা আরম্ভিল পুনীত চিত্তর ॥ ৮ ॥
কুল পুরোহিত আসে দ্বিজ জনার্দন ।
পূজা দেখিবারে আইল লক্ষ লক্ষ জন ॥
বিশ্বকর্মা নির্মাইল সুবর্ণের ঝারি ।
সিন্দূর মণ্ডিত কৈল দিয়া পুষ্প বারি ॥ ১২ ॥
বসনাদি দিয়া আনে কুল পুরোহিতে ।
আনন্দে বসিল সাধু জগাতী পূজিতে ॥
কনকের ঘটে আরোপিল আম্র-ডালা ।
কাঁচা দুগ্ধ দিল ঢালি আর পুষ্প মালা ॥ ১৬ ॥
সুবর্ণের থালি ধুরি সুবর্ণের ঝারি ।
নানা উপচারেতে নৈবেদ্য সারি সারি ॥
আতপ তণ্ডুল ফুল লুচি ও পক্কান্ন ।
ঘৃত মধু ক্ষীরসও বিবিধ মিষ্টান্ন ॥ ২০ ॥
নানাবিধ মিষ্টান্ন আর গব্যঘৃত ।
দেবী পূজা করে সাধু পুরে মনোরথ ॥
পাকা আম্র তাল ফল উত্তম খর্জ্জুর ।
কনকের থালে কৈল আমান্ন প্রচুর ॥ ২৪ ॥
ধূপ ধুনা আদি করি ঘৃতের প্রদীপ
যেইরূপে সদাগর নিত্য পূজে শিব ।
নানাপ্রকার বাদ্য বাজে ঢাক কাড়া ঢোল ।
গায়েন মঙ্গল গান মধুর সুবোল ॥ ২৮ ॥
স্বপুরী সহিত সাধু করে দেবী পূজা ।
জয় গো জয় গো দেবী খরতর তেজা ॥
পূর্ব দুঃখ দোষ ক্ষম আপনার গুণে ।
মনসার নাম সাধু জপে মনে মনে ॥ ৩২ ॥
পুঁথি হাতে মন্ত্রজপ করে দ্বিজবর ।
পূজে পঞ্চ দেবতায় চাঁদ সদাগর ॥
মহোৎসব আনন্দ হইল বহুতর ।
মনসাকে চিন্তা করে চাঁদ সদাগর ॥ ৩৬ ॥

জগাতী মনসা হেথা জানিল অন্তরে।
অস্থির হইল দেবী নিজপুরা শিখরে॥
চাঁদবেনে পূজে যদি মনসার বারি।
বর দিয়া আসি গিয়া বলে বরতরি॥ ৪০ ॥
সাধুর ভবনে পড়ে জয় জয় ধ্বনি।
মনেতে জানিল বিষহরী ঠাকুরানী॥
লইতে চাঁদের পূজা জয় বিষহরী।
উনকোটী নাগ লইয়া আসে মর্ত্তপুরী॥ ৪৪ ॥
অন্তরেতে রহে দেবী চাঁদবেনের ভয়।
মনসা মঙ্গল গীত ক্ষমানন্দ গায়॥

৭০

চাঁদবেনের বাটীতে পূজা লইতে মনসার গমন

চাঁদবেনের শঙ্কা দেবীর হৃদয়ে আছয়।
তেকারণে বিষহরী না হন সদয়॥
বুঝিতে না পারি দুষ্ট চাঁদবেনের কথা।
হেঁতালের বাড়িতে পাছে ভাঙ্গে মোর মাথা॥ ৪ ॥
অন্তরীক্ষে ডাকি বলে জয় বিষহরী।
আমার বচন শুন চাঁদ অধিকারী॥
এতদিন তোমার সনে আছিল বিবাদ।
সদয় হইলাম তোরে করিব প্রসাদ॥ ৮ ॥
যদি মোরে পূজিবেক ওহে চাঁদবেনে।
হেঁতালের বাড়িগাছি আগে ফেল টেনে॥
এ কথা শুনিয়া পাইল চাঁদবেনের হাস।
হেঁতালের ডরে দেবী নাহি কর ত্রাস॥ ১২ ॥
হারা মরা পাইলাম তোমার প্রসাদে।
পূজিব তোমায় আমি সদা নির্বিবাদে॥
বেহুলা বিনয় করে আপন শ্বশুরে।
হেঁতালের বাড়ি তুমি টেনে ফেল দূরে॥ ১৬ ॥

শুনিয়া বধূর কথা চাঁদ সদাগর।
বৈতালের বাড়ি টেনে ফেলে দূরতর ॥
তবে সে মনসা তারে হইল পরিতোষ।
পূজা লইতে উত্তরিলা ক্ষমি সর্বদোষ ॥ ২০ ॥
নিজরূপে অবতার হবের কুমারী।
যেই পাদপদ্ম ভাবে চাঁদ অধিকারী ॥
ঊনকোটি ভুজঙ্গ মনসার অনুচর।
আগে সর্প পূজা করে চাঁদ সদাগর ॥ ২৪ ॥
এত দিনে চাঁদ মনে ঘুচিল বিবাদ।
ক্ষমানন্দ কহে দেবী করগো প্রসাদ।

৭১

মনসা কর্তৃক চাঁদকে সর্পপূজা করিবার উপদেশ

মনসা বলেন বেনে — শুন তুমি একমনে
আমি দেবী জয় বিষহরী।
মহেশ আপন বাপ — অনুকূল যত সাপ
ইহার ভরসা মাত্র করি ॥ ৪ ॥
ভুজঙ্গ-জননী কয় — আমার উচিত নয়
ভুজঙ্গ ছাড়িয়া লৈতে পূজা।
তবে ঘুচে মনস্তাপ — আগে আছে যত সাপ
যদি তুমি সব কর পূজা ॥ ৮ ॥
মনসার বোল শুনে — হরষিত চাঁদবেনে
পূজা করে যতেক ভুজঙ্গ।
চাঁদ দেয় পুষ্প পানি — শুনিয়া যতেক ফণী
সবার অন্তরে বাড়ে রঙ্গ ॥ ১২ ॥
বাসুকি ডাকিছে — পাতালের নাগলোকে
চল যাই দেবী আছেন যথা।
হুল হুল শব্দ করি — ছাড়িল পাতালপুরী
কেন ডাকেন বিষহরী মাতা ॥ ১৬ ॥

আর যত অহিকুল লইল চাঁদের কুল
গর্জন করিয়া ঘোরতর।
বিষম দেবীর ফণী ঘোরে এসে খায় জানি
কাঁদে চাঁদ হইয়া কাতর ॥ ২০ ॥
মনসা বলেন চাঁদ অকারণ কেন কাঁদ
যত ফণী পূজ একবারে।
সকল সর্পের নামে পুষ্প দেহ এক স্থানে
হবে তার সন্তোষ অন্তরে ॥ ২৪ ॥
একে একে পূজ যদি তিন লক্ষ মাসাবধি
তবু নাহি হবে অবশেষ।
আমার সর্প যত সংখ্যা নাহি হয় তত
সর্পেতে ভরিল তিনি দেশ ॥ ২৮ ॥
দেবীর বচনে তার মনে লাগে চমৎকার
তুমি গো বিষম খরতরী।
সৃজন কারণ তুমি আকাশ পাতাল তুমি
তব গুণ কি বলিতে পারি ॥ ৩২ ॥
পূজিয়া যতেক ফণী হবে চাঁদ গুণমণি
দেবীপদ ধ্যান মনে করি।
ভবে চন্দ্র অধিকারী পূজে জয় বিষহরী
যাঁর গুণে সীমা দিতে নারি ॥ ৩৬ ॥
নানাবিধ উপহারে শত বলিদান করে
আনন্দিত নিজ পরিবারে।
জগানন্দ কহে মাতা তুমি গো হরের সুতা
পদছায়া দেহ গো আমারে ॥ ৪০ ॥

৭২

চন্দ্র কর্তৃক দেবীর স্তব

গলায় বসন দিয়া চাঁদবেনে দাণ্ডাইয়া
মনসারে কহে স্তুতি বাণী।
দেবের দেবতা শিব নিস্তার কারণ জীব
তব স্তুতি কি বলিতে জানি ॥ ৪ ॥
দেবাসুর নাগ নর পশু পক্ষী জলচর
তুমি সবাকার পরিত্রাণ।
বলে চাঁদ অধিকারী তুমি মূল মন্ত্রধারী
কি করিব দেবী তব ধ্যান ॥ ৮ ॥
তুমি দেবী ভগবতী অযোনিসম্ভবা সতী
অনন্তাদি পাতালবাসিনী।
রামের ভামিনী সীতা লক্ষ্মী স্বরূপিণী মাতা
মহাকালরাত্রি তপস্বিনী ॥ ১২ ॥
তুমি ভুজঙ্গের মাতা আকাশ পাতাল যথা
ত্রিভুবন তোমার গমন।
জগতে তোমার মায়া তুমি গতি গঙ্গা গয়া
স্তুতি নাহি জানে দেবগণ ॥ ১৬ ॥
ক্ষীরসাগর মথন কালে দেবতা অসুর মিলে
বিষ খেয়ে চলে পঞ্চমুখে।
শত শত মুণ্ডধর আর ইন্দ্র পুরন্দর
ধ্যানেতে বলিতে নারে যাকে ॥ ২০ ॥
পাতালের নাগলোক তুমি তার হর শোক
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব দাতা দেবী।
কনক পুরীর মাঝে রাক্ষস রাবণ রাজে
যাহার কনক পদসেবি ॥ ২৪ ॥
আদ্যাশক্তি সনাতনী তুমি মুক্তিপ্রদায়িনী
জগতের গৌরী মহামায়া।

যাঁর সৃষ্টি ত্রিভুবন হর মহেশের মন
আর কি বলিব তব মায়া ॥ ২৮ ॥
অযোনিসম্ভবা হৈয়া মন্থনেতে জন্মাইয়া
লক্ষ্মীরূপা হইলে নারায়ণী ।
প্রলয় যুগান্ত কালে বিষ্ণুনাভি সুকমলে
বিধু মুখে হলে বেদ বাণী ॥ ৩২ ॥
মহামুনি জরৎকার তুমি গো গৃহিণী তাঁর
আস্তিক মুনির তুমি মাতা ।
ফণীন্দ্র সহস্র মুখে স্তবন করিল যাঁকে
যাঁর গুণ অগোচর ধাতা ॥ ৩৬ ॥
তুমি গো জগতের মাই বাসুকি তোমার ভাই
সুমতি দেবতা ঋষি মুনি ।
সকল মঙ্গল কর তুমি সর্ব অগোচর
শক্তিরূপা শিব প্রদায়িনী ॥ ৪০ ॥
কর মাতা শুভ দৃষ্টি সৃজন পালন সৃষ্টি
সংহারকারিণী বিষহরী ।
স্বর্গ মর্ত্য রসাতল তুমি স্থল তুমি জল
মনোরূপা মনসা কুমারী ॥ ৪৪ ॥
হারায়ে পাইলাম ধন মৃত পুত্র সাত জন
তোমার প্রসাদে আইল জিয়ে ।
সংসারে রাখিলে যশ নহে ধন পরিতোষ
তোমারে তুষিব কিবা দিয়ে ॥ ৪৮ ॥
ঘুচুক পূর্বের বাদ যত কৈলাম অপরাধ
সেবকের কত লবে দোষ ।
চন্দ্র কহে স্তুতি বাণী হরের নন্দিনী শুনি
মনসা মনেতে পরিতোষ ॥ ৫২ ॥
শুন চন্দ্র অধিকারী তুমি মম ছিলে অরি
আজি হৈতে ঘুচিল বিবাদ ।
... আমার পর তব অভিলাষ সিদ্ধ
... প্রসাদ ॥ ৫৬ ॥

বিবাদ ঘুচিল যত   তোর সাধ হইল রত
কল্যাণ করেন বিষহরী ।
নিভাইল যত শোক   বড় বড় করে লোক
লখীন্দর বেহুলা সুন্দরী ॥ ৭০ ॥
বেহুলা ভাসিয়া গেল   দুকূল করিয়া আলো
ধন্য ধন্য বেহুলা সুন্দরী ।
বিসবাদ যত ছিল   আজি সব দূর হৈল
সর্বলোক বলে হরি হরি ॥ ৭৪ ॥
সমুদ্র সাঁতার জল   যেন হয় উতরল
মনকার তেমন বিধান ॥
পুত্রবধূ আগে পাছে   মধ্যখানে বুড়ী নাচে
বলে আমি বড় ভাগ্যবান ॥ ৬৮ ॥
চম্পক নগর মাঝে   নানারূপ বাদ্য বাজে
ঘরে ঘরে মনসার পূজা ।
মহোৎসব কোলাহল   বাজায় কাঁসর ঢোল
সর্প খেলে কাঁপানিয়া ওঝা ॥ ৭২ ॥
আনন্দিত গীত নাটে   কেহবা ছাগল কাটে
উচ্চ স্বরে করে জয়ধ্বনি ।
অখণ্ড সিজের ডালা   আরোপিয়া পুষ্পমালা
পূজা কৈল দেবতা ব্রাহ্মণী ॥ ৭৬ ॥
সে অবধি মনসার   পূজা যে হইল প্রচার
যে দিন পূজিল চাঁদবেনে ।
মনসা মঙ্গল গীত   ক্ষমানন্দ বিরচিত
ধন্য হও পুণ্য কথা শুনে ॥ ৮০ ॥

৭৩

অষ্টমঙ্গল

বলে দেবী বিশ্বমাতা শুন সুমঙ্গল কথা
আমার চরিত্র ইতিহাস।
যেই জন এক মনে এ সব কাহিনী শুনে
আহার আপদ হয় নাশ ॥ ৪ ॥
যখন না ছিল মহী তার পূর্ব কথা কহি
ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান।
প্রলয় যুগান্তকালে পৃথিবী ডুবিল জলে
একমাত্র ছিলেন ভগবান ॥ ৮ ॥
আন্তরূপা সনাতন সৃজিলেন ত্রিভুবন
শক্তিরূপী আর মহেশ্বর।
প্রলয় পদ্মের ফুলে মহেশের বীর্য টলে
অধোমুখ পার্বতী ঈশ্বর ॥ ১২ ॥
জন্মিয়া পাতাল পুরী জরৎকারী নাম ধরি
মনোরূপে মনোজ-কুমারী।
বাপে ঝিয়ে পরিচয় শুনি তবে মৃত্যুঞ্জয়
আনা লৈয়া গেল নিজ পুরী ॥ ১৬ ॥
সতাই সহিত দ্বন্দ্ব লোচন হইল অন্ধ
বাপ থুইল সিজ বনবাসে।
বলে দেবী ঠাকুরানী সিজুবন নিবাসিনী
চিরকাল ছিলাম হতাশে ॥ ২০ ॥
কামধেনু সত্যযুগে থাকিতেন সুরলোকে
পালন করিত সুরপতি।
বিধি বিড়ম্বিল তায় কৈলাসে চরিতে যায়
যথা হরগৌরীর বসতি ॥ ২৪ ॥
পবিত্র তুলসী তথা অতি সুকোমল পাতা
কপিলা খাইল অতি লোভে।

তুলসী ছেদন দেখি মহাদেব হইল দুঃখী
কপিলারে শাপ দিল কোপে ॥ ২৮ ॥
কামদেহ গো-মাতারে শাপ দিল মহেশ্বরে
এই হেতু আইল ভূমণ্ডলে ।
সেই অবধি কপিলা সর্বক্ষেত্রে যে অখিলা
এই বিশাল মরত-তলে ॥ ৩২ ॥
মনোরথ মহাকায় বনে হারাইয়া যায়
তৃষ্ণায় শোষিত জলনিধি ।
পুনঃ কপিলার পয় সমুদ্র পূরণ হয়
তথা গেলা হরিহর বিধি ॥ ৩৬ ॥
মান্দারে করিয়া দণ্ড কূর্ম করিয়া ভাণ্ড
তাহাতে বাসুকি হইল ডোর ।
দেব দৈত্য সর্বজনে মন্থনের দড়ি টানে
মহাশব্দ হইলেক ঘোর ॥ ৪০ ॥
ক্ষীরোদ মন্থন করে উপজে নানা প্রকারে
যেই যাহা কৈল সমর্পণ ।
এ তিন ভুবন জিনি উঠে লক্ষ্মী ঠাকুরানী
তাহে মত্ত হইল নারায়ণ ॥ ৪৪ ॥
চন্দ্র গেলেন চন্দ্রলোক ধন্বন্তরি দেবলোক
দেবতা করিল সুধাপান ।
ঐরাবত পারিজাত হর্ষে নিলা শচীনাথ
বিষ খাইয়া চলিল ঈশান ॥ ৪৮ ॥
দেবী মনে মহেশ্বরী মহেশের বিষহরী
অহিকুলে দিল হলাহল ।
মন্থন করিল 'নধি মনসার পূজা বিধি
চন্দ্র বেনে বাড়ায় অনল ॥ ৫২ ॥
কর্ম যার মহেশ্বরে বিল্বপত্র পূজি হরে
সাগরে ডুবিল ধনঞ্জয় ।
সৃষ্টিকর্তা মহেশ্বর মনে হয় যেই যার
সেই কাজে করিল নির্ণয় ॥ ৫৬ ॥

মহামুনি জরৎকার পতি হইল মনসার
তাঁর পুত্র হন আস্তিক মুনি।
আস্তিক মুনির মাই পাতালে বাসুকি ভাই
নাম দেবীর ত্রৈলোক্য তারিণী ॥ ৬০ ॥
রাখাল পূজিল বনে দূত মুখে তাহা শুনে
কোপে জলে হাসন হোসেন।
মক্কাতে হোসেন পুরী কোপে জলে বিষহরী
পলাইল সকল যবন ॥ ৬৪ ॥
নিছনির ঝালু রাজা করে মনসার পূজা
তাহা দেখি চন্দ্র অধিকারী ॥
কোপে জলে অধিকারী ভাঙ্গিল মনসার বারি
দেবী সনে বিসম্বাদ করি ॥ ৬৮ ॥
বেউঙ্গার রূপ হইয়া সাধুর ভবনে গিয়া
হরিয়া লইল মহাজ্ঞান।
পুনঃ গিয়া ত্বরা করি জ্ঞান দিলা ধন্বন্তরি
পুনঃ সাধু হইল গিয়ান ॥ ৭২ ॥
মনসা পুরাণ কথা শ্রীহরি বংশেতে গাথা
ইতিহাস বলিব তাহার।
ঊষা অনিরুদ্ধ গিয়া বেহুলা লখাই হৈয়া
ব্রত কথা করিল প্রচার ॥ ৭৬ ॥
দৈবের নির্বন্ধ ছিল দুইজনে বিভা হৈল
বাসরে শুইল লখিন্দর।
মনসার মনস্তাপে তারে খাইল কালসাপে
বেহুলা ভাসিল দেশান্তর ॥ ৮০ ॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা লয়ে দেবতা সভায় গিয়ে
নাচে কন্যা বেহুলা নাচনী।
দেখি হৈল পরিতোষ ক্ষমিলা সকল দোষ
লখিন্দর পাইয়া পরাণি ॥ ৮৪ ॥
সাত ডিঙ্গা ডুবে ছিল তাহে চৌদ্দ ডিঙ্গা হৈল
আর ছিল ছয়টি তাণ্ডব।

এতদিনে অধিকারী	পূজে মনসার বারি
চাঁদবেনে বেহুলা শ্বশুর ॥ ৮৮ ॥

কুমার জননী কয়	কিবা দিব পরিচয়
অবশেষে দেখান বেরূপে।

মোর পিতা সুরহর	অখিল ভুবনেশ্বর
ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার লোমকূপে ॥ ৯২ ॥

আকাশ পাতাল ভূমি	নিস্তার কারণ তুমি
শক্তিরূপে সবাকার মাতা।

মহেশ্বর মহেশ্বরী	মনোরূপা সুকুমারী
লক্ষ্মীরূপে নারায়ণ যথা ॥ ৯৬ ॥

ছাড়িয়া হাসন হাটী	মিলিবেক বৈকুন্ঠবাটী
বহে জল প্রত্যক্ষ উজান।

স্বর্গ হতে পৃথিবীতে	মনুষ্যের পূজা লইতে
নারিকেল ডাঙ্গায় অধিষ্ঠান ॥ ১০০ ॥

সহজে উত্তর দেশে	মনসা কুমারী বেশে
কমলপুরে আমার আশ্রয়।

সর্পাঘাতে যত মরে	তাহা জিয়াইতে পারে
মহিমা সে মড়ারে বাঁচায় ॥ ১০৪ ॥

রম্যস্থলে সেজুয়া	তথা মৃন্ময়ী পূজিয়া
তথায় আমার অধিষ্ঠান।

যারকা নিবাসী গ্রাম	গঙ্গার নিকটে ধাম
তথা থাকি করি গঙ্গাস্নান ॥ ১০৮ ॥

মঙ্গল গ্রামে অবতরি	দেবী জয় বিষহরী
ভক্তিভাবে ভজে সুর নরে।

সকল ভুবন মাঝে	মনসা কুমারী পূজে
অত পূজা চম্পক নগরে ॥১১২ ॥

সর্বলোক জয় যুক্ত	পূর্ণ হৈল ভাবি ব্রত
কল্যাণ করগো বিষহরী।

অষ্টমঙ্গল সায়	কমানন্দ দাসে কয়
সর্বলোকে বল হরি হরি ॥ ১১৬ ॥

৭৪

কলির উপাখ্যান

শুনরে বেহুলা ঝিয়ে ছয় মাস যদি জিয়ে
তোর পতি দুর্লভ লখাই।
করিলি আমার সেবা তোর তুল্য আছে কেবা
পুষ্পরথে চল স্বর্গে যাই ॥ ৪ ॥
শুন লখিন্দর হেতু তার বাপ মীনকেতু
পূর্বে ছিল গোবিন্দের নাতি।
বাণের নন্দিনী ঊষা আরাধিয়া কীর্তিবাসা
এই হেতু অনিরুদ্ধ পতি ॥ ৮ ॥
বেহুলা লখাই হইয়া পৃথিবীতে জন্ম লৈয়া
মোর পূজা করিল প্রচার।
সর্বলোকে হর্ষযুত সাধু হৈল তোর ব্রত
এই কীর্তি ঘোষিবে সংসার ॥ ১২ ॥
চল সবে স্বর্গবাসে কলিযুগ প্রবেশে
পুণ্যের শরীরে হবে পাপ।
অধর্ম করিবে জয় ধর্ম হইবেক ক্ষয়
পরিণামে পাবে মনস্তাপ ॥ ১৬ ॥
কলির চরিত্র শুনে করজোড়ে চাঁদবেনে
মনসার পদে করে স্তুতি।
কলির অধর্ম পাকে পৃথিবীতে নরলোকে
বল দেখি কি হইবে গতি ॥ ২০ ॥
দেবী বলে সদাগর পরিণামে হরিহর
নিস্তার করিতে সেই নাম।
ক্ষেমানন্দ বলে বাণী ভগবতী নারায়ণী
ভক্তজনে না হইও বাম ॥ ২৪ ॥

লখিন্দর ও বেহুলার স্বর্গে গমন

শুনিয়া সকল কথা মনসার মুখে।
বেহুলা বলেন মাতা রব কোন সুখে ॥
সকল সম্পদ মম তোমার চরণ।
তোমার বিহনে মম অসার জীবন ॥ ৪ ॥
যদি জগতের মাতা হবে স্বর্গবাসী।
সঙ্গে করি লও মাগো আপন দাস দাসী ॥
এত শুনি মনসা দোঁহারে দিল জ্ঞান।
হেনকালে অন্তরীক্ষে আইল বিমান ॥ ৮ ॥
চাঁদ সদাগর কাঁদে পুত্রবধূ মোহে।
বদন তিতিল তার নয়নের লোহে।
বিষম তোমার মায়া বুঝি বিপরীত।
সকল সম্পদ দিয়া করিলে বঞ্চিত ॥ ১২ ॥
বেহুলা লখাই লইয়া যাও সুরপুরী।
কেমনে ধরিবে প্রাণ চাঁদ অধিকারী ॥
হেনকালে বিষহরী চাঁদেরে বুঝান।
অকারণে তুমি কেন কর অভিমান ॥ ১৬ ॥
যত কিছু কর সব মায়ার কারণ।
স্থির হইতে নারে যাহে দেব ত্রিলোচন ॥
মায়ার কারণ সব হয় মোহ লোক।
আপনি মরিয়া যাব পর লাগি শোক ॥ ২০ ॥
এতেক বলিয়া দেবী দুইজনে লইয়া।
সুরলোকে গেল মাতা শুভদৃষ্টি দিয়া ॥
ক্ষমানন্দ বিরচিল জোড় হাত করি।
অন্তে পার কর মাতা জয় বিষহরী ॥ ২৪
জয় মা মনসা দেবী পাপ মা কিঙ্করে।
সংসারের দুঃখ হতে তার এ দাসেরে ॥

ক্ষমানন্দের এই ভিক্ষা জগত-জননী।
বিপদে করহ রক্ষা বিপদতারিণী॥ ২৮॥
মনসা ভাসান গীত হৈল সমাপন।
হরি হরি বল সবে ভরিয়া বদন॥